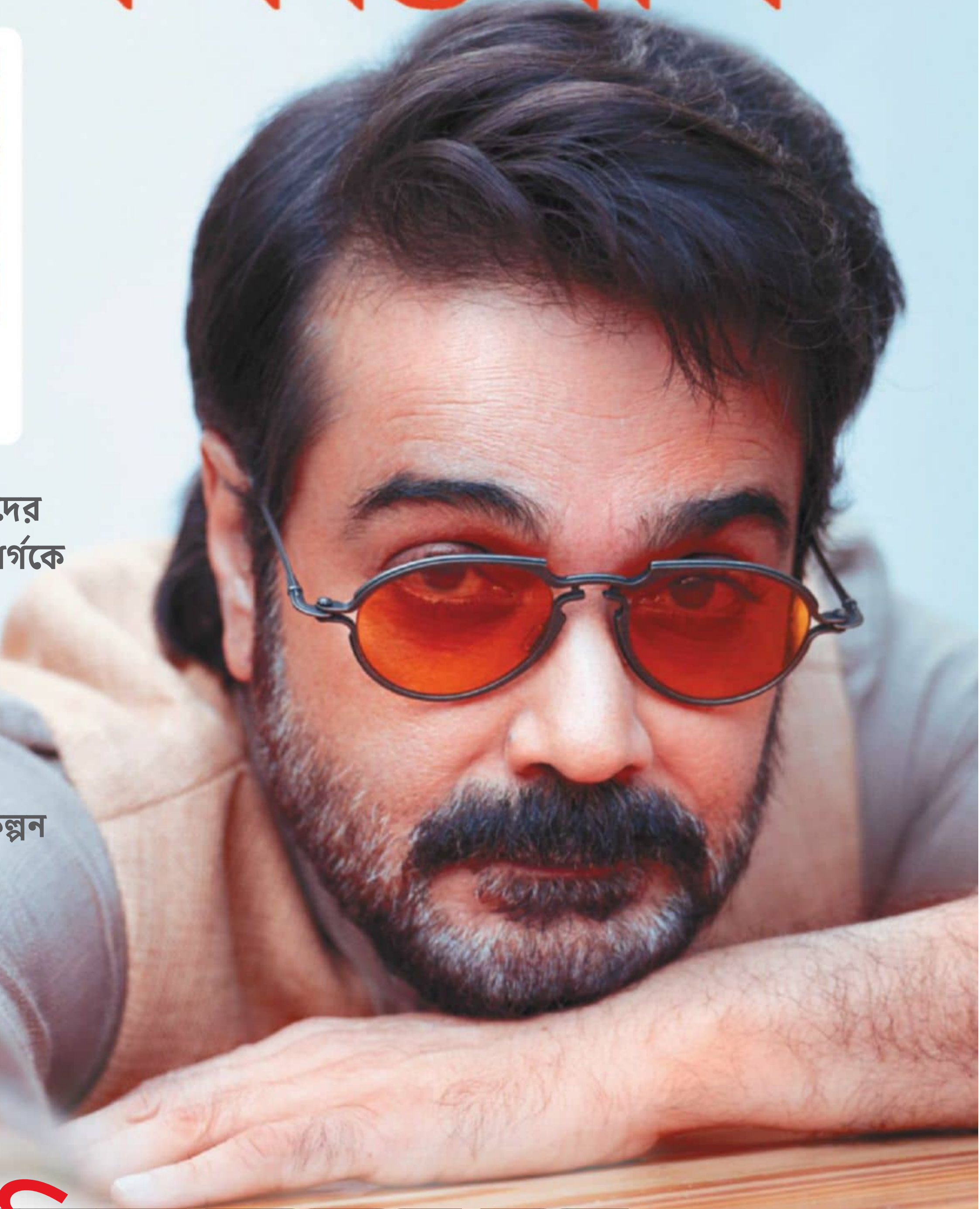
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আনন্দলোক



‘দিওয়ার’ ছবির সুবর্ণজয়ন্তী



অসম বিদায় জানাল তাদের ‘জাতীয় নায়ক’ জুবিন গর্গকে

সা ক্ষা তে:

চিরঞ্জিত চক্রবর্তী

অনীক দত্ত

সৃজিত-টোটা-অনির্বাণ-কল্পন

ফিরে আসার নাম প্রসেনজিৎ

বাংলা সিনেমা জগতের রেষারেষিতে কি দুঃখিত ‘জ্যেষ্ঠপুত্র’? সমাজ মাধ্যমের আঘাতে আহত? ‘দেবী চৌধুরানী’র প্রচারে কেন করছেন প্রাণপাত? রাখঢাকহীন সাক্ষাৎকার দিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়


মুখোশের
আড়ালে কী
লুকোয়
স্পাইডারম্যান ?
আরও আনন্দ-র 'পডকাস্ট'-এর গল্প
বিভাগে শুনুন স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর
গল্প 'আমাদের পাড়ার স্পাইডারম্যান'।
গল্পপাঠে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।
ইনস্টল করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই পডকাস্ট-সহ
বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে
অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও
আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas

৫১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রচ্ছদ: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ফোটো: অভি নস্কর, **মেকআপ:** সুভাষ বেরা, **হেয়ার:** নফিজ়
স্টাইলিং: সিজ়া বিশ্বাস, **পোশাক:** সন্দীপ জয়সওয়াল
হসপিট্যালিটি: দ্য পার্ক, **ফুড পার্টনার:** চাওম্যান

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 17th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ শ্রিয়া পিলগাঁওকর

ওটিটি তারারা

বর্তমান প্রজন্মের সেনসেশন ওটিটিতে মুক্তি প্রাপ্ত নানা সিরিজ় এবং সেই সব তারকারা। হবে না-ই বা কেন, তাঁদের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট দেখে তো চোখ আটকে যাচ্ছে। অনবদ্য এক কথায়। যাকে বলে, ছবির মতোই সুন্দর।

স্বর্ণালী দাস, বেহালা

ভাল খবর

'টলিটেল' বিভাগে মমতা শঙ্কর ও দীপঙ্কর দে অভিনীত 'বিজয়ার পরে' ছবিটি নিয়ে যে খবরটি বেরিয়েছে, তা দেখে ভাল লাগল। তাঁদের ছবি এতটা সাফল্য পেয়েছে এবং ওসাকা এশিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। জেনে খুশি হলাম।

বিশ্বজিৎ কর, গড়িয়া



■ 'বিজয়ার পরে' ছবির পোস্টার

প্রশ্ন সবার

পুজোর সব ছবির প্রচার পদ্ধতি এক। অদ্ভুত ইন্ডাস্ট্রি। একটা রেষারেষি সব সময় লেগেই রয়েছে। এই বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন একেবারে যথাযথ। কিন্তু আমি চাইব ভিতরের দ্বন্দ্ব নিয়ে আরও কিছু সত্যি প্রকাশ্যে আসুক।

বিনীতা পাল, বারাসত

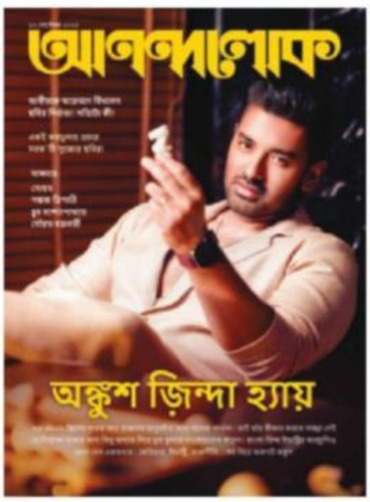
আবীরকে নিয়ে সমস্যা

পুজোয় আবীরের ছবি ঘিরে সমস্যার শেষ নেই। কিন্তু সত্যি-মিথ্যের ভিড়ে অনেক কিছুই চাপা পড়ে যায়। যেমন আবীরের প্রচার পর্ব নিয়ে হয়েছে। প্রতিবেদনটি তথ্য সমৃদ্ধ। এই জাতীয় বিষয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা উচিত।

অমিত বিশ্বাস, বাঁকুড়া



■ শিলিগুড়িতে মঞ্চে দেবের সঙ্গে অনির্বাণ



সম্মান বাড়ল

১২ সেপ্টেম্বরের কভার ড্রাইভে অঙ্কুশের মন খোলা কথায় মন ভরে গেল। এই অজানা কথাগুলো তাঁর প্রতি সম্মানের দাবি রাখে। প্রযোজক হিসেবে তাঁর প্রাপ্য শিক্ষা, ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে তাঁর ভাবনা, এসব অন্যদেরও শিক্ষা দেয়।

নীলেশ নন্দী, মধ্যমগ্রাম



■ আবীর চট্টোপাধ্যায়

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও। **anandalok@abp.in**

ফিরে আসার নাম প্রসেনজিৎ



বাংলার মানুষ তাঁকে অভিযোগে ক্ষতবিক্ষত করেছে। বাংলা সিনেমা জগতের ভিতরের রাজনীতি, রেষারেষি তাঁকে ব্যথিত করছে। তাই তিনি ঝুঁকেছেন হিন্দি বিনোদন জগতের দিকে। কিন্তু যেভাবে তিনি প্রাণপাত করেছেন বাংলা ছবির সাফল্যের জন্য, তাতে স্পষ্ট হয়ে যায়, বাংলা ছবির জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম **প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়**। তাঁর অভিমান, অভিযোগের কথা শুনলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

হিন্দি ছবির মতো বাংলা ফিল্ম জগতেও একটা অদ্ভুত উগ্র পৌরুষের স্রোত বইছে। সেখানে ছবির রাশ কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্রের হাতে। তার অঙ্গুলি হেলনে নারী চরিত্রেরা চলে, তাকে ঘিরে। বাণিজ্যিক ছবির বর্তমান চেনা ছক এটিই। সেই স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় পুরোদমে প্রচার করছেন ‘দেবী চৌধুরানী’ ছবিটির। ‘ভবানী পাঠক’ চরিত্রে প্রসেনজিৎ, যে কিনা নারীকে এগিয়ে দেয় সমরে।

ফোটোশুটের জন্য নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে জানা গেল, প্রসেনজিৎ সকাল থেকেই তৈরি ছবির প্রচারকার্যের জন্য। তাঁর উত্তরসুরি অনেকেই যখন ছবির প্রচারে খুব একটা গা লাগান না, প্রচারানুষ্ঠানে পৌঁছতে পারেন না সময়ে, তখন ষাটোর্ধ্ব তারকার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই প্রতিদিন নিয়মমাফিক প্রচারের আবদার মেটাতে। বরং তিনি ভাবেন কীভাবে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় ছবিটিকে। শোনা যায়, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যে রেষারেষির আবহ, সিনেমা হল দখলের লড়াই, ছবির বাণিজ্যকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচারের কৌশল, তা নিয়ে যারপরনাই বিরক্ত তিনি। তিনি

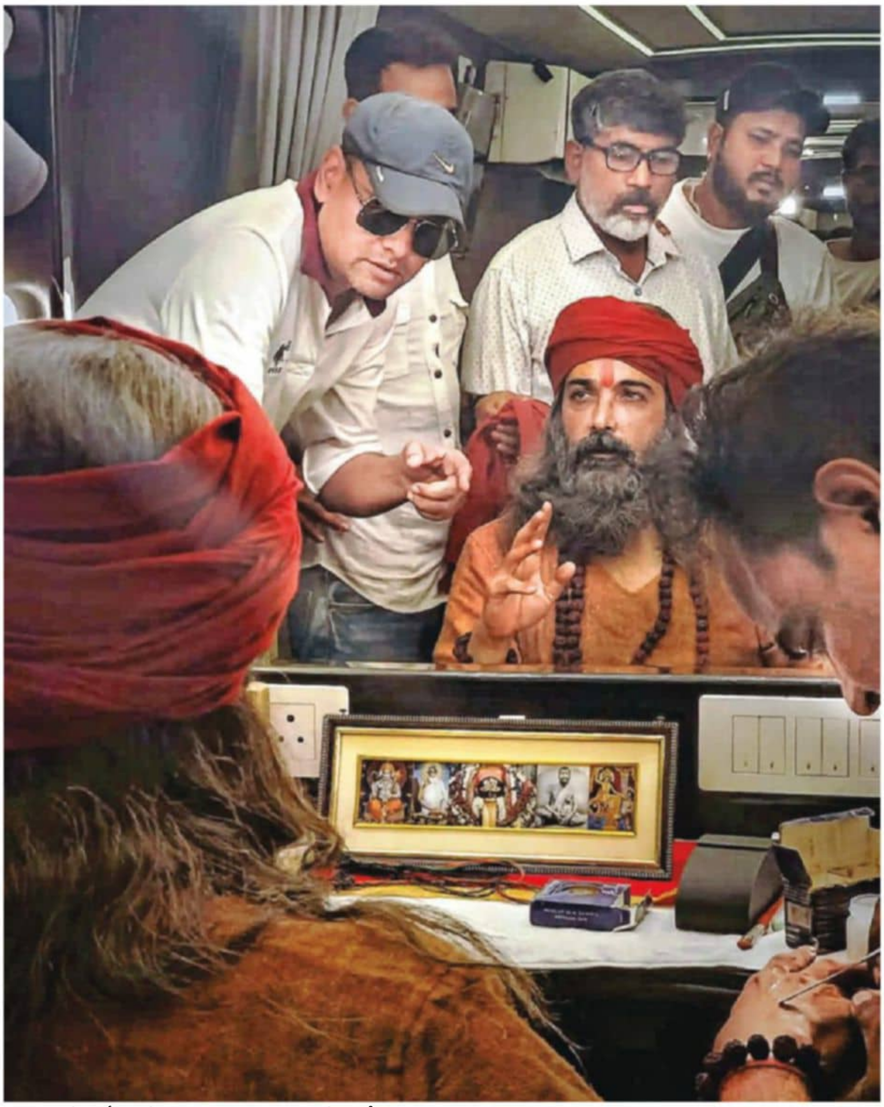


ফোটো: অভিজ্ঞান রায়
মেকআপ: সুভাষ বেরা
হেয়ার: নফিজ়
স্টাইলিং: সিজ়া বিশ্বাস
পোশাক: সন্দীপ জয়সওয়াল
হসপিট্যালিটি: দ্য পার্ক
ফুড পার্টনার: চাওম্যান

তো দর্শকের চোখে ‘ইন্ডাস্ট্রি’! তবে এই কথা বললে প্রসেনজিৎ লজ্জা পেয়ে বলেন, “ওটা সৃজিতের ছবিতে আমাকে বলা হয়েছিল। ইন্ডাস্ট্রি আমি নই। আমি হলাম জ্যেষ্ঠপুত্র।” ফোটোশুটের পর নিজের টিমকে লাঞ্চ ব্রেকে পাঠিয়ে প্রসেনজিৎ বসলেন আনন্দলোকের মুখোমুখি।

আপনি নিরন্তর এমন একটি ছবির প্রচার করছেন, যার নাম ‘দেবী চৌধুরানী’, 'ভবানী পাঠক' নয়। অর্থাৎ নারী চরিত্রের নেপথ্যে রয়েছেন আপনি। হিন্দির মতো বাংলা ছবিও তো পিছনের দিকে হেঁটে উগ্র পৌরুষের আগ্রাসনে। সেখানে জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে নেপথ্যে থাকতে আপনার স্টারডমে লাগছে না?

‘দোসর’ ছবিটা নারীপ্রধান। সেখানে স্ত্রীর ভূমিকাই আসল, কিন্তু সেই ছবির জন্য আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম। আমি তো শিল্পী। আমার মনে হয়েছিল, ওই চরিত্রটা আমি হয়তো আর পাব না। ওটা ছেড়ে দিলে আমার শিল্পীসত্তা অতৃপ্ত রয়ে যাবে। অনেক অভিনেতা হয়তো এটা করতে চান না, ভয় পান। তার কারণটা আজও বুঝিনি। ‘দোসর’, ‘চোখের বালি’, ‘নৌকাডুবি’ বা ‘ময়ূরাক্ষী’ ছেড়ে দিন। আমি একটা ছবি করেছিলাম ‘মা’ বলে। ১৯৯২ সালে। আদ্যন্ত কমার্শিয়াল ছবি। রাখী আন্টি ছিলেন। ছবিটি ৫০ সপ্তাহ চলেছিল। ‘বৌমা’ (১৯৮৬) ছবিতে আমার চরিত্র নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল। সন্ধ্যা আন্টি ছিলেন কেন্দ্রীয় চরিত্র। আমার কমার্শিয়াল ছবিগুলোও যদি দেখেন, বুঝবেন, আমি কোনওদিনই এই চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আমাদের সংস্কৃতিতে মা, বৌদি, স্ত্রী... এরা অনেক বড় জায়গায় রয়েছেন। নারী এবং পুরুষ তো পরস্পরকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। এই যে এখনও লোকে আমাকে আমার ডায়লগ নিয়ে মিমিক্রি করেন, ‘আমি চুরি করিনি মা’ (সেভাবেই অভিনয় করে দেখালেন), সেখানেও তো সামনে একজন মা। ‘দেবী চৌধুরানী’র মলাট দেখব, নাকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস নিয়ে ছবি হচ্ছে, সেখানে ভবানী পাঠকের চরিত্রটা আমি ছেড়ে দেব? ‘চোখের বালি’র মহেন্দ্র তো নায়ক নয়, পছন্দ হওয়ার মতো মানুষও নয়। সেই বছর আমার ‘রাম লক্ষ্মণ’ রিলিজ় করেছে। কমার্শিয়াল ছবি। কিন্তু আমি ভাবিনি মহেন্দ্রর চরিত্র করলে তাতে আমার



■ ‘দেবী চৌধুরানী’র চালিকাশক্তি ভবানী পাঠক চরিত্রের জন্য প্রসেনজিতের প্রস্তুতি



■ ‘দেবী চৌধুরানী’ ছবির দৃশ্যে অর্জুন চক্রবর্তী, শ্রাবন্তী ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

স্টারডমের ক্ষতি হবে। 'বাইশে শ্রাবণ', 'জাতিস্মর'... কোনটাতে আমি নায়ক? প্রভাত রায়ের 'খেলাঘর'-এ সুপ্রিয়াদেবী সংসারের প্রধান, স্তম্ভ। সেই ছবি তো দর্শক দেখেছেন! তাই আমি এই গণিতটা মাথায় কিছুতেই ঢোকাতে পারি না। কোনওদিনই পারিনি। সিনেমা ওয়ান ম্যান শো নয়। আমি অনেক বাণিজ্যিক ছবি করেছি, যেখানে একার ঘাড়ে অনেকটা বোঝা বইতে হয়েছে। তাই বলে বিপরীতে দেবশ্রী, শতাব্দী, ঋতু, রচনা... ওদের অবদানটা অস্বীকার করব কী করে!

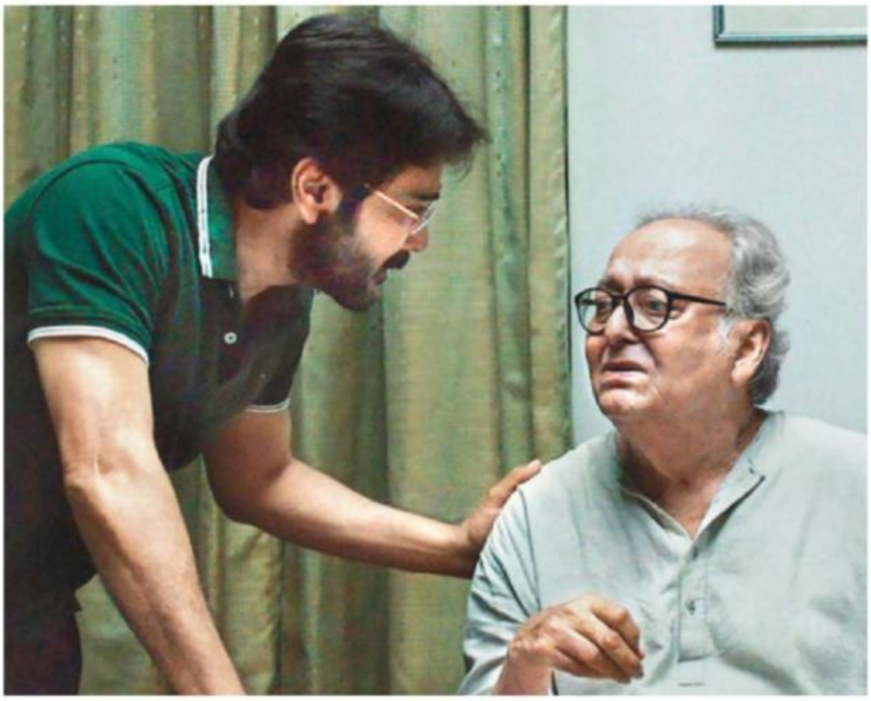
কিন্তু স্টারডম তো মানুষকে মাটি থেকে কিছুটা উপরে তুলেই দেয়। আশেপাশে তাঁবেদার বেড়ে যায়। 'আমিই প্রধান' কথাটা মাথায় তো এসেই যায়, নাকি?

দেখুন, একটা সময়ের পর আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে স্টারডম আমার রয়েছে। শহরের বাইরে, স্টেজ শো-তে আমি বিষয়টা অনুভব করতে পারি যে, আমি স্টার। তারপর কিন্তু আমি নিজের শিল্পীসত্তাকেই তৈরি করার কাজে মন দিয়েছি। আমি সৌমিত্রকাকুকেই সামনে থেকে বেশি দেখেছি। উত্তমজেঠুকে ততটা পাইনি। ওঁকে আমি দেখেছি চরিত্রকে নিয়ে খাটতে। স্টারডম নিয়ে ভাবতেনই না! অমিতাভ বচ্চন 'পিকু' করার সময় কি স্টারডম নিয়ে ভেবেছিলেন? অস্বীকার করব না, এই খিদেটা আমার মধ্যে ঋতুপর্ণ ঘোষ জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। আজকে যখন মাচাতে গিয়ে আমি কমার্শিয়াল ছবির হিট গান গাই, অনুরোধ কিন্তু গৌতম ঘোষের 'মনের মানুষ'-এর গানের জন্যও আসে। 'দেবী চৌধুরানী' সত্যজিৎ রায়ও বানাতে চেয়েছিলেন মিসেস সেনকে নিয়ে। সেটা হয়ে ওঠেনি। আবার হয়তো ৩০ বছর পর এই উপন্যাস নিয়ে সিনেমা হবে। সেখানে কিন্তু আমার ছবির রেফারেন্সও থাকবে। 'দেবদাস', 'দেবী চৌধুরানী' বা বাংলা সাহিত্যের এরকম কিছু আইকনিক লেখা আছে, যেটা মানুষ বারবার দেখতে পছন্দ করেন। আমার কাছে তাৎক্ষণিক সাফল্যের চেয়ে দর্শকের মনে থেকে যাওয়া, বছরবছর ফিরে ফিরে দর্শক ওই পারফরম্যান্সের কথা বলবেন, অনেক বেশি গুরুত্ব পায়।



■ 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ' ছবি ঘুরিয়েছিল বাংলা ছবির মোড়

"'বাইশে শ্রাবণ', 'জাতিস্মর'... কোনটাতে আমি নায়ক? প্রভাত রায়ের 'খেলাঘর'-এ সুপ্রিয়াদেবী সংসারের প্রধান, স্তম্ভ।"



■ 'ময়ূরাক্ষী' ছবির দৃশ্যে প্রসেনজিৎ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়



■ 'দোসর' ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন প্রসেনজিৎ

বেশ। কিন্তু এখন তো ছবির ব্যবসা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা অবিশ্বাস্য নম্বরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই নম্বর দিয়ে প্রচার করে মানুষকে হলে নিয়ে আসা হচ্ছে। অর্থাৎ 'এত কোটি টাকার ব্যবসা করেছে

অমুক ছবি, আপনি না দেখলে পিছিয়ে পড়বেন'... এটা ইন্ডাস্ট্রির জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে আপনার খারাপ লাগে না?

নম্বরটা মিথ্যে বা মিসগাইডিং কিনা, আমি তো জানি না। কারণ আমি ডিস্ট্রিবিউটর নই। এগজ়িবিটর নই, প্রযোজক নই। আজ থেকে ২৫ বছর আগে যখন 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ' এসেছিল, সকলে বলেছিল বাংলা ছবির ব্যবসা নতুন মোড় নিয়েছে। সেই সময়ের আড়াই-তিন কোটি টাকা মানে আজকে ১৫-২০ কোটি টাকা। কিন্তু আমাদের কাছে তো কোনও প্ল্যাটফর্ম ছিল না যে বলব, দেখুন আমাদের ছবি এত ব্যবসা করেছে। এবং আমরা বলতামও না। এটা সোশ্যাল মিডিয়ার অবদান। গত বছরের আগের বছর পুজোতেই আমার 'দশম অবতার' রিলিজ় করেছিল। অনেক ব্যবসা করেছিল। আমার সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও পোস্ট দেখেছেন ব্যবসা সংক্রান্ত? আমি শুধু প্রযোজকদের জিজ্ঞেস করি, 'কি রে তোরা খুশি তো?' তা হলে পরের

> "আমাদের কাছে তো কোনও প্ল্যাটফর্ম ছিল না যে বলব, দেখুন আমাদের ছবি এত ব্যবসা করেছে। এবং আমরা বলতামও না।"

ছবি নিয়ে কথা বলি। কারণ আমি মনে করি, ছবির ব্যবসা দেখার কাজ কেবলমাত্র প্রযোজকের। যে যা-ই করুক, যেভাবে খুশি প্রচার করুক, আমি নিজের জগতে, নিজের মতো করে খুব ভাল আছি।

কিছুদিন আগে বাংলার সিনেমা হলে বাংলা ছবির অগ্রাধিকার পাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কিছু ব্যক্তিত্ব। আজকে পুজোর চারটি ছবির মধ্যেই সিনেমা হল, শো-এর সংখ্যা নিয়ে রেষারেষি চলছে। একটি প্রযোজনা সংস্থা অন্যকে 'মাফিয়া' বলছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নাকি অন্য ছবিটি হল দখল করছে। এক নায়কের দু'টি ছবি মুক্তি পেলে, প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কোথায় গেল বাংলা ছবির ঐক্য?

পুজোয় একটা সময় আমার একারই দু'-তিনটে ছবি রিলিজ় করত। তখন তো স্ট্যান্ড অ্যালোন হলের সময়। তারপর আবার পুজোর বাংলা ছবির ক্রেজ় চলে গিয়েছিল। আপনাদের জেনারেশন তো বাংলা ছবি



ফোটো: অভি নস্কর
মেকআপ: সুভাষ বেরা
হেয়ার: নফিজ়
স্টাইলিং: সিজ়া বিশ্বাস
পোশাক: সাগর নিহালনি
হসপিট্যালিটি: দ্য পার্ক
ফুড পার্টনার: চাওম্যান





■ তিনি নিজেকে বাংলা বিনোদন জগতের জ্যেষ্ঠপুত্র বলে মনে করেন



■ ডেবিউয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন প্রসেনজিৎ-পুত্র তৃষাণজিৎ

দেখতে মাল্টিপ্লেক্সে যেত না। আর মাল্টিপ্লেক্স ছাড়া ছবিও দেখত না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল 'চোখের বালি'। তারপর 'অটোগ্রাফ' এবং 'বাইশে শ্রাবণ' মাল্টিপ্লেক্সে পরপর দুটো বছর পুজোয় দর্শক টেনেছে। তার জন্য আমি সৃজিতকে ক্রেডিট দেব যে, ও খেলা ঘুরিয়েছে। তারপর তো অনেক ভাল ছবি পুজোয় এসেছে। 'অটোগ্রাফ' যে বছর এল, একই প্রডাকশন হাউজের 'দুই পৃথিবী'-ও এসেছিল। তাতে দেব, জিৎ, কোয়েল ছিল। রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনা। দুটো ছবিই ভাল ব্যবসা করেছে। পুজোয় দুটো-তিনটে-চারটে ছবি রিলিজ় করলেও মানুষ বাংলা ছবি দেখতে চান। ওই একটিই তো ফেস্টিভ্যাল আমাদের। আর প্রচার নিয়ে বলি, আমি তো অনেক প্রযোজকের প্রথম ছবি করেছি। 'দেবী চৌধুরানী'র প্রযোজকরা একেবারে নতুন। আমার কাছে যখন ছবিটি আসে, আমি প্রথমেই জানতে চাই, ছবিতে টাকা কারা ঢালছেন। কারণ সত্যিই এটি আট-দশ কোটি টাকার ছবি। সেই কারণেই কিন্তু আমি এত প্রাণপণ প্রমোশন করছি। না হলে আমার এই দৌড়ের মধ্যে থাকারই কথা নয়। শুধু ওদের মুখ চেয়ে করছি। কারণ আমি ইন্ডাস্ট্রির জ্যেষ্ঠপুত্র। নতুন প্রযোজকদের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। ইন্ডাস্ট্রির ঘুরে দাঁড়াতে গেলে যেটা করা উচিত, সেটাই আমরা করতে চাই না। আলোচনা। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা ভীষণ ছোট। এখানে টিকে থাকতে গেলে আলোচনা করতেই হবে।

সেই আন্তরিকতা কি রয়েছে? এই যে একটি ছবি অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, চাইলে কি বিষয়টা নিয়ে আলোচনা সম্ভব হত না?

আমি জানি না কে কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। কিন্তু আপনি বিগত কয়েক বছরে একটি পুজো দেখান, যেখানে একসঙ্গে এত ছবি রিলিজ় করেনি। দেখুন, 'দেবী চৌধুরানী', 'রক্তবীজ ২', 'রঘু ডাকাত' এমনিই বড় ছবি। প্রতি বছর এমন ছবি আসে, যেখানে জিৎ, দেব বা প্রসেনজিৎ আছে। বা কোনও বড় ডিরেক্টরের ছবি। এগুলো বড় ছবি। কিন্তু যে ছবিগুলো সারাবছর আসে? একটা 'দোস্তজী' বা 'অঙ্ক কী কঠিন'... আপনি নিশ্চয়ই জানেন এই ছবিগুলো কত লড়াই করে হলে একটা সকাল ১১টা, রাত ন'টার শো পায়। কিন্তু যে নিয়মটা এবার শুরু হল, সেটা কিন্তু এই ছবিগুলোকে প্রাইম টাইম পেতে সাহায্য করবে। তবে তার জন্য সকলকে একসঙ্গে হয়ে আলোচনা করতে হবে। শুধু পুজোর ছবি দেখলে হবে না। সারা বছর যদি মানুষ বাংলা ছবি দেখতে হলে আসে, তা হলে বড় ছবিগুলোও লাভবান হবে।

> "আমি প্রথমেই জানতে চাই, ছবিতে টাকা কারা ঢালছেন। আমার এই দৌড়ের মধ্যে থাকারই কথা নয়। শুধু ওদের মুখ চেয়ে আমি করছি। কারণ নতুন প্রযোজকদের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে।"

আপনি বাংলা ছবি নিয়ে নিরন্তর ভাবেন, এত অবদান আপনার। সেখানে মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে বাঙালি সাংবাদিককে বলা 'হোয়াই ডু ইয়ু হ্যাভ টু টক ইন বাংলা' বাক্য নিয়ে তোলপাড় হয়ে যাবে, এমনটা

ভেবেছিলেন?

এই বিষয়টা নিয়ে আমি আগেও ক্ষমা চেয়েছি, আবারও চাইছি। যাঁরা আমার ওই কথায় আঘাত পেয়েছেন, এবং সঙ্গত কারণে, তাঁদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁরা আঘাত পেয়েছেন, কারণ আমি তাঁদের বুম্বাদা। বুম্বাদার কাছে হয়তো তাঁরা এই কথাটা আশা করেননি। সোশ্যাল মিডিয়ার আগের সময়ে এই আপনার মতো সাংবাদিকরা এমন ঘটনা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতেন। আমরা কিন্তু এখনও উত্তর দিতে চাই। আমরা চাই আপনারা প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন না করে জাজ করবেন না। পুরো কথাটা না শুনে এখন একটা বাক্য নিয়ে মানুষ যা খুশি লিখে দেয়। আজকে আমার বাংলা, বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষার ছবির প্রতি যে কমিটমেন্ট, সেটা নিয়ে আলাদা করে কী আর বলব। সেগুলো না দেখে, একটা বাক্য নিয়ে...

এই ঘটনাটি কি আপনাকে আহত করেছে? অভিমান হয়েছে আপনার?

অবশ্যই! কিছুদিন আগে এক প্রযোজকের কর্মজীবনের ১২ বা ১৫ বছরের উদ্‌যাপন ছিল। আমি সেদিন বাইরে চলে যাচ্ছি। ফ্লাইট ধরার তাড়া ছিল। কিন্তু তাও আমি ওই পার্টিতে গেছি। কারণ ওরা বলেছিল, 'তুমি না এলে আমরা কেক কাটব না।' আমি গেছি কারণ ওই প্রযোজনা সংস্থার

> "আমরা কিন্তু উত্তর দিতে চাই। সব উত্তরই দেব। আমরা চাই আপনারা প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন না করে জাজ করবেন না। কিন্তু এখানে অদ্ভুতভাবে একটা কথা তুলে..."



■ 'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার'-এ প্রসেনজিৎ



ফোটো: অভি নস্কর
মেকআপ: সুভাষ বেরা
হেয়ার: নফিজ়
স্টাইলিং: সিজ়া বিশ্বাস
পোশাক: সন্দীপ জয়সওয়াল
হসপিট্যালিটি: দ্য পার্ক
ফুড পার্টনার: চাওম্যান





■ দেব, সোহম ও জিতের সঙ্গে প্রসেনজিৎ



■ মুম্বইয়ের যে প্রেস কনফারেন্সে বিতর্কের শুরু। উপস্থিত ছিলেন রাজকুমার ও মানুষী

ব্যানারে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি মুক্তি পাচ্ছিল সামনেই। ছবিটি অনেক বছর ধরে আটকে ছিল। এত বছর ধরে সকলকে একসঙ্গে বসানোর চেষ্টা আমি করেছি, যাতে ছবিটা মুক্তি পায়। যাতে একটি লিডিং জুটি ফিরে আসে। এদের কারও কাছে আমি স্টার নই, আমি এদের ছোট থেকে বড় হতে দেখেছি। বরং এদের ব্যক্তিগত অনেক কথা আমি জানি। যাই হোক, বেরোনোর সময় আমাকে একজন ছবিটা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, আমি বলেছি পরে বলব। তখন খুব তাড়ায় ছিলাম। ওইটুকু অংশ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া হল! অথচ তার আগে যে একঘণ্টা আমি ছবিটা নিয়ে এত কথা বলেছি, এতটা সময় দিয়েছি, সেটা নিয়ে একটা কথাও হল না!

এই ঘটনাগুলো আপনাকে একটু আড়ষ্ট করে দিয়েছে কি?

হ্যাঁ, আমি এখন ভয় পাই। আমি এমন একটা মানুষ, যে মনে করেছে, আমার ব্যাপারে দর্শকের, সাংবাদিকদের জানার অধিকার আছে। তাদের সঙ্গে আমার স্বচ্ছ সম্পর্ক। আমার জীবনের কিছু আমি তাদের থেকে লুকোইনি। কোনওদিন বলিনি, এটা আমার রিলেশনশিপ নয়, উই আর জাস্ট ফ্রেন্ডস। প্রকাশ্যে বলেছি, হ্যাঁ এটা আমার একটা রিলেশনশিপ। ভুল করলেও বলেছি, মানুষ আমাকে জাজ করেননি তাই।

হাওয়ায়-হাওয়ার খবর, প্রসেনজিৎ-পুত্র তৃষাণজিতের ডেবিউ হবে। কথাটা সত্যি?

ও একটা লড়াই করছে নিজের মতো করে। সেটা বাংলা ছবি হতে পারে, হিন্দি হতে পারে। কিন্তু লড়াইটা ওর নিজের। কারণ আমি কিন্তু আজও একটা ছবির জন্য সকাল থেকে রাত অবধি প্রচার করছি।

এখন সিনেমা দুনিয়ার যে পরিস্থিতি, তাতে বাবা-মা হিসেবে আপনি এবং অর্পিতা কি চান ছেলে সিনেমায় আসুক?

আমরা যে সময়ে বাংলা সিনেমায় চাষ করেছি, তখন খরা ছিল। সেখান থেকে এখন একটু সবুজায়ন তো হয়েছে। সেই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমাদের সন্তান একটা সবুজ পাতাও যোগ করতে পারে, সেটাই অনেক।

ছেলেকে কি উপদেশ দেবেন?

সাফল্যকে যেন পরিধান করে না বসে। আমি এমন অনেককে দেখেছি, সাফল্যে এমন উড়েছে যে পরে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, নামও মানুষ মনে রাখেনি। বরং ব্যর্থতাতে সম্বল করে কিছু বছর টিকে থাকা যায়, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা সাফল্যকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। একটা সময়ে, আড়াই বছর আমাকে কেউ কাস্ট করেনি। কিন্তু আমি গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ছবির জন্য টরন্টো, কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ঘুরেছি। সেই সময়টা আমার জীবনের একটা প্রশিক্ষণ। তারপর যখন 'অটোগ্রাফ' দিয়ে ফিরে এসেছি, তখন আর ওই আড়াই বছর কেউ মনে রাখেনি।

ফিরে আসার নামই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বারবার। তাই তিনি বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জ্যেষ্ঠপুত্র। তাই 'দেবী চৌধুরানী'র কথা বলতে বলতে বেরোনোর আগে অবলীলায় বলতে পারেন, "দর্শককে অনুরোধ করব, আমাকে যদি একটুও ভালবাসেন, তা হলে পুজোর চারটে বাংলা ছবিই হলে গিয়ে দেখবেন। কেউ বেশি শো পাবে, কেউ কম। কিন্তু আপনারা প্লিজ় হলে গিয়ে বাংলা ছবি দেখুন... ওগুলোও আমারই ছবি।"

তিনি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সত্যিই ইন্ডাস্ট্রি।

কুরুক্ষেত্রের পাঁচিল
দিওয়ার ৫০



‘মহাভারত’-এর মিথকে সুনিপুণভাবে বোনা আছে ‘দিওয়ার’র পরতে পরতে। কর্ণ ও অর্জুণের সংঘাত এক ভিন্ন মাত্রা নেয় এই ছবিতে। কিন্তু ছবিটি কি সত্যিই ইন্দিরা গান্ধীর ডাকা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলে? নাকি আড়ালে প্রচার করে ভিন্ন কোনও বার্তা? লিখেছেন

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

১৯৭৫ সাল নানাভাবেই স্মরণীয়। অন্তত হিন্দি সিনেমার ক্ষেত্রে তা এক জল বিভাজিকা। কিছুদিন আগে আনন্দলোকে ‘শোলে’র ৫০ বছর নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তবে আজ যে ‘দিওয়ার’ ছবিটি নিয়ে আলোচনা করব, তার মুক্তি ‘শোলে’র কিছু আগে। ‘শোলে’ মুক্তি পেয়েছিল ১৫ অগস্ট। আর ‘দিওয়ার’ ২৪ জানুয়ারি। আমার মতে, সেই বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি



‘দিওয়ার’ অনেক দিক থেকে আধুনিক। পৌরাণিক উপাখ্যানকে এই ছবিটি শুধু আধুনিকতার মোড়কেই মোড়েনি, সমকালীন রাজনীতিকে এক ভিন্ন চোখে দেখেছিল। অনেকেই বলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ডাকা জরুরি অবস্থার জন্য দেশজুড়ে যে অস্থিরতা ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সিনেমায় অ্যাংরি ইয়ং ম্যান ইমেজের অমিতাভের উঠে আসা। সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমার বিশ্লেষণ একটু অন্য কথা বলে। ধীরে ধীরে সেদিকে যাচ্ছি।

‘দিওয়ার’ ছবিতে দুই ভাই রবি (শশী কপূর) ও বিজয়ের (অমিতাভ বচ্চন) যে সংঘর্ষ, তা আসমুদ্রহিমাচলে, ভারতের প্রতিটি মাটিতে সত্যি। ‘মহাভারত’-এর গল্পকে রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে বলা যায়, এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিমুখতাকে সম্মুখবর্তী করে মানুষের সামনে এনেছে। বিজয় এবং রবির দ্বন্দ্ব আদতে কর্ণ ও অর্জুনের সংগ্রামের গল্প বলে। ছোটবেলায় সেই কবে ক্ষীরোপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘নর নারায়ণ’ নাটকে পড়েছিলাম, “এক হস্ত বক্ষে দিয়া, অন্য বাহু প্রসারিয়া/ বিঁধিতে হইবে মোরে/ মর্ম্মহীন শরে- প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে।”

> লড়াইটা বিজয় লড়ছে ভারতের একটা জাতিগত আবেগের বিরুদ্ধে। কারণ রবি তাকে বলে দিয়েছে, ‘মেরে পাস মা হ্যায়।’ যেন এই একটি চরিত্র... মা, যার পক্ষে থাকবে, সত্য ও জয় তার নিশ্চিত।

কর্ণার্জুণ: রবি-বিজয়

মহাভারত জুড়ে কর্ণের এই যে আকুতি, তা তো ‘দিওয়ার’-এ বিজয়েরই কথা। পরিস্থিতির শিকার হয়ে, নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে তাকে। এবং কোথাও গিয়ে সেই লড়াই বিজয় লড়ছে ভারতের একটা জাতিগত আবেগের বিরুদ্ধে। কারণ রবি তাকে বলে দিয়েছে, ‘মেরে পাস মা হ্যায়।’ যেন এই একটি চরিত্র... মা, যার পক্ষে থাকবে, সত্য ও জয় তার নিশ্চিত। আসলে কর্ণ যে মায়ের আদর পায়নি। কুন্তী যখন তার কাছে এসেছে, তখন সে বীরের সদগতি থেকে ভ্রষ্ট হওয়া



‘দিওয়ার’-এর পার্টিতে অমিতাভ বচ্চন, শশী কপূর ও পরিচালক যশ চোপড়া



রবি ও বিজয় দাঁড়িয়ে আছে পাঁচিলের দুই প্রান্তে

রুখতে ফিরতে পারেনি। ঠিক নিরূপা রায় এবং অমিতাভের চরিত্রের টানাপড়েন। বিজয় চায়, মা তার সঙ্গে থাকুক। কিন্তু মা তার সঙ্গে থাকতে চান না। কারণ তিনি জানেন, বিজয় অসৎ পথে গিয়েছে। রবি ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং নিজের লক্ষ্যে অবিচল। এদিকে রবির বাড়িতে বিজয় থাকতে পারবে না।



■ পারভীন বাবি ও অমিতাভ বচ্চন

ইন্দিরার পক্ষে, নাকি বিপক্ষে?

সাতের দশকের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে, অমিতাভ বচ্চন অভিনীত রাগী যুবক আসলে কে? হিন্দি বাণিজ্যিক ছবি তার নিজস্ব মতাদর্শ থেকেই সমূহ সামাজিক বিপর্যয়কে এক ধরনের স্থিতি দিতে চেয়েছে। যে সমস্ত অশান্তি ও প্রশ্নচিহ্ন জনমানসে ঘনীভূত হয়েছিল, বিশেষত নীচের তলায় নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী জন সাধারণের মধ্যে, তার উত্তর শাসক শ্রেণির তরফ থেকে, যাঁরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করেন, দেওয়ার দরকার ছিল। এই উত্তর যদি সাংবিধানিক দৈববাণীর মতো করে দেওয়া হত, তা হলে হয়তো জনসাধারণ তা গ্রহণ করত না। কিন্তু মানুষ 'দিওয়ার'-কে আঁকড়ে ধরল। কেন? কারণ এই ছবি ভারতীয় সমাজের চির প্রচলিত

যে সমস্ত অশান্তি ও প্রশ্নচিহ্ন জনমানসে ঘণীভূত হয়েছিল, বিশেষত নীচের তলায় নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী জন সাধারণের মধ্যে, তার উত্তর শাসক শ্রেণির তরফ থেকে, যাঁরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করেন, দেওয়ার দরকার ছিল। তাই আপাতভাবে এক দেখতে হলেও, ছবিটা ভিন্ন



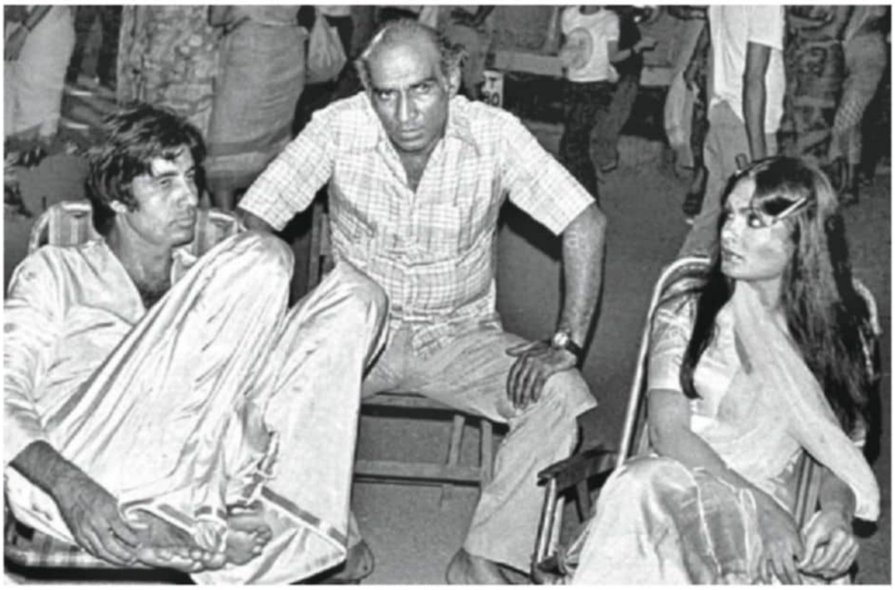
■ ছবিতে নিরূপা রায় শুধুই ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা। আর ভিন্ন কোনও ভূমিকা নেই তাঁর

কিছু বিষয়... শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল, নারী-পুরুষ, আনুগত্য ও বিদ্রোহের মতো বৈপরিত্যগুলোকে সুরম্য মোড়কে তুলে ধরছিল। তার চেয়েও বড় সত্য হল, এই ছবি আধিপত্যকামী সংস্কৃতিতে এক ঐক্যমত্যে রচনা করতে চেয়েছিল। ওই যে... যার কাছে মা আছে এবং যে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে, তার জয় হবেই। আমার তো মনে হয় ওই সময়ে 'মেরে পাস মা হ্যায়' সংলাপটি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে তা 'সত্যমেব জয়তে'র সমতুল্য হতে পারে। মার্কসিয় তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশির মত অনুযায়ী, এটাই হেজিমনির তৎপরতা। কারণ এই বক্তব্য জন আবেগের বিস্ফোরণে জিতে বসে আছে। এখন প্রশ্ন হল, এই সংলাপ বা চিত্রনাট্য লেখা হল কেন? তা কি পুরোপুরি ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের বিরুদ্ধে? নাকি কোথাও গিয়ে সরকারের হয়েই কথা বলার জন্য? বা বলা ভাল কংগ্রেসের হয়ে? জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর ইন্দিরা যখন কংগ্রেসের হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন, তখন কংগ্রেসের পুরনো সদস্যরা দল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, নতুনদের আমদানি হচ্ছে। সেই অস্থিরতায় ধনী আরও ধনী হচ্ছে। গরীব আরও গরীব। দুর্নীতি বাড়ছে। সেই প্রেক্ষিতে এটা বলে দেওয়া যে, অমিতাভের বাংলো, গাড়ি, টাকা পয়সা, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কিছুই না, শশী কপূরের মা-ই সব... তা জনমানসে এক ধরনের বিশ্বাস প্রোথিত করার মতো।

রেল ধর্মঘট ও কর্ণের পরিণতি

১৯৭৪ সালের বিখ্যাত রেল ধর্মঘট ভারতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কর্মদিবস, উন্নত বেতন ও বোনাসের দাবিতে যে লড়াই কর্মীরা করেছিল, তারই বীজ থেকে তৈরি হয়েছে 'দিওয়ার'। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে থেকে অমিতাভের

উত্থানকে আপাতদৃষ্টিতে বামপন্থার আদর্শজাত মনে হতে পারে, কিন্তু অস্বীকার করলে চলে কি যে কংগ্রেস দেশ জুড়ে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা করেছে বিভিন্ন সময়ে, তা ভারতীয় মার্কসবাদীদের দেখানো পথ ধরেই? রাষ্ট্রীয়করণের রাজনীতি তো কংগ্রেসই শুরু করেছে দেশে। তবে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, জরুরি অবস্থার অস্থিরতার প্রেক্ষিতে অমিতাভের রাগী সত্তার বহিঃপ্রকাশ, তাও কিন্তু শেষে গিয়ে পরাজিত হয়। মারা যায় 'বিজয়' চরিত্রটি। 'দিওয়ার' প্রমাণ করে দেয়, যতই সরকার বিরোধী কার্যকলাপে বিদ্রোহ তৈরি হোক, শেষে শাসনযন্ত্র জিতে যায়। তারাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ঠিক যে কারণে শশী কপূরের 'রবি' চরিত্রটি সত্য। কিন্তু আদতে কি 'রবি' নিজের পিতার প্রতি হওয়া অবিচারের প্রতি



■ 'দিওয়ার'-এর সেটে যশ, পারভীন ও অমিতাভ



■ 'দিওয়ার'-এর একটি দৃশ্য। ১৯৭৪ সালের রেল ধর্মঘটকে তুলে আনে

মহাভারতের মিথ মেনে, 'দিওয়ার'-এও শেষে 'অর্জুন', থুড়ি রবির জয় হয়। এবং কর্ণকে থেকে যেতে হয় নিস্ফলের হতাশের দলে। ভাইয়ের মৃত্যুতে রবি শোকগ্রস্ত হয়, কিন্তু শাসক তাকে নায়কের তকমা দেয়। পরিয়ে দেয় স্মারক।

সুবিচার করে? রবি ও বিজয়ের যে পিতা ন্যায়ের পথে দাঁড়াতে গিয়ে শাসনযন্ত্রের হাতে অন্যায়ভাবে নিষ্পেষিত হয়, রবি তো তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে। সাতের দশকে মাফিয়া এবং পুলিশ একসঙ্গে মিলে কাজ করেছিল। চালিয়েছিল সমাজ। সেই দৃষ্টি দিয়ে তাকালে 'রবি' কি 'বিজয়'-এর চেয়ে কম পাপী কিছু? বোধ হয় নয়। বরং বিজয় অনেক সরাসরি প্রতিশোধ নিতে অন্যায়ের দলে ভিড়ে যায়। কর্ণ যেভাবে কুন্তীর জন্মপাপের দায়ে অধিরথ সুতপুত্র ও রাধা গর্ভজাত হয়েছে বাধ্য হয়ে, সেভাবে বিজয়ের শরীরেও জন্মপাপ হিসেবে লিখে দেওয়া হয় 'মেরা বাপ চোর হ্যায়।' বোঝা যায়, বিজয় কেন কর্ণের মতো কৌরবপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। কেন, সমাজকে টালমাটাল করে দেওয়া তার উদ্দেশ্য। কিন্তু মহাভারতের মিথ মেনে, 'দিওয়ার'-এও শেষে 'অর্জুন', থুড়ি রবির জয় হয়। এবং কর্ণকে থেকে যেতে হয় নিস্ফলের হতাশের দলে। ভাইয়ের মৃত্যুতে রবি শোকগ্রস্ত হয়, কিন্তু শাসক তাকে নায়কের তকমা দেয়। গলায় পরিয়ে দেয় জয়ের স্মারক। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রতিভূরা তো কর্ণকে সব সময় মরে যেতেই দেখেছে। কিন্তু সকলেই জানে, কর্ণ প্রশ্ন করতে জানত। ট্র্যাজিক হিরো হয়েও সে প্রশ্ন করে গিয়েছে। অবিশ্বাসের



■ 'দিওয়ার'-এর একটি দৃশ্য



■ সেটে অ্যাকশন দৃশ্য শুট হচ্ছে

'দিওয়ার'-কে যতই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার একটি রূপক হিসেবে পেশ করা হোক, ছবিটি আদতে তা নয়। এই ছবি পুরুষতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত জয় হিসেবে বর্ণিত। এই আখ্যান পরিচালনা করে দুই পুরুষ।

চোখে দেখেছে সমাজকে। তার কাছে ঈশ্বর মৃত। তাই তো ভগবানের দরজায় এসে সে সোচ্চারে বলতে পারে, 'আজ খুশ তো বহত হোগে তুম।' মনে রাখতে হবে, সাতের দশক কিন্তু সন্তোষী মায়ের উত্থান দেখেছিল। 'জয় সন্তোষী মাতা' ছবিতে। কোনও গ্রহণযোগ্য পূজিতা দেবী নন, একেবারে লোকায়ত মনন থেকে, মানুষের মধ্যে থেকে উঠে আসা দেবী। সেখানে বিজয় সেই বিশ্বাসে কোনও মূল ধারার দেবীকে মানবে না, এটাই স্বাভাবিক। তার বিশ্বাস মানুষের বিদ্রোহে। প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতায়। কিন্তু সেলিম-জাভেদের লেখার মুনশিয়ানা এখানেই যে, 'দিওয়ার'-এও কিছু দৈবিক ক্রিয়াকলাপ রেখে দেওয়া হয়। মানুষকে বিশ্বাস করানোর জন্য যে, সম্পূর্ণ যুক্তি দিয়ে কিছু হয় না। দৈবিক সংযোগ বলে কিছু না কিছু আছেই। এত প্রতিকূলতায়



■ অমিতাভ, শশী ও নিরূপা রায়

থেকেও বিজয় সমাজের মূল স্রোতের বিরুদ্ধে, সমাজ বিরোধী হয়েও ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে যায়।

মহাকাব্যিক প্রশ্নচিহ্ন

আসলে 'দিওয়ার'-কে যতই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার একটি রূপক হিসেবে পেশ করা হোক, ছবিটি আদতে তা নয়। এই ছবি পুরুষতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত জয় হিসেবে বর্ণিত। এই আখ্যান পরিচালনা করে দুই পুরুষ। নারীদের ভূমিকা সেখানে পাদটীকা ছাড়া আর কিছুই নয়। মায়ের চরিত্রে নিরূপা রায়ও ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা হয়েই দাঁড়িয়ে থাকেন। ফলে এই পরিস্থিতিতে বিজয়ের অবস্থান আরও জটিল হয়ে যায়। আমার কাছে 'দিওয়ার' শ্রেষ্ঠ, তার কারণ এই ছবিতে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে মহাভারতের রূপককে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা সকলেই জানি, অমিতাভের বিজয় শেষে হেরে যায়। কিন্তু ট্র্যাজিক নায়ক অমরত্বও পায় একটি কারণে। হিরণ্যকশিপু ও ভক্ত প্রহ্লাদের সংঘর্ষ হয়েছিল অন্ধ আনুগত্য এবং যুক্তির জন্য। তাতে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহের হাতে মারা যায় বটে, কিন্তু পুরাণ বলে, প্রহ্লাদ যদি ঈশ্বরের সঙ্গ সাত জন্মে পায়, হিরণ্যকশিপু পাবে তিন জন্মে। কারণ অন্ধ আনুগত্যের চেয়ে প্রশ্ন করা অনেক ভাল। বিজয় প্রশ্ন করেছিল সমাজকে। খলদের দলে ভিড়ে খতম করতে চেয়েছিল তাদেরই। ফলে সে অমরত্ব পাবে না তো কে পাবে?

অর্জুন এবং কর্ণের মধ্যে তৈরি বিভেদের পাঁচিলই আমরা দেখি 'দিওয়ার'-এ। সেই পাঁচিল ভাঙার দরকার নেই। নীতি-দুর্নীতি ও যুক্তি-আনুগত্যের বিভেদ তো চিরকালীন। তা মিলেমিশে গেলে মানুষ যাবে কোন পক্ষে?

সহলেখক: সায়ক বসু



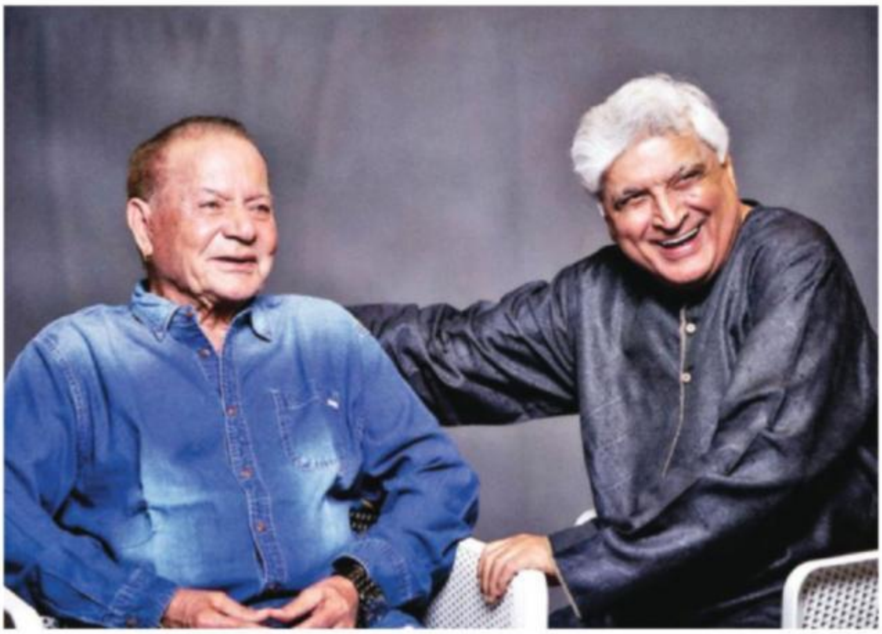
■ 'দিওয়ার'-এর ৫০ বছরের সেলিব্রেশনে শবানা আজ়মীর সঙ্গে জাভেদ আখতার

'দিওয়ার'-এর স্রষ্টা

সেলিম খানের সঙ্গে জুটি বেধে 'দিওয়ার'-এর গল্প, সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। এই ছবির ৫০ বছরের উদযাপনে **জাভেদ আখতার** শেয়ার করলেন তাঁর স্মৃতি

কেরিয়ারে বহু ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছি, সংলাপ লিখেছি... কিন্তু 'দিওয়ার' এমন একটি ছবি, যেটা আমার আর সেলিমের (খান) কাছে লাইফটাইম এক্সপেরিয়েন্স ছিল। লেখার বিভাগে সেরা গল্প, সেরা সংলাপ এবং সেরা চিত্রনাট্য, সে বছর অধিকাংশ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনটে বিভাগেই আমি আর সেলিম পুরস্কার পেয়েছিলাম। মনে আছে, মাত্র ১৮ দিনে আমরা এই সিনেমার গল্প লিখেছিলাম। ছবিটি মুক্তি পায় ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭৫। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় হয়ে গেল, কিন্তু এখনও 'দিওয়ার' এভারগ্রিন। 'শোলে'র কথা মাথায় রেখেও বলছি, আমার কাছে 'দিওয়ার' ওয়াজ় আ মাচ বিগার ফিল্ম। গল্প লেখা হয়ে গেলেও আমি আর সেলিম কিছুতেই ক্লাইম্যাক্সটা ঠিকমতো বুনতে পারছিলাম না। আমাদের দু'জনের কাছেই একাধিক ক্লাইম্যাক্স আইডিয়া ছিল। কিন্তু কোনটা গল্পের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল যাবে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা সেলিমের বান্দ্রার বাড়ির বারান্দায় বসে সমুদ্রের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম! কিন্তু কোনও সুরাহা না পেয়ে অবশেষে আমরা যশ চোপড়া সাহেবের দ্বারস্থ হই। উনি প্রথমে পাঁচ মিনিট চুপ করে থাকেন, তারপর আমাদের ক্লাইম্যাক্স নিয়ে সমস্ত সংশয় দূর করেন। গল্প লেখার পর আমার আরও দিন কুড়ি মতো লেগেছিল ছবির সংলাপ লিখতে। 'দিওয়ার'-এর সংলাপ লিখে আমি যে আনন্দ আর তৃপ্তি পেয়েছি, তা অন্য কোনও ছবির ক্ষেত্রে পাইনি। 'মেরে পাস মা হ্যায়', 'দাভার সাহাব, ম্যায় আজ ভি ফেঁকে হুয়ে প্যায়সা নহী উঠাতা', 'আজ খুশ তো বহত হোগে তুম'...একের পর এক মারকাটারি সংলাপ শুধু সেই সময় নয়, এখনও দর্শকের মুখে-মুখে শোনা যায়। আসলে এই ছবির গল্পে একটা ইমোশন ছিল যেটা দেশের সমস্ত শ্রেণি এবং বয়সের লোককে আকর্ষিত করতে পেরেছিল। সংগ্রামরত দুই গরীব ভাই, বড় হওয়ার পর দাদা অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং ছোট ভাই একজন সৎ পুলিশ অফিসার হয়ে যায়। গল্পটা কিন্তু খুব সহজ-সরল, কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগ লোকের কাছে খুব রিলেটেবল হয়ে যায়। অনেকেই জানেন না, বহু বছর ধরে পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া'-তে 'দিওয়ার'-এর চিত্রনাট্য নিঁখুত চিত্রনাট্য হিসেবে পড়ানো হত। আমরা কখনও ভাবিনি যে 'দিওয়ার'-এর গল্পের সঙ্গে দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের একটা যোগাযোগ গড়ে উঠবে। পরবর্তীকালে একাধিক ইতিহাসবিদ এবং বিশ্লেষকরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, লেখালেখি করেছেন। মনে আছে, 'দিওয়ার'-এর পরে একাধিক প্রযোজক-পরিচালক

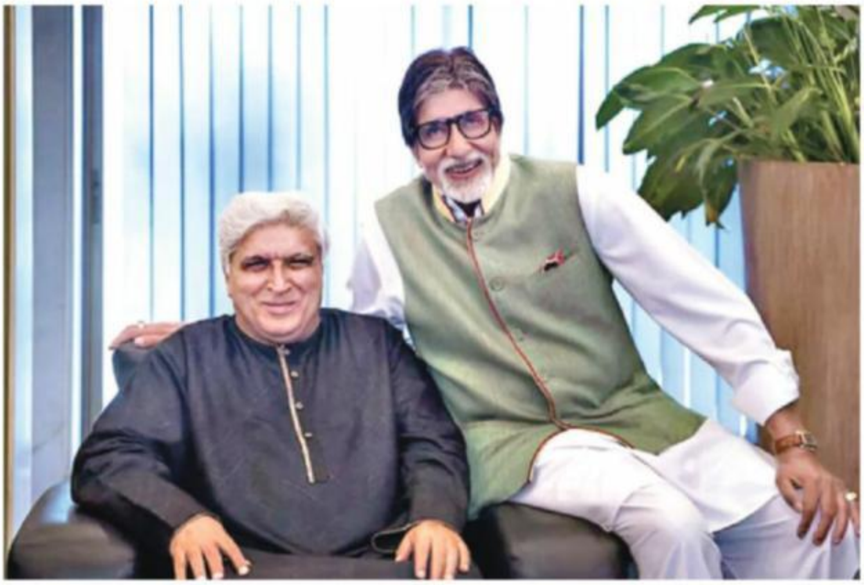
আমার আর সেলিমের কাছে আসতেন এবং বলতেন, 'আমরা দিওয়ার-এর মতো একটা গল্প চাইছি'। কিন্তু যে ম্যাজিক একবার হয়ে যায়, সেটা আর রি-ক্রিয়েট করা যায় না। মাস্টারপিস একবারই হয়। ইন ফ্যাক্ট অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে এখনও দেখা হলে আমাদের মধ্যে 'দিওয়ার' নিয়ে আলোচনা হয়। দ্যাট ওয়াজ় আ কাল্ট ফিল্ম। সত্যি বলতে এখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে 'দিওয়ার', 'শোলে'র মতো ছবি হওয়াও মুশকিল। সব রয়েছে কিন্তু এখন গান হোক বা ছবি, আবেগটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। কী ধরনের চরিত্র এবং গল্প তৈরি করলে সমাজে তা প্রশংসিত হবে, সেটা বোঝা এখনকার দিনের নতুন পরিচালকদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। হালফিলে 'অ্যানিম্যাল'-এর মতো ছবি, যেখানে এক পুরুষ চরিত্র একজন মহিলাকে তার জুতো চাটতে বলে, কিংবা 'কবীর সিংহ'-এর মতো ছবিতে পুরুষ চরিত্র অনায়াসে মহিলাকে চড় মারেন... তারপর যদি সেই ছবিগুলো সুপারহিট হয়, আর দৃশ্যগুলো দেখে হলে হাততালি পড়ে, তাহলে সমাজের পক্ষে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমি যেটা বোঝাতে চাইছি তা হল, সমাজের প্রতি একজন পরিচালক, একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার, একজন গীতিকারের কিছু দায়িত্ব আছে। আমি এমন গানের কথাই লিখব না, যেখানে নারীদের পণ্য হিসেবে প্রদর্শন করা হচ্ছে। সেটা হলে সমাজে নারীদের কখনও সম্মান বাড়বে? এটা নিয়ে সত্যি ভাবনাচিন্তা করা দরকার। যাই হোক সবশেষে বলি, আমি আর সেলিমও চেষ্টা করেছিলাম আর একটা 'দিওয়ার' লিখতে, আর একটা 'শোলে' লিখতে, কিন্তু পারিনি। পারবও না। আমাদের কলমের সেই ধার ছিল না, যেখানে আর একটা 'দিওয়ার' ক্রিয়েট করা যায়। আমাদের পরেও কেউ সেটা পারবেন না বলেই আমি মনে করি।



■ সেলিম খান ও জাভেদ আখতার



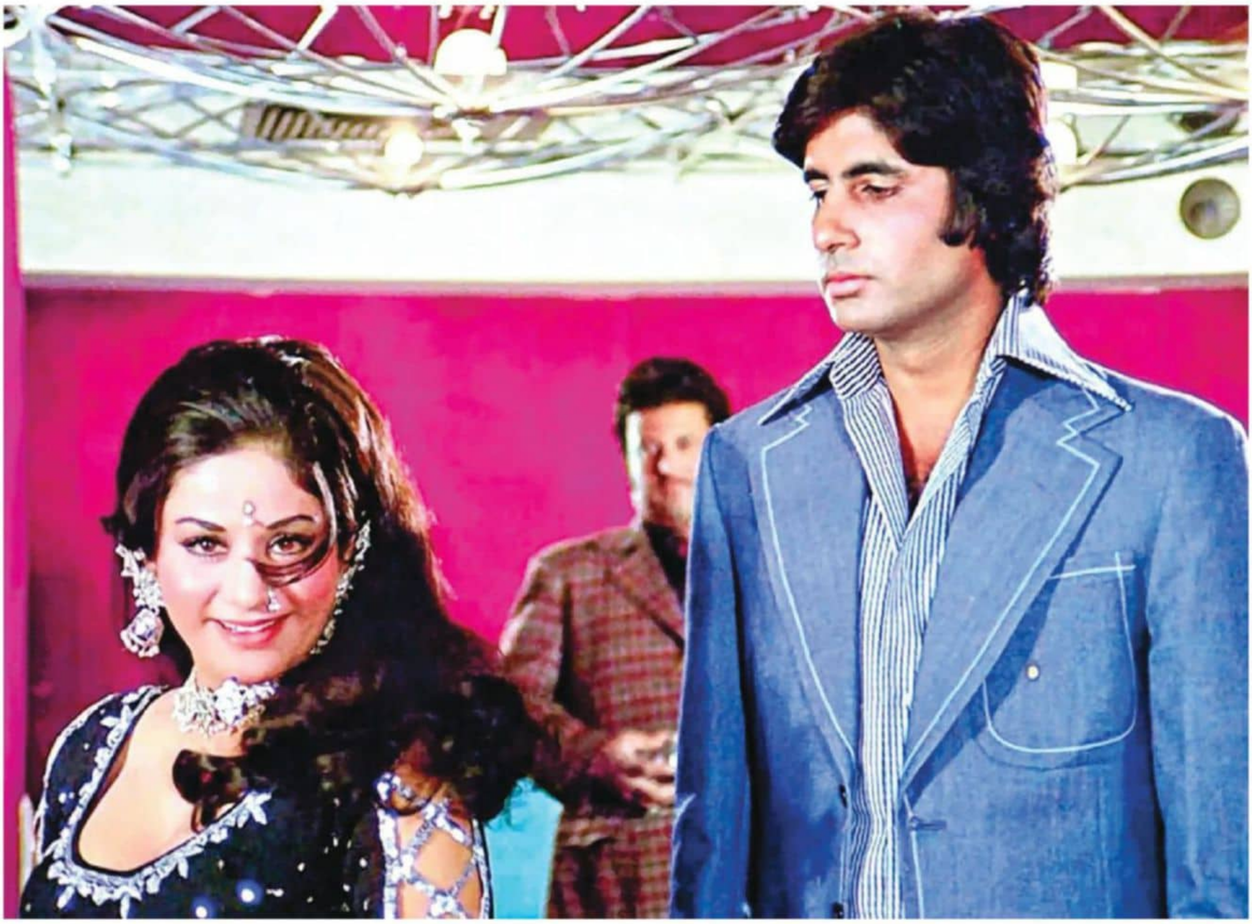
■ 'দিওয়ার' ছবির দৃশ্যে শশী কপুর, অমিতাভ বচ্চন ও নিরূপা রায়



■ এখনও অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে দেখা হলে 'দিওয়ার' নিয়ে আলোচনা হয়

অমিতাভের সঙ্গে এখনও দেখা হলে আমাদের মধ্যে 'দিওয়ার' নিয়ে আলোচনা হয়। দ্যাট ওয়াজ় আ কাল্ট ফিল্ম। 'দিওয়ার'-এর মতো ছবি হওয়া আজ মুশকিল।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: আসিফ সালাম



■ ‘দিওয়ার’ ছবির গানে অরুণা ও অমিতাভ

একটি গানে থেকেও স্মরণীয়

‘দিওয়ার’ ছবিতে তিনি স্রেফ একটি গানেই ছিলেন। তবুও তাঁর কেরিয়ারে এই ছবিটিকে খুব বিশেষ একটি জায়গায় রাখতে চান **অরুণা ইরানি**

‘দিওয়ার’ ছবিতে আমাকে শুধু একটা ডান্স নম্বরে দেখা যায়। ‘কোই মর জায়ে’ গানটি গেয়েছিলেন আশা ভোঁসলে। তবে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে এই গানে আমার খুব ছোট একটা দৃশ্য ছিল। গানে আমার সঙ্গে ছিলেন ইফতেকার ও রঞ্জিত। কেরিয়ারে অনেক ডান্স নম্বর করেছি কিন্তু ‘দিওয়ার’-এর মতো ছবির একটা ছোট অংশ হতে পেরেও আমি গর্বিত। ভারতীয় ছবির ইতিহাসে এটি একটি কাল্ট ক্লাসিক। যে-কোনও অভিনেতা-ই এরকম একটি মাস্টারপিসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলে গর্বিত হবেন। এখনও মনে আছে, আমার দিন তিনেকের শুধু শুট ছিল। কিন্তু ছবিটার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলাম যে আমার শুটিং না থাকলেও, অবসর সময়ে ‘দিওয়ার’-এর সেটে গিয়ে বসে থাকতাম। শুটিং দেখতাম। আই ওয়াজ় ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্য ফিল্ম। এরকম কিন্তু অন্য কোনও ছবির ক্ষেত্রে হয়নি। আমার যেখানে বড় চরিত্র রয়েছে, সেরকম ছবির ক্ষেত্রেও আমার এই মাত্রায় আবেগ কাজ করেনি। ছবির অভূতপূর্ব সাফল্যের পর সাকসেস পার্টি হয়েছিল। সেখানেও গানটার সঙ্গে নেচেছিলাম। তখন অমিতাভ বচ্চনজি এবং শশী কপূরজি আমাকে জয়েন করেছিলেন। কিছু ছবি হয়, যেটা আপনার সঙ্গে আজীবন থেকে যায়। ‘দিওয়ার’ সেরকমই একটি ছবি যা আপনার কখনও পিছু ছাড়বে না। এখনও সুযোগ পেলে আমি টেলিভিশনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছবিটি দেখি। হতে পারে ছবিতে আমার শুধু একটা নাচ রয়েছে, কিন্তু তাও এটা আমার ছবি বলেই আমি মনে করি। যে কোনও সাক্ষাৎকারে আমি কিন্তু ‘দিওয়ার’-এর কথা আলাদা করে উল্লেখ করি। কারণ এটি আমার মনের খুব কাছের একটি ছবি। ছিল এবং হয়েও থাকবে আজীবন।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: আসিফ সালাম



প্রয়াত জ়ুবিন

জ়ুবিন গর্গ-এর মৃত্যু বোঝাল, মহানায়কের প্রস্থান কেমন হয়

একটি ভিডিয়ো খুব ভাইরাল হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। প্রয়াত অহমিয়া গায়ক জ়ুবিন গর্গের স্মৃতিতে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে একদিকে হিন্দু মহিলারা তাঁকে স্মরণ করছেন। অন্যদিকে একদল ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ তাঁদের ধর্ম মতে শোক জ্ঞাপন করছেন। জানা নেই শেষ কোন শিল্পীর জন্য সব ধর্মের মানুষের এমন একত্র মিলন দেখেছে ভারতবর্ষ। আসলে জ়ুবিন গর্গ বোধহয় এমন এক শিল্পী, যিনি শুধু গান দিয়ে নয়, সমাজ সংস্কার করেও হয়ে উঠেছেন আইকন। সম্ভবত অসমে ভূপেন হাজারিকার পরে একমাত্র শিল্পী, যাঁকে নিয়ে জন আবেগের বিস্ফোরণ তৈরি হয়েছে। তাই তো মৃত্যুর পরে এমন এক নজির সৃষ্টি করলেন, যা লিমকা বুক অফ ওয়র্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পেল। সিঙ্গাপুরে গানের অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন জ়ুবিন। সেখানে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে ৫২ বছর বয়সে মৃত্যু হয় শিল্পীর। আর শুধু সেই শোকে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাস্তায় ১৫ লক্ষ মানুষ নেমে গিয়েছিলেন। মাইকেল জ্যাকসন, রানি এলিজ়াবেথের পর তাঁর মৃত্যুতেই আবার এত মানুষ পথে নামল। কিন্তু জ়ুবিন কেন এত জনপ্রিয়? ‘ইয়া আলি’ বা ‘পিয়া রে’ খ্যাত গায়ক বলেছিলেন, “আমি অসমের মুখ্যমন্ত্রী। ভোটে জেতার দরকার নেই। অসমের মানুষ মন থেকে আমায় মুখ্যমন্ত্রী বলেই মানে।” তিনি প্রকাশ্য মঞ্চে অপমান করতেন নেতা-মন্ত্রীদের। বিজেপি-কংগ্রেস কেউ পার পেত না তাঁর তোপ থেকে। নিজেকে বলতেন ‘সোশ্যাল লেফ্টিস্ট’। চে গেভারা ও বিষ্ণু রাভার শিষ্য। আবার প্রত্যেক ভোটে কোনও না কোনও দলের থিম সংও গেয়ে দিতেন! সাফ কথা তাঁর, কংগ্রেস হোক বা বিজেপি, যে দল তাঁকে বেশি টাকা দেবে তার হয়েই গান লিখবেন। তারপর সেই টাকা খরচ করবেন মানুষের জন্য। এ তাঁর নিজস্ব বামপন্থার সংজ্ঞা। তিনি ভরা সভায় সদর্পে ব্যবহার করতেন বেপরোয়া অশালীন শব্দ। যুব সমাজকে বিপথগামী করার জন্য কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু যখনই ফের যুব সমাজকে একজোট করার দরকার পড়েছে, সরকার হোক বা বিরোধী, দ্বারস্থ হয়েছে সেই জ়ুবিনের। আসলে জ়ুবিন এক প্রতিবাদী মুখের নাম। বুক ঠুকে বলেছেন, “আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও পৈতে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আমার কোনও জাতি নেই, কোনও ধর্ম নেই। আমি মুক্ত।” তাই তো শত সমালোচনা সত্ত্বেও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত অবলীলায় বলেন, “আই অ্যাম আ জ়ুবিন ফ্যান।” জ়ুবিন যেহেতু অসমের মাটিতেই ফিরে এসেছিলেন, তাই তাঁকে অসমের রাজা বানিয়ে ফেলেছেন সাধারণ মানুষ। ১৯৯২ সাল থেকে জ়ুবিনের গানকে সঙ্গী করে বড় হওয়া প্রজন্ম তাঁকেই আদত দেশপ্রেমী বলে মনে করে। কারণ তিনি নির্ভয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন গলা তুলে। জ়ুবিনের আরও একটা বড় দিক ছিল সমাজসেবা, পশুপ্রেম। একসঙ্গে কুকুর, বাঁদর, বক, কাক, ছাগল নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন তিনি। গন্ডার সংরক্ষণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১২ রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারা মানুষটা ৪০টা ভাষায় প্রায় ৪০ হাজার গান গেয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর অভিনীত, পরিচালিত, প্রযোজিত ‘মিশন চায়না’ ছবি অসমিয়া সিনেমায় জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। অসমের মানুষকে যিনি নিজের মাটির শিকড় চিনিয়েছিলেন, তিনি তো অঘোষিত মহানায়ক হবেনই। তাঁর পায়ের চিহ্নই তো সংরক্ষণ করা হবে। তৈরি হবে মিউজ়িয়ম।

আমিই বোধহয় একমাত্র স্টার, যে কখনও

প্র আপনি হলেন ইন্ডাস্ট্রির অরিজিন্যাল সুপারস্টার। আপনার সময়ের স্টারডম আর এখনকার দিনের স্টারডমের মধ্যে কী তফাত দেখেন?

আমি কোনও সুপারস্টার নই। আমি একজন সাধারণ মানুষ, যে অভিনয় করতে পারে। আমি পরিচালক হতে চেয়েছিলাম। অভিনয় করব ভাবিনি। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজও করেছিলাম কিছুদিন। তাঁর শিষ্য হিসেবে আমার ইচ্ছে ছিল আন্তর্জাতিক ছবি বানানোর। কিন্তু তা হয়নি। আমার আসল নাম দীপক। যখন বাণিজ্যিক ছবিতে এলাম, তখন নাম বদলে চিরঞ্জিত হয়ে এলাম। সেই নামটা গ্রহণযোগ্য হল মানুষের কাছে। দীপকের সত্তা চিরঞ্জিত খেয়ে নিল আসলে! তবে আমি চিরঞ্জিতের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ ও আমার চেয়ে ছোট। ও জন্মেছে আমার পরে। এই চিরঞ্জিতের পয়সাতেই আমি খাই, পরি, আমার সংসার চলে। মেয়ে বড় হল, ডক্টরেট করল, বিয়ে করল। আমি সুপারস্টার নই। সুপারস্টার কেউ হলে, সে ওই চিরঞ্জিত। আমি আদতে মানুষটা আলাদা। ক্যামেরা অফ হলেই আমি দীপক হয়ে যাই।

প্র আচ্ছা, সেই চিরঞ্জিতকে আমার প্রশ্ন, এখনকার স্টার আর সেই সময়ের স্টারদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

অনেক পার্থক্য। এখনকার স্টারেরা আরও বড় স্টার। তাঁদের অনেক বড়-বড় বাড়ি, গাড়ি, টাকাপয়সা। আমাদের সময়ে কারও এত কিছু ছিল না। উত্তমবাবু (কুমার) অত বড় মহানায়ক, সেই মানুষটারও এমন কিছু পয়সাকড়ি ছিল না। একটা হিন্দি ছবি ফ্লপ করায় এত দেনা হয়ে গেল, হাতে পয়সাই ছিল না। তাঁর প্রথম হার্ট অ্যাটাকও হয়ে গেল তখন। সেই মানুষটা বা সৌমিত্রদা (চট্টোপাধ্যায়) অনেক সাধারণ মানুষের মতো থাকতেন। সৌমিত্রদা ২০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে কবিতা পড়তে যেতেন। এখন তারকাদের দেখলে বোঝা যায়, তাঁরা উপার্জন করতে জানেন এবং টাকা রাখতেও জানেন। কারও কাছে তাঁদের হাত পাততে



'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' ছবির দৃশ্য

বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন লেজেন্ড তিনি। তাঁকে বলা হয় 'অরিজিন্যাল সুপারস্টার'। অথচ ক্যামেরা অফ হয়ে গেলে তিনি এই স্টারডমের মুখোশ খুলে সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতেই পছন্দ করেন। ছবি আঁকেন, বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন, রাজনীতিবিদ হিসেবে মানুষের বিপদে সাহায্য করার চেষ্টা করেন...তিনি **চিরঞ্জিত**। সামনে **আসিফ সালাম**

যেতে হয় না টাকার জন্য বলতে হয় না, আমাকে ছবি দিন, না হলে বাঁচব না। এখনকার তারকারা ওয়েল অর্গানাইজ়ড।

প্র বর্তমানে বাংলা ছবির তারকাদের মধ্যে এত রেষারেষির কথা শোনা যায়। আপনার সমসাময়িক নায়ক তাপস পাল বা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার সমীকরণ কেমন ছিল?

আমিই বোধহয় একমাত্র স্টার, যে কখনও কারও কাছে কোনও চরিত্র চায়নি। আমি মাথাই ঘামাতাম না এসব দ্বন্দ্ব নিয়ে। অভিনেতা হতে চাইনি বলেই হয়তো খুব একটা আগ্রহও ছিল না। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ,তরুণ মজুমদার বা আজকের কোনও পরিচালক বা প্রযোজক... কারও কাছে জীবনে একটাও রোল চাইনি। যা পেয়েছি তাই করেছি। ঈশ্বর আমার কোটা পূর্ণ করেছেন। তাই আমার সঙ্গে বাকিদের পার্থক্য প্রচুর। এখন তো ছবি শুরুর আগে থেকেই পার্টি হয়! দেব 'রঘু ডাকাত'-এর জন্য পুরো ইন্ডোর স্টেডিয়াম নিয়ে নিয়েছিল। আমাদের সময়ে এসব মাথায় থাকত না। প্রযোজকরাই ঠিক করতেন, কবে কোন ছবি মুক্তি পাবে। রেষারেষি থেকে থাকলে প্রযোজকদের মধ্যে থাকতে পারে। আমিও প্রযোজক ছিলাম, সাতটা ছবি পরিচালনাও করেছি। তবে আমি এইসব প্রচার নিয়ে এত ভাবিনি, আমার মনে হত ছবির মান ভাল হলে লোকে এমনিতেই দেখবে।

প্র এটা তো সত্যি যে আপনি সে সময়ে নিজের জায়গা না ছাড়লে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এত জনপ্রিয় হতেন না।

না, আমার সঙ্গে প্রসেনজিতের জনপ্রিয়তার কোনও যোগ নেই। লোকে এসব বলে ঠিকই, আসলে আমি বাণিজ্যিক ছবি করতে চাইছিলাম না বলে ছবি করা কমিয়ে দিই। ততদিনে প্রসেনজিৎ এসে গিয়েছে। এবং সহজে এক নম্বর জায়গাও দখল করেছিল। এখনও তা মেনটেন করছে।

প্র জায়গা ছাড়াটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনও ক্ষেত্রে?

এখন তো জায়গা ছেড়েই দিয়েছি। বয়স হয়ে গিয়েছে। জায়গা একদিন না

কারও কাছে চরিত্র চায়নি : চিরঞ্জিত



■ বাড়িতে বসার ঘরে

ফোটো: অভিজ্ঞান রায়

একদিন সকলকেই ছাড়তে হয়। দেব আনন্দ অত বড় সুপারস্টার, কত বছর কাজ করলেন। তারপরেও তো সরে যেতে হল। বয়স হওয়ার পর আর ছবি চলল না। দিলীপকুমারও ছেড়ে দিয়েছিলেন। ব্যতিক্রম অমিতাভ বচ্চন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সলমন খান বা অন্যান্য পরের প্রজন্মের তারকার পারিশ্রমিক ও চরিত্র পাওয়ায় তফাত আছে। অমিতাভ মূলত ক্যারেক্টার রোল করেন এখন। আমিও তাই করি। দু'-একটা ছবিতে আমাকে লিড দেওয়া হয়।

প্র আপনাকে আমরা স্পষ্টবক্তা বলে জানি। কখনও ইন্ডাস্ট্রিতে লবিবাজির শিকার হয়ে প্রাপ্য কাজ পাননি, এমনটা হয়েছে?

আমাদের সময়ে এরকম লবি খুব একটা ছিল না। আমার উচ্চতা ছ' ফুটের উপর। তখন এত লম্বা, হি-ম্যান, অ্যাকশন নায়কের কনসেপ্ট ছিল না। এখন তো আবীর, দেব সকলেই খুব লম্বা। ফলে, আমার ক্যাটেগরি আলাদা ছিল। বুম্বার (প্রসেনজিৎ) আলাদা, তাপসের



■ 'আমি যখন হেমা মালিনী'র প্রচার অনুষ্ঠানের মাঝে

আলাদা। এখন অঙ্কুশ, জিৎ সকলেই অ্যাকশন ছবি করতে চায়। জিৎ অবশ্য ট্র্যাক থেকে সরেনি। দেব কিন্তু 'পাগলু'র জঁর থেকে সরে এসেছে। আসলে, ওই সময়ে দেবকে নিয়ে অনেকে সমালোচনা করতেন, বলতেন ও অভিনয় পারে না। তাই বোধহয় ওর মনে লেগেছিল। ফলে, বাণিজ্যিক ছবি ছেড়ে অন্যধারার ছবি করতে শুরু করল। ভালই করেছিল। কিন্তু এখন আবার বেসিক জায়গা, অর্থাৎ বাণিজ্যিক ছবিতেই ফিরে এসেছে। কারণ হল বন্ধ হয়ে গেল। অন্যধারার ছবি সাধারণ মানুষ দেখে কম, ফলে হলও বন্ধ হচ্ছে। আমাদের সময়ে ৭৫০ হল ছিল, এখন চল্লিশ-টল্লিশ।

প্র মানে ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে বাণিজ্যিক ছবিই চাই?

এ তো আমি কুড়ি বছর ধরে বলে আসছি। অনেকে ভাবতে শুরু করলেন, দর্শক খুব শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। যে দর্শক 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' দেখেন, সেই দর্শকই উত্তম কুমারের ছবি দেখেন। গল্পটা যদি জটিল হয়ে যায়, তাহলেই মুশকিল। নায়ক নায়িকা কম্পিউটার নিয়ে ঘুরছে, তাহলেই মুশকিল। দর্শক বলতেই পারেন, 'এই ছবি কিছু বুঝলামই না!' ওই ছবি হয়তো জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছে, কিন্তু তাতে মাস দর্শকের কিছু যায় আসে না। এখন আবার বাণিজ্যিক ছবির গুরুত্ব বোঝা গিয়েছে। বুম্বা বলেছে ১০০ সিনেমা হল বানাবে। খুবই ভাল উদ্যোগ। যদি করতে পারে, খুবই ভাল।

প্র বর্তমানে বক্স অফিস ফিগারে জল মেশানো নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। ছবি মুক্তির চার-পাঁচদিনের মাথায় সাকসেস পার্টি! এরকম অবিশ্বাস্য বক্স অফিস ফিগার কি ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে হয়?



■ অবসর সময়ে ছবি আঁকতে পছন্দ করেন তিনি

এটা আমি বলার কে। প্রত্যেকেরই নিজের মেয়েকে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর লাগে। নিজের ছেলেকে সবচেয়ে কাজের মনে হয়। তবে এতে ইন্ডাস্ট্রির খুব একটা ভাল হবে না। 'ধূমকেতু' যেমন শুরুটা ভাল করেছিল, কিন্তু সেকেন্ড উইক থেকেই ড্রপ। 'ধূমকেতু'-র ক্ষেত্রে অফ স্ক্রিন প্রচার জোরদার হওয়ায় ভিড়টা বেড়েছিল। তারপর আরও পাঁচ ছ'টা ছবি রিলিজ় করে গিয়েছে। এই ছবিগুলি শো পায় না। আসলে 'ধূমকেতু'র ক্ষেত্রে ছবির গল্পের চেয়ে বাইরের গল্পটাই ইউএসপি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ন'বছর পর দেব-শুভশ্রী আবার একসঙ্গে। 'প্রাক্তন'-এর ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল, বুম্বা-ঋতু (ঋতুপর্ণা) অনেক বছর পর ছবি করল। ছবি হিট। এবার তো আমার মনে হয় এই ট্রেন্ড বজায় রেখে বুম্বা-দেবশ্রী রায়েরও একটা ছবি করা উচিত। দেখবেন বাম্পার চলছে!

প্র আপনার মেয়ে পড়াশোনার জগতে আছেন। ওঁর কখনও সিনেমায় আসার ইচ্ছে হয়নি?

ও মার্কেটিংয়ে আছে এখন। সাইকোলজিতে ডক্টরেট করেছে। না, ওর সিনেমায় আসা নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই।

প্র আপনি আগে বলেছিলেন, আপনার চাহিদা সীমিত। তাই আপনি দশটা বাড়ি, দুটো গাড়ি করতে গিয়ে গরু চুরি বা কয়লা চুরিতে নামবেন না...

না, এরকম কথা বলিনি। পুরো মিথ্যে। কোনও গরু চুরি, কয়লা চুরি নিয়ে কথা বলিনি কখনও।

প্র আপনি তো রাজনীতিরও লোক। রাজনীতি বললেই লোকের মনে হয় দুর্নীতি। সেখানে আপনার পক্ষে স্বচ্ছ ইমেজ বজায় রাখা কতটা চ্যালেঞ্জিং?

খুব একটা কঠিন নয়। কেউ যদি দুর্নীতি করতে

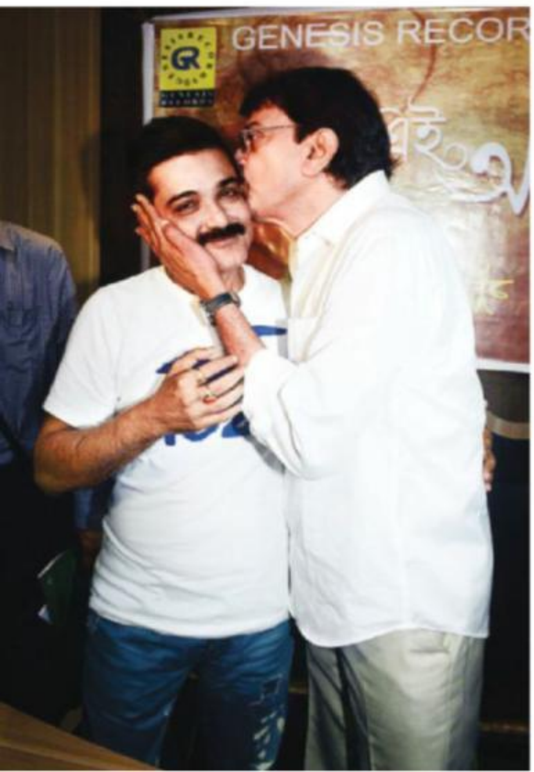
না চায়, অসুবিধে কোথায়! আমি সৎ কিনা, তা বারাসতের মানুষদের জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে। আমি আমার হয়ে কিছু বলতে চাই না, ওখানকার মানুষ আমার হয়ে কথা বলবে।

প্র: আপনার আইকনিক ডায়লগ 'বউ হারালে বউ পাওয়া যায় রে, মা হারালে মা পাওয়া যায় না' আপনি বোধহয় কয়েক হাজার বার বলেছেন। কখনও ক্লান্তিবোধ হয় না?

একেবারেই না। এই শতকের বাংলা ছবির সবচেয়ে জনপ্রিয় ডায়লগ এটি। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে এই সংলাপটি অর্ধেক বললে বাকিটা লোকে বলে দেন। কিন্তু তাঁরা অনেকেই আমার ছবি দেখেননি। সংলাপটি চিরঞ্জিতের চেয়েও বড় হয়ে গিয়েছে। ধরুন, একজন শিল্পী অসংখ্য গান গেয়েছেন। কিন্তু স্টেজে উঠলে একটি গান মাস্ট। যেমন, 'ভূমি' ব্যান্ড নাকি একবার এক ফাংশানে 'বারান্দায় রোদ্দুর' আটবার গেয়েছিল। এই সংলাপটাও সেরকম সিগনেচার হয়ে গিয়েছে।

প্র: চিরঞ্জিত না দীপক...কোন সত্তা আপনার বেশি প্রিয়?

দুটোই ক্লোজ়। ওর আমার চেয়ে বয়স কম। যেটা বললাম আগে, ওর পয়সায় খাই, তাই ওকে পছন্দও করি। দীপককে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু কবিতা, গান, পেন্টিং সব দীপক করে। আবার সৃজিত মুখোপাধ্যায় কিন্তু জানে, দীপক একজন অভিনেতা, যে সেরকম ছবি করে না। সেই অভিনেতাকে ও চেনে। চিরঞ্জিত নয়, এটা দীপক করল...এটা ও বোঝে। ঋতুপর্ণ ঘোষও



■ প্রসেনজিতের সঙ্গে

ফোটো: অভিজ্ঞান রায়


■ নিজের বাড়ির ড্রয়িংরুমে চিরঞ্জিত

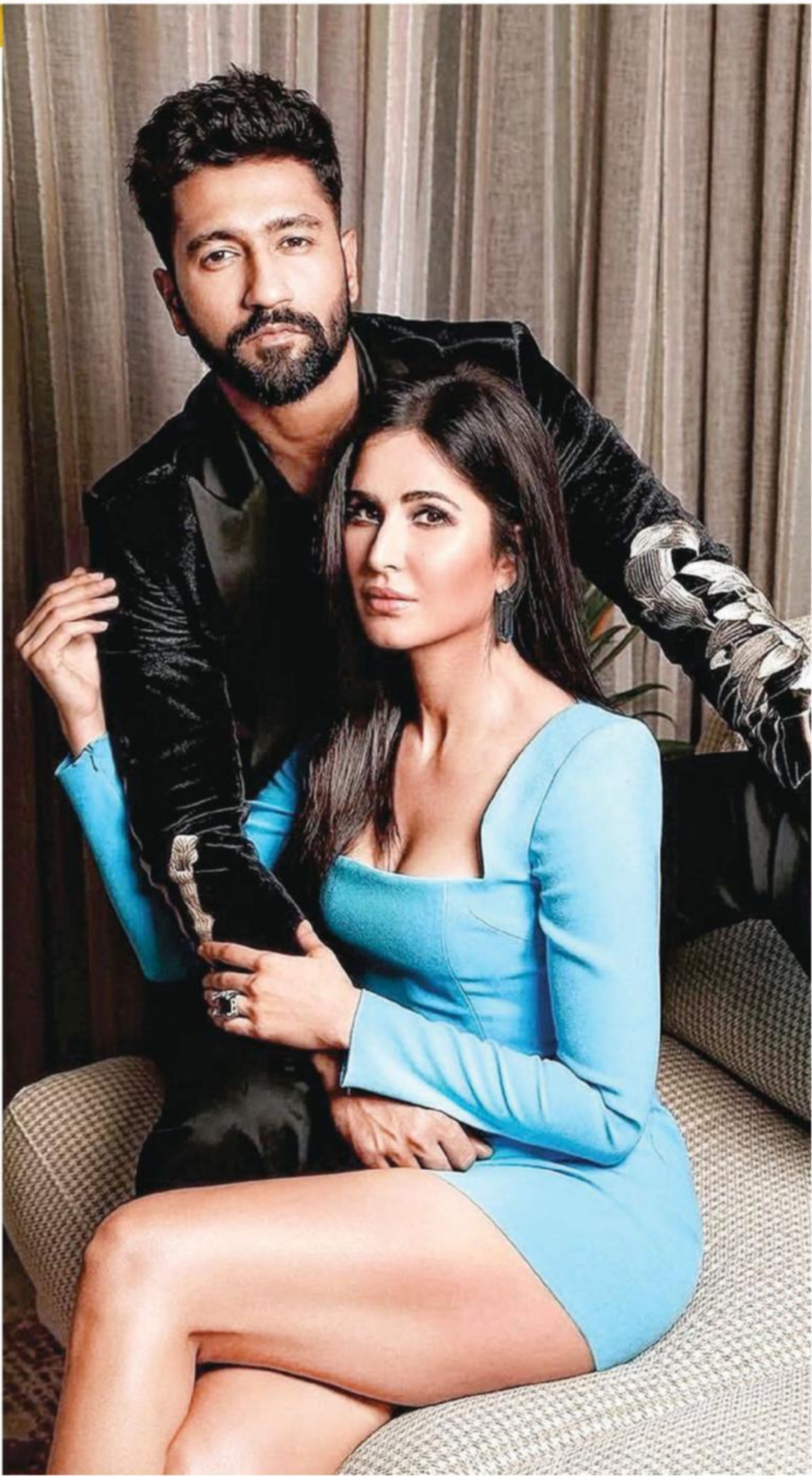
বুঝতেন। আমি দুজনকেই বলেছিলাম, তাহলে দীপক চক্রবর্তীকে নিউ কামার হিসেবে সুযোগ দিতে। ওঁরা বলেন, সেটা হবে না। কারণ চিরঞ্জিত বিক্রি হবে। নেম সেলস। তাই সবসময় চিরঞ্জিত থেকে গেল। আমার চাহিদা কম, তাই জীবন যা দেয় তাতেই খুশি।

প্র: আপনার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'আমি যখন হেমা মালিনী'। এটি করতে রাজি হলেন কেন?

স্ক্রিপ্ট ভাল লেগেছিল। পরিচালক পারমিতা মুন্সী এখনও অবধি তিনটি ছবি করেছেন। একটি শর্ট ফিল্ম ছিল তার মধ্যে, 'দ্য লাস্ট ট্রায়াল' বলে। 'গুহামানব' নামক একটি ছবি করেছিলেন। ওই দু'টিতেও আমি ছিলাম। আবার এই ছবিতেও আমাকে রেখেছেন। উনি আমাকে ছাড়া কাজ করেন না! এবার কেন আমাকে ছাড়া কাজ করেন না, সেই উত্তরটা আমার কাছে নেই। উনিই বলতে পারবেন। তবে ওঁর কাজের প্রতি একটা সৎ প্রচেষ্টা আছে। আমার কাছে এখনও প্রতিদিন নতুন স্ক্রিপ্ট আসতে থাকে। আমি অধিকাংশই রিজেক্ট করে দিই।

অপেক্ষা সময়ের

মা হতে চলেছেন ক্যাটরিনা কইফ। বেশ কয়েকদিন ধরেই এ জল্পনা সর্বত্র। কিন্তু ভিকি-ক্যাটের কোনও বক্তব্য নেই! একাধিকবার ক্যাটরিনার স্ফীতোদর দেখে অনুরাগীরা অনুমান করেছেন, তাঁদের ঘরে নতুন সদস্য আসছে। ২০২১ সালে বিয়ে করেন ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা। গত প্রায় দু' বছর ধরে অভিনয় জগৎ থেকে বেশ কিছুটা দূরে ক্যাটরিনা। হয়তো এই দূরত্ব সচেতন ভাবেই বজায় রাখছেন তিনি। সম্প্রতি ভিকির সঙ্গে ক্যাটরিনাকে যেভাবে দেখা গিয়েছে, তাতে এই সুখবর যে সত্যি, আর কোনও সন্দেহ নেই। মুম্বইয়ের এক ফেরিঘাটে সদ্য দেখা মিলেছে এই তারকা দম্পতির। সেখানে ক্যাটরিনার পোশাক ও শরীর দেখে স্পষ্ট বোঝা সম্ভব, তিনি অন্তঃসত্ত্বা। এমনকি অভিনেত্রী খুব ধীরে-ধীরে ভিকির হাত ধরে হাঁটাচলা করছিলেন। অপর দিকে একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ভাইরাল। যেখানে ভিকি-ক্যাটের ছবির ক্যাপশনে লেখা, 'আমরা দুই থেকে তিন হতে চলেছি'। তাই ধরে নেওয়াই যায়, এবার তাঁদের ঘরে নতুন সদস্য আসছে।



■ ভিকি-ক্যাটরিনা

স্বস্তির নিঃশ্বাস

অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা হচ্ছে ছবি, কণ্ঠস্বর ও অন্যান্য তথ্য। এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ করণ জোহর। বিনা অনুমতিতে তাঁর বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন ঘটনার বিচার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন করণ। কিন্তু মেটার তরফ থেকে জানানো হয়, করণের তথ্য বিকৃত করা হয়নি। তাঁকে নিয়ে সাধারণ মানুষ সমালোচনা করলেও, তাতে কোনও খারাপ ইঙ্গিত ছিল না। এ কথা মানতে নারাজ করণের আইনজীবী। তিনি জানিয়েছেন, ব্যবসায়িক স্বার্থে করণের ছবি ব্যবহার করে পোশাকও বিক্রি করা হচ্ছে। দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছে, করণের অনুমতি ছাড়া তাঁর কোনও তথ্য ব্যবহার করা যাবে না। আগামী শুনানি পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে।



করণ জোহর

আতঙ্কিত পরিবার

সলমনের পর এবার দিশা পটানির বাড়িতে চলল গুলি। হামলার মূলে গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার। দিশার বরেলীর বাড়িতে ১০-১৩ রাউন্ড গুলি চলে। কিন্তু এমন হামলার কারণ? গোল্ডির অভিযোগ, দিশার দিদি সনাতন হিন্দু ধর্মকে অপমান করেছেন। গুরু প্রেমানন্দ মহারাজ এবং অনিরুদ্ধ আচার্যকে অপমান করেছেন তিনি, যার ফলে গোল্ডির আসল ক্ষোভ দিশার দিদি, প্রাক্তন সেনা আধিকারিক খুশবুর উপর। তাদের কড়া বার্তা, ভবিষ্যতে আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে পারে। আতঙ্কিত দিশার পরিবার। মুহূর্তের মধ্যেই পুলিশে খবর দেন তাঁরা। দিশার বাবা জানান, তাঁরাও ধর্মগুরুকে মানেন। খুশবুর বার্তার ভুল অর্থ বের করা হয়েছে। যদিও এতে একেবারেই দমে যাননি দিশার দিদি।



মোদীর বায়োপিক



উন্নি মুকুন্দন, ছবির পোস্টার (ইনসেটে)

ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক তৈরি হবে। বলিউডে বিবেক ওবেরয় অভিনীত 'পিএম নরেন্দ্র মোদি' মুক্তি পেয়েছিল ২০১৯-এ। কিন্তু উমঙ্গ কুমার পরিচালিত সেই ছবি বাণিজ্যিক দিক থেকে একেবারে অসফল। তাই এবার মলয়ালম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় বায়োপিক। মোদীর ৭৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে এই ঘোষণা করেছে ছবির প্রযোজনা সংস্থা। মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে মলয়ালম তারকা উন্নি মুকুন্দনকে। পরিচালক ক্রান্তি কুমার সিএইচ। ছবির নাম 'মা বন্দে'। প্রকাশ্যে এসেছে ছবির পোস্টারও। উন্নিও আহমেদাবাদের ছেলে। মোদিকে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন। এই ছবিতে অভিনয় করতে পেরে আপ্লুত তিনি।



দিশা পটানি



অনীত পাড্ডা

নতুন অধ্যায়

অনীত ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন নন। কিন্তু 'সইয়ারা' তাঁর প্রথম হিট ছবি। তাও আবার মুখ্য চরিত্রে। সেই সাফল্যের রেশ না কাটতেই অনীতের নতুন পদক্ষেপ। এবার প্রতিবাদী চরিত্রে দেখা মিলবে অনীতের। নিত্যা মেহেরা এবং করণ কপাডিয়া পরিচালিত কোর্টরুম ড্রামা 'ন্যায়'-এ অভিনয় করবেন অনীত পাড্ডা। ছবিতে এক ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে অনীতের এই চরিত্র। অনীতের পাশাপাশি ছবির মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে ফাতিমা সানা শেখ এবং অর্জুন মাথুরকে। 'সইয়ারা'র সাফল্যই অনীতকে এগিয়ে রেখেছে দশগুণ। আগামী দিনে অনীতকে দেখা যাবে পরিচালক মনীশ শর্মার প্রেমের ছবিতেও।



১

উৎসবের আমেজ সর্বত্র। চলছে সিনেমার উৎসবও। একাধিক ছবি রিলিজ়, তাদের প্রচার অনুষ্ঠান, পার্টি। আর সবেতে সাক্ষী

আনন্দলোক

২



৩





৪



৫



৬

১ মুম্বইয়ে নতুন ওয়েব সিরিজ় ‘ব্যাডস অফ বলিউড’-এর প্রিমিয়ারে সুহানা, আরিয়ান, অ্যাবরাম ও গৌরীর সঙ্গে ক্যামেরার সামনে ধরা দিলেন শাহরুখ খান

২ কলকাতার এক শপিং মলে একটি স্পোর্টস-শু সংস্থার অনুষ্ঠানে এসে ট্রেডমিলে চাপলেন কার্তিক আরিয়ান

৩ আলিপুর বডিগার্ড লাইনে ‘রক্তবীজ ২’-এর ট্রেলার লঞ্চে উপস্থিত আবীর চট্টোপাধ্যায়

৪ মুম্বইতে ‘জলি এলএলবি ৩’-এর একটি প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে আরশাদ ওয়ারসি, সৌরভ শুক্ল ও অক্ষয়কুমার

৫ ‘দেবী চৌধুরানী’র ট্রেলার লঞ্চে বিবৃতি, শ্রাবন্তী এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

৬ মুম্বইয়ের বাবুলনাথ মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন টাইগার শ্রফ



৭



৮



৯

১০



৭ মুম্বইয়ে একটি জন্মদিনের পার্টিতে করণ জোহর, বিদ্যা বালন ও মণীশ মলহোত্র

৮ 'সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী'র প্রচারে বরুণ ধওয়ান ও জাহ্নবী কপূর

৯ 'ফেলুদা ফেরত'-এর ট্রেলার লঞ্চে টোটা ও অনির্বাণ

১০ নতুন ছবির গান রেকর্ডিংয়ে শ্রেয়া ঘোষাল, সঙ্গে জিৎ



১১

১১ দিল্লিতে হোটেলে চেক-ইনের আগে ক্যামেরার সামনে ববি দেওল

১২ 'রঘু ডাকাত'-এর পার্টিতে শ্রীকান্ত মোহতার সঙ্গে দেব



১২

ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ৫, ৯, ১২
অনির্বাণ সাহা: ২, ৩



■ রিস উইদারস্পুন। (নীচে) জেনিফার অ্যানিস্টন

গুমনামী বন্ধু

দু' দশক ধরে তাঁদের বন্ধুত্ব, অথচ রিস উইদারস্পুনের আসল নামটাই জানতেন না জেনিফার অ্যানিস্টন। আজ্ঞে হ্যাঁ, একটি চ্যাট শো-তে যখন রিসকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাঁর বিষয়ে কোন জিনিসটা জেনিফার জানেন না, তখন রিস নিজের নামের কথা বলেন। জেনিফারকে অবাক করে তিনি জানান, তাঁর আসল নাম লরা জিয়ান। জেনিফার অবাক হয়ে বলেন, 'এত বছরের বন্ধুর আসল নামই আমি জানতাম না!' আসলে রিসের পুরো নাম, লরা জিয়ান রিস। সেখান থেকে তাঁর নাম রিস হয়ে যায়। মধ্যনাম কোনওদিন ব্যবহারই করেননি তিনি। যদিও পরিবারের অনেকেই তাঁকে লরা বলে ডাকতেন। তিনি বলেন, জেনিফার তাঁর সব গোপন কথাই জানেন, এতদিনে আসল নামটা জানলেন।





■ হেনরি ক্যাভিল

শুটিংয়ের আগেই বিপত্তি

ছবির প্রস্তুতি পর্বেই আহত হেনরি ক্যাভিল। ফলে পিছিয়ে গেল 'হাইল্যান্ডার' ছবির শুটিং। চ্যাড স্তাহেলস্কি পরিচালিত 'হাইল্যান্ডার' ছবিতে ম্যাকলিওডের ভূমিকায় অভিনয় করছেন হেনরি ক্যাভিল। কিন্তু প্রি-প্রডাকশন পর্বে ট্রেনিংয়ের সময় হেনরির চোট লাগে। চোট কতটা গুরুতর, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এবছর আর তাঁকে নিয়ে শুট করা যাবে না। ২০২৬-এ পিছিয়ে গেল ছবির শুটিং। ছবিতে অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করছেন রাসেল ক্রো এবং ডেভ বাতিস্তা। তাঁদের অংশগুলো আগে শুট করা হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।



■ টিম বার্টন ও মনিকা বেলুচি

দু'বছরেই শেষ

হেলেনা বনহ্যাম কার্টারের সঙ্গে বিচ্ছেদের ন'বছর পর যখন পরিচালক টিম বার্টনের সঙ্গে অভিনেত্রী মনিকা বেলুচির সম্পর্ক হল, অনেকেই মনে করেছিল এটা সাচ্চা প্রেম। না হলে এই বয়সে এসে... যাই হোক, সেটা ২০২৩-এর ঘটনা। দু'বছরেই সেই সম্পর্ক ভেঙে গেল। কিছুদিন আগেই হলিউড ওয়াক ফেমের স্থান পাওয়া টিমের বাহুলগ্না হয়ে গিয়েছিলেন মনিকা। তারপরই দু'জনের আপ্তসহায়কদের যৌথ বিবৃতি, পারস্পরিক সম্মান এবং ভালবাসা বজায় রেখেই আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টিম এবং মনিকা।

বিদায় রবার্ট

৮৯ বছর বয়সে পরলোকে পাড়ি দিলেন অভিনেতা, অস্কারজয়ী পরিচালক রবার্ট রেডফোর্ড। 'বুচ ক্যাসিডি অ্যান্ড দ্য সানড্যান্স কিড', 'অল দ্য প্রেসিডেন্টস মেন'-এ তাঁর অভিনয় দর্শক ও সমালোচকদের মন জয় করে। পরিচালক হিসেবে 'অর্ডিনারি পিপল', 'আ রিভার রানস থ্রু ইট'-এর মতো ছবি উপহার দিয়েছেন। সিনেমার প্রতি ভালবাসা থেকেই তিনি সানড্যান্স ইনস্টিটিউট তৈরি করেন, যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ও থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক। সানড্যান্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যালকে সেই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যেও রবার্ট। পরবর্তীকালে পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রচুর কাজ করেছেন তিনি। প্রিয় সানড্যান্স শহরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রবার্ট রেডফোর্ড।



■ রবার্ট রেডফোর্ড



বিয়ে হল অবশেষে

আর্নল্ড শোয়ারজ়েনেগারের পুত্র প্যাট্রিক গত দশ বছর ধরে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন মডেল কন্যা অ্যাবি চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে। ২০২৩ সালে অ্যাবিকে বিয়ের জন্য প্রপোজ় করেছিলেন প্যাট্রিক। কিন্তু বিয়ে ঠিক হয়েও পিছিয়ে যায়। কারণ প্যাট্রিক 'দ্য হোয়াইট লোটাস'-এ অভিনয়ের প্রস্তাব পান। তার জন্য টানা সাত মাস তাঁকে থাইল্যান্ডে থাকতে হয়েছিল। অবশেষে বিয়েটা সেরেই ফেললেন তাঁরা। তিনদিন ধরে ইতালির ইডাহোতে কর দা এলিন শহরে বিয়ের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন অ্যাবি ও প্যাট্রিক। আর্নল্ড এবং তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী মারিয়া শ্রাইভার উপস্থিত ছিলেন ছেলের বিয়েতে।

■ বিয়ের দিন প্যাট্রিক ও অ্যাবি



চতুর্ভুজের শেষ ফেলুদা

সৃজিত মুখোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং কল্লন মিত্র- এই চতুর্ভুজের শেষ ফেলুদা সিরিজ় আসছে পুজোয়। আড্ডায় পঞ্চম ব্যক্তি অংশুমিত্রা দত্ত

ফোটো: অভিজ্ঞান রায়
পোশাক: বহুরূপী বাই অভিষেক রায়
লোকেশন: হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল

সৃজিত মুখোপাধ্যায় আর ফেলুদা সিরিজ় পরিচালনা না। এমনটা তিনি ফেলুদার গোয়েন্দাগিরির 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর' মুক্তির সময় ঘোষণা করেছিলেন। তবে কী করে আসছে 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে'? পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলি, আড্ডা টাইমস প্ল্যাটফর্মের জন্য যে দু'টি ফেলুদা ফেরত সিরিজ় তিনি তৈরি করেছিলেন, তার দ্বিতীয়টি 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডু'-তে। মুক্তির অপেক্ষায় ছিল সিরিজ়টি। এর পর আর ফেলুদা সিরিজ় পরিচালনা করবেন না সৃজিত মুখোপাধ্যায়। টোটা, অনির্বাণ, কল্পনকে নিয়ে পরবর্তী সিরিজ় পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এই সোনালি চতুর্ভুজের শেষ ফেলুদা নিয়ে আড্ডায় আনন্দলোক।

প্র ফেলুদার মতো একটি বিরাটাকার প্রজেক্ট, যেটা এত সফল হয়েছে, সেটা আপনাদের উপর প্রত্যাশার অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে কি?

সৃজিত: প্রথমত, ফেলুদা আমার কাছে প্রজেক্ট নয়। ওটা ১৪ বছর বয়সি সৃজিত, যে ফেলুদা পড়ে বড় হয়েছে, তার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নটাকে আমি এবং আমাদের গোটা টিম ছোঁয়ার চেষ্টা করেছে। আগে কে কী করেছে, তার সঙ্গে কিন্তু কোনও কম্পিটিশন নেই আমাদের এই ক্ষেত্রে। এটা অনেকটা নিবেদনের মতো, উৎসবের মতো। ফলে কোনও চাপ আলাদা করে অনুভবই করিনি। আমরা যখন মা দুর্গার সামনে দাঁড়াই, তখন কি ভাবি যে ২০ বছর আগে মুদিয়ালির ঠাকুরটা কত ভাল হয়েছিল? আমার কাছে দুর্গাপুজোর মতোই ফেলুদা-পুজো। মজার বিষয়, আমি যে চারটে ফেলুদা সিরিজ় করেছি, তার মধ্যে 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে'-ই একমাত্র কমটেম্পোরারি ফেলুদা, পিরিয়ড ফেলুদা নয়। সেটা সিরিজ়টা দেখলে বুঝতে পারবেন।

টোটা: ফেলুদা একটা ফিকশন্যাল ক্যারেক্টর হলেও আমরা সেটা বিশ্বাস করি না। মনে হয়, সত্যিই ফেলুদা বলে কেউ আছে। এই ধরনের আইকনিক চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে একটা ভুল হয়। সেটা হল প্যারালিসিস টু অ্যানালিসিস। ফলে খুব বেশি চরিত্রটাকে অ্যানালাইজ় করতে গেলে নিজেকেই হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা ছিল।

প্র তাই বলে তুলনাকে অগ্রাহ্য করা কি সম্ভব?

টোটা: আমার সামনে উদাহরণ কারা? একজন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, একজন সব্যসাচী চক্রবর্তী। তাঁদের সামনে আমি



'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' সিরিজ়ের একটি দৃশ্যে টোটা, অনির্বাণ ও কল্পন

"সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সব্যসাচী চক্রবর্তীর সামনে আমি কে? কিচ্ছু না!": টোটা রায়চৌধুরী

কে? কিচ্ছু না! বাংলায় একটা কথা আছে না, ল্যাংটার নেই বাটপারের ভয়? ওটাকেই ভেবে এগিয়েছি আমি।

অনির্বাণ: আমারও সেটাই মনে হয়। জটায়ু চরিত্রে সন্তোষ দত্তর পর আরও অনেক বড় বিখ্যাত অভিনেতা অভিনয় করেছেন। কেউ তাঁর টাওয়ারিং প্রেজ়েন্সকে ছুঁতে পারেননি। তাই আমিও পারব না। সৃজিত এবং আমরা একসঙ্গে বসে পুরনো ফেলুদাগুলো দেখেছি, আলোচনা করেছি কোনগুলো আমাদের অভিনয়ে রাখব বা রাখব না। চাপটা নিলে, সেটা এমন চাপে পরিণত হত যে, কাজটাই করা সম্ভব হত না। এই যে আমরা ফেলুদার মতো একটা বিশাল সিরিজ় করার সুযোগ পেয়েছি, এর আনন্দটাই তো আসল।

প্র বাঙালি দর্শক কিন্তু তোপসে চরিত্র নিয়ে খুব সেনসিটিভ। পাকামি, ইনোসেন্স কিছুই তার মধ্যে অতিরিক্ত দেখলে রেগে যায়, আহত হয়। কল্পন কী করে এই ভারসাম্যটা বুঝলেন?

কল্পন: তোপসে বেড়ে পাকা নয়। ইনোসেন্ট, কিন্তু ক্যাবলা নয়। তার মাথা সর্বক্ষণ এক্সপ্লোর করছে। এবং সে গল্পটা লিখছে। সৃজিতদা আমাকে বলেছিল, 'লাইনগুলো যতটা আমার লেখা, ততটাই তোর। ফলে তুই দেখ, তুই কীভাবে লাইনগুলো বলবি।' আমিও নিজের মতো করে তোপসেকে ইন্টারপ্রিট করার সুযোগ পেয়েছি।

প্র বিদেশে তো গোয়েন্দাদের নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি যেমন শার্লক হোমসের বোন এনোলা হোমসকে নিয়ে হচ্ছে। সেখানে শার্লকের চরিত্র একেবারে আলাদা লেখকের ইন্টারপ্রিটেশনের থেকে। বাংলায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না কেন? টেক্সটের বাইরে যেতে এত ভয় কেন?

সৃজিত: আপনি যে কনটেন্টের কথা বলছেন, তাকে নন-ক্যানন ফিকশন বলে। তার মধ্যে স্পিন-অফ, প্রিকোয়েল, ফ্যান ফিকশন সবই পড়ে। যেমনটা বিদেশে প্রায়ই হয়। এগুলো নিয়ে বরাবরই আমি আগ্রহী। কারণ ফেলুদাকে নিয়ে আমার প্রথম কাজ কিন্তু 'ফেলুদা ফেরত' নাটক। সেখানে বৃদ্ধ ফেলুদা, মগনলাল এবং জটায়ু। তোপসের বিয়ে হয়ে গেছে। মজার বিষয় আমার এখনকার তোপসেরও বিয়ে হয়ে গেছে (কল্পন বিয়ে করেছেন সম্প্রতি)। তো সেই নাটকটা বেঙ্গালুরুতে টানা অনেক সপ্তাহ হাউসফুল হয়েছিল। বরুণ চন্দ ছিলেন ফেলুদা, পরমব্রত তোপসে। কিন্তু সেই নাটক কলকাতায় করার



■ ফোটো: অভিজ্ঞান রায় পোশাক: বহুরূপী বাই অভিষেক রায় লোকেশন: হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল

আমি অনুমতি পাইনি। অনুমতি যখন চাইতে যাই, আমাকে বলা হয়, কলকাতার দর্শক এখনও নাকি এই ধরনের কনটেন্ট গ্রহণ করতে পারেন না। সালটা ২০০৮। পঁচিশ বছর পর এখন কী পরিস্থিতি আমি জানি না। কিন্তু আমার কাছে তো স্বত্ব নেই। আমার মনে হয় দর্শককে আমরা আন্ডার এস্টিমেট করি। এই দর্শকই এনোলা হোমস দেখছেন, গাই রিচির শার্লক দেখছেন। ব্যোমকেশের রাইটস যাঁদের কাছে আছে, তাঁরা কিন্তু খুবই ফ্লেক্সিবল। তাই আজকে একটা কমবয়সি ব্যোমকেশ হচ্ছে বা 'বিদায় ব্যোমকেশ'-এ বৃদ্ধ ব্যোমকেশকে দেখা যাচ্ছে।

প্র সেই কারণেই কি আপনি আর ফেলুদা সিরিজ় বানাবেন না বলছেন?

দুটোই কারণ। আমি ফেলুদা সিরিজ় আর বানাব না, কারণ বাজেট। সিরিজ়ের ক্ষেত্রে যে বাজেট, তাতে বাংলার বাইরে গিয়ে ফেলুদার সিরিজ় বানানোর খরচটা মেলানো অসম্ভব। দুটো বাংলা প্ল্যাটফর্মের জন্য আমি ফেলুদা

> "সিনেমা বানানোর তো রাইটসই আমি পাইনি! আর সিরিজ়ের সেই বাজেট নেই": সৃজিত মুখোপাধ্যায়

বানিয়েছি, কেউই সেই বাজেট দিতে পারবে না। হাতের কাছে উত্তরবঙ্গ রয়েছে, তার কয়েকটা গল্প। আর কলকাতায় যেগুলো আছে, সবগুলো তো লম্বা উপন্যাসও নয়। সেগুলোকে টেনে ছ'টা এপিসোডের সিরিজ় বানানো যাবে না। ফলে সিনেমা ছাড়া বাংলার বাইরে গিয়ে ফেলুদা বানানোর ওই বাজেট আমি পাব না। কিন্তু সিনেমা বানানোর তো রাইটসই আমি পাইনি! বড় পর্দায় যদি আমি ফেলুদা করি, তা হলে কিন্তু রক্ষণশীল বাঙালির মতোই করব। সেখানে আমার ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসবে। আগে সেই রাইটস অন্তত পাই! তারপর নন-ক্যানন কনটেন্ট নিয়ে ভাবব। ওটার তো কোনও সম্ভাবনাই দেখছি না।

প্র বিনোদন জগতে একটি চরিত্রে অভিনয় করে সফল হলে, অভিনেতাকে স্টিরিয়োটাইপে আটকে দেওয়া হয়। বারবার একই ধরনের চরিত্রে কাস্ট করা হয়। কীভাবে সেই স্টিরিয়োটাইপ ভাঙেন? ধরুন টোটার খুব ভদ্র, পরিশীলিত একটা ইমেজ। সাংঘাতিক খল, রগরগে চরিত্রে কি তাঁকে কেউ দেবেন?

টোটা: আমি ইমেজ ভাঙতেই চাই না। আমাদের উপমহাদেশে দর্শক চরিত্রকে দেখে, পারফরম্যান্স নয়। পশ্চিমে ঠিক এর উল্টোটা হয়। ম্যাচিয়োর দর্শক কম, যাঁরা চরিত্র এবং পারফরমারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। আমি কেরিয়ারের প্রথম সাত-আট বছর ভেবেছিলাম, আমি অভিনেতা, তাই সব ধরনের চরিত্র করব। কিন্তু তাতে আমার ক্ষতিই হয়েছে। আমার সেই সময় বা সাহস নেই যে, আমি ইমেজ বদলে দেব। আজকে আমি একটা পিডোফাইলের চরিত্র পেলে করব না। কারণ এই ধরনের চরিত্র ইমেজকে আরও দশ বছরের জন্য নষ্ট করে দেয়।



■ সিরিজের পোস্টার লঞ্চ হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে, সঙ্গে ছিলেন সন্দীপ রায়

‘রকি অউর রানি...’র পর কিন্তু আমি ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’ আর ‘স্পেশ্যাল অপস’ করেছি, যেগুলো পুরোপুরি আলাদা একে অন্যের চেয়ে। আমি চওড়া ট্র্যাকেই দৌড়ব, কিন্তু ট্র্যাকে দৌড়ব।

অনির্বাণ: আমি এই বিষয়ে টোটার মতো করে ভাবি না। আমি একেনবাবু হিসেবে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছি। আমার সেই সুবাদে একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে। কিন্তু যখনই তার একদম বিপরীত কোনও চরিত্র পেয়েছি আমি লুফে নিয়েছি। এগুলো অভিনেতা হিসেবে আমাকে একটা ‘কিক’ দেয়। সৃজিতই এর আগে আমাকে ‘সত্যি বলে সত্যি নেই’ ছবিতে একদম অন্যরকম চরিত্রে কাস্ট করেছে। আমার ক্ষেত্রে অন্তত গ্রহণযোগ্যতায় কোনও সমস্যা দেখিনি দর্শকের মধ্যে। বা তার জন্য আমার জটায়ু চরিত্র বা একেনবাবু ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের জনপ্রিয়তায় কোনও খামতি হয়নি।

কল্লন: আমি তো এসব নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। এখন তোপসে চরিত্রে দর্শক ভালবাসছেন। আবার হয়তো এমন কোনও চরিত্র পাব, যেটা জীবনের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবে। বেশি ভেবে লাভ নেই।



■ ‘যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে’র ট্রেলার লঞ্চে ফেলুদা চতুর্ভুজ

প্র ওটিটি মাধ্যমে এখন খুব হিংসাত্মক, রক্তসর্বস্ব কনটেন্টের রমরমা। আপনারাও তেমন কনটেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কোথাও গিয়ে সেই ক্রাইম সিরিজ়ের প্রতি একটা বিমুখতা কি দর্শকের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে তৈরি হবে না?

টোটা: তাও তো ওটিটি-তে ভায়োলেন্স দেখানো সম্ভব হচ্ছে। সিনেমার ক্ষেত্রে আমাদের তো কোনও সার্টিফিকেশন বোর্ডই নেই, বিদেশের মতো। পুরোটাই সেন্সর বোর্ড করে। ফলে বহুবছর এই ধরনের কনটেন্ট সিনেমায় দেখানো যায়নি, যা এখন ওটিটি-তে দর্শক দেখছেন। আর ওই যে, যে কনটেন্ট একবার ভাল ভিউয়ারশিপ পাবে, সেই পথেই বাকিরা এগোবে! সকলের মাথায় তো এখন শুধুই ‘নম্বর গেম’ চলে। এই সেন্সরশিপের ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে পেরে, কিছু লোক যাচ্ছেতাই কনটেন্টও বানাচ্ছেন।

অনির্বাণ: আমার মনে হয়, দর্শকের যেটা দেখার, সেটা তাঁরা দেখবেনই। বাইরে থেকে কোনও বোর্ড নির্দেশ দেবে না কোনটা দর্শকের দেখবে, কোনটা দেখবে না।

সৃজিত: ফেলুদাতেও কিন্তু ক্রাইম রয়েছে। কিন্তু সেটা সব বয়সের, সব ধরনের মানুষ দেখতে পছন্দ করেন। তার মধ্যে ভ্রমণ আছে, বাংলার সংস্কৃতি রয়েছে...

প্র সৃজিত তো নিজের ফেলুদা-তোপসে-জটায়ু বেছেছেন। আপনাদের যদি কাউকে কাস্ট করতে হয় এই চরিত্রগুলোতে, কাকে বাছবেন?

টোটা: আমার সবসময় মনে হয়, ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের কে কে মেননকে একদম ফেলুদার মতো দেখতে।

সৃজিত: তাকে তো আবার আমি ‘শেখর হোম’-এ ফেলুদার গুরুর চরিত্রে কাস্ট করেছি!

অনির্বাণ: জটায়ুর ক্ষেত্রে বয়সটা একটু বেশি হয়ে যাবে... সতীশ কৌশিক।

সৃজিত: উনি তো আর বেঁচে নেই।

অনির্বাণ: আর তো নিজেকে ছাড়া কাউকে ভাবতেই পারছি না! (হাসতে হাসতে)

কল্লন: জটায়ু হিসেবে ড্যানি ডেভিটো। আর তোপসে হিসেবে... লর্ডস অফ দ্য রিংগসে যে ব্যাগিনস হয়েছিল... অভিনেতার নামটা এখন মনে করতে পারছি না।



তারকা মায়ের শর্ত

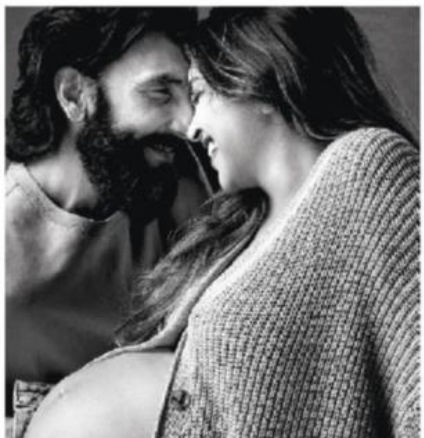
পেশাদার জীবনের প্রতি কতটা দায়বদ্ধতা রয়েছে **দীপিকা পাড়ুকোন**-এর? হালে ভারতীয় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর পতনের নেপথ্যে কি তাঁরই একগুচ্ছ শর্ত? সেই বিতর্কের উত্তর খুঁজলেন সাগরিকা চক্রবর্তী

ঘটনা এক, সন্দীপ রেড্ডি ওয়াঙ্গার 'স্পিরিট' ছবি থেকে বাদ পড়লেন দীপিকা পাড়ুকোন।

ঘটনা দুই, প্রথম ঘটনার ঠিক চার মাসের মাথায় 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'র সিকোয়েল থেকে বাদ দেওয়া হল দীপিকাকে।

এই দুই ঘটনাকে ঘিরে আপাতত উত্তাল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। শাহরুখ খানের 'লাকি চার্ম', সন্দীপ রেড্ডি ওয়াঙ্গার চক্ষুশূল! সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছেন নাগ অশ্বিনও। কারণ একটাই, দীপিকার একগুচ্ছ শর্ত। পরিচালকদের পছন্দের নায়িকা ছিলেন দীপিকা। পরিচালকরা বলতেন, দীপিকার মতো পরিশ্রম খুব কম অভিনেত্রীই করতে পারেন। সেই কথায় যে কোনও ভুল নেই, তার প্রমাণ 'কল্কি...' এবং 'সিংহম আগেন'। গর্ভাবস্থায় দুটো ছবির শুটিংই অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে শেষ করেছিলেন তিনি। এবং বলা বাহুল্য দুটো ছবিতেই তাঁর চরিত্র ছিল বেশ কঠিন। দুই ছবিতেই তাঁর স্ফীতোদর ছিল স্পষ্ট।

কিন্তু হালে দীপিকার শর্তই তাঁকে অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। দীপিকার পরিবর্তে নতুন প্রজন্মের একাধিক নায়িকা জায়গা করে নিচ্ছেন বড় বাজেটের ছবিতে। প্রায় এক বছর আগে মা হয়েছেন তিনি। রাশ টেনেছেন কাজে। এ যাবৎ অনেক অভিনেত্রীই সে-ই কাজ করেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শিল্পীর জীবন গতে বাঁধা নয়। এ কথা জেনেই শিল্পীরা কাজে আসেন। কিন্তু মা হওয়ার পর কর্মক্ষেত্রে আট ঘণ্টার বেশি থাকতে করতে নারাজ তিনি। কারণ এখন তিনি তাঁর কন্যাকেই সময় দিতে চান। উপভোগ করতে চান মাতৃত্বকে। এই শর্তেই সন্দীপ রেড্ডি ওয়াঙ্গার 'স্পিরিট' ছবি থেকে বাদ পড়েন অভিনেত্রী। প্রভাসের বিপরীতে কাজ করার জন্য আকাশছোঁয়া পারিশ্রমিক চেয়েছেন তিনি। 'স্পিরিট'-এর জন্য ২০ কোটি

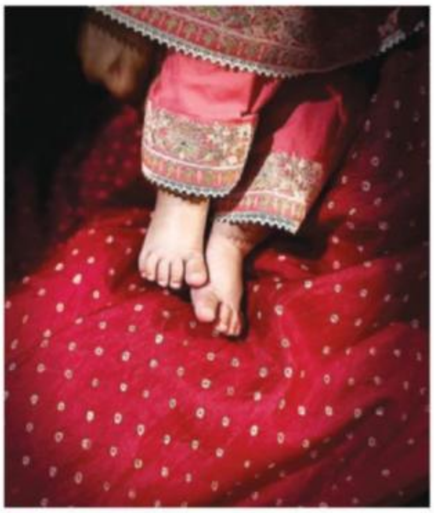


■ মেটারনিটি ফটোশুটে রণবীর ও দীপিকা

টাকা পারিশ্রমিক নির্ধারিত ছিল তাঁর। কিন্তু তাতে নারাজ দীপিকা। ছবির লভ্যাংশের ভাগ চেয়েছিলেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, তামিল ভাষায় ডাবিং তিনি করবেন না। অভিনেত্রী যে যে শর্ত দিয়েছেন, শোনা যাচ্ছে, তা নাকি মেনে একজন পরিচালক বা প্রযোজকের কাজ করা অসম্ভব। আর সেটা যদি নাগ অশ্বিনের 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'র মতো ছবি হয়, তাহলে তো



■ 'কল্কি...' ছবির প্রথম পর্বে দীপিকা



■ কন্যা দুয়াকেই অধিক সময় দিতে চান দীপিকা

শাহরুখ খানের 'লাকি চার্ম' দীপিকা, সন্দীপ রেড্ডি ওয়াঙ্গার চক্ষুশূল! সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছেন নাগ অশ্বিনও। কিন্তু কেন?

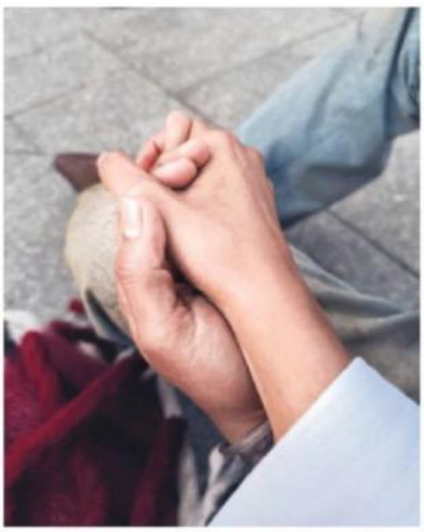
আরওই অসম্ভব।
সেই কারণেই 'কল্কি'র সিকোয়েল থেকেও বাদ পড়লেন তিনি। অনেক দিন থেকেই পরিচালক-অভিনেত্রীর মধ্যের দ্বন্দ্বের খবর শোনা যাচ্ছিল। সেই দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য আনল 'কল্কি' ছবির প্রযোজনা সংস্থা, বৈজয়ন্তী মুভিজ়। ওই সংস্থার পক্ষ থেকে অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে, 'কল্কির সিকোয়েলে থাকছেন না দীপিকা পাড়ুকোন। প্রথম পর্বের পরও তাঁদের মধ্যে যথাযথ পার্টনারশিপ গড়ে ওঠেনি। এছাড়া 'কল্কি'র মতো ছবিতে কাজ করার জন্য নিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, পরিশ্রম... এবং আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন।' দীপিকা পর্দায় যেভাবে 'সুমতি'র চরিত্রকে মেলে ধরেছিলেন, যেভাবে তাঁর চরিত্রটি সিকোয়েলেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল... তাতে এই সিদ্ধান্ত অবাক করছে সকলকে। প্রভাসের পর-পর দু'টি ছবি থেকেই বাদ বলিউডের 'পাওয়ার গার্ল'। দীপিকার পরিবর্তে 'স্পিরিট'-এ অনেক কম বাজেটে যেভাবে রাজি হয়ে গিয়েছেন তৃপ্তি দিমরি, ঠিক সেই ভাবেই 'কল্কি...'র সিকোয়েলেও জায়গা করে নেবে অন্য মুখ। আর এই ছবির ক্ষেত্রেও নাকি দীপিকার শর্তই দায়ী।

অবশ্য 'লাকি চার্ম' মেনে দীপিকাকে মাথায় করে রেখেছেন শাহরুখ খান। একাধিক ছবি থেকে বাদ পড়া বা সরে আসা দীপিকা কিন্তু শাহরুখের ছবির ক্ষেত্রে অন্য নিয়মে চলেন। মাতৃত্বকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাঁর পেশাগত জীবনে যে ধোঁয়াশা নেমে এসেছে, তাতে





■ 'স্পিরিট' ছবির জন্য প্রস্তুত প্রভাস এবং সন্দীপ। বাদ পড়লেন দীপিকা। 'কল্কি...'র প্রযোজনা সংস্থার বিবৃতি (উপরে)



■ হাত ধরাধরি করে দীপিকা ও শাহরুখ। দীপিকার সমাজ মাধ্যম প্রোফাইল থেকে পোস্ট হয়েছে।

আলোর দিশা দেখাচ্ছে শাহরুখের 'কিং'। সুহানা অভিনীত প্রথম ছবি 'কিং', যার শুটিং শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। এখন একমাত্র এই ছবিটির শুটিং করছেন দীপিকা। শর্ত নিয়ে কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়াই শাহরুখের সঙ্গে ছ'নম্বর ছবি তিনি করতে চলেছেন। হতে পারে, এই ছবির শুটিং তাঁর সব শর্ত মেনেই করা হচ্ছে। কিন্তু তা তো আর 'স্পিরিট' বা 'কল্কি...'র মতো ছবি নয়। একজন অভিনেত্রী হিসেবে যে বাঁধাধরা জীবনে তিনি পা রাখতে চাইছেন, সেখানে অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছুই নেই। তাতে বরং বড় ছবিতে কাজের সুযোগ বাড়বে আনকোরা অভিনেত্রীদের। ক্ষোভ বাড়বে পরিচালক-প্রযোজকদের।



■ আনন্দকুমার ভেলকুমার

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা

প্রথম ভারতীয় হিসেবে স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন আনন্দকুমার ভেলকুমার। চিনের বেজিংয়ে তিনি এক হাজার মিটারে সময় নেন ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট। যুব বিভাগে কৃশ শর্মাও এক হাজার মিটার স্প্রিন্টে সোনা জিতেছেন। আনন্দকুমারের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, "২০২৫ সালের স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের সিনিয়র ১০০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনা জেতায় আনন্দকুমার ভেলকুমারের জন্য গর্বিত। দৃঢ়তা, গতি এবং মনোবল তাঁকে স্কেটিংয়ে ভারতের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেছে। তার কৃতিত্ব অসংখ্য তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে।" অনেক শুভেচ্ছা আনন্দকুমার।

প্রথমবারের সাফল্য

কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের দেশ সুইৎজ়ারল্যান্ডকে হারিয়ে ডেভিস কাপে প্রথম বার কোয়ালিফায়ার্সে উঠল ভারত। ওয়র্ল্ড গ্রুপ-১-এর টাইয়ে শুক্রবার ২-০ এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। দু'টি সিঙ্গলসে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন প্রথম ম্যাচ খেলতে ম্যাচে নামা দক্ষিণেশ্বর সুরেশ এবং অভিজ্ঞ সুমিত নাগাল। কিন্তু ডাবলসে এন শ্রীরাম বালাজি এবং ঋত্বিক বোলিপল্লির জুটি হারেন ইয়াকুব পল এবং ডমিনিক স্ট্রিকারের কাছে। ফল ৭-৬ (৩), ৪-৬, ৫-৭। সুইৎজ়ারল্যান্ড ব্যবধান কমিয়ে ফেলে ১-২। এর পরে রিভার্স সিঙ্গলসে সুমিত নাগাল উড়িয়ে দেন জুনিয়র অস্ট্রেলীয় ওপেন চ্যাম্পিয়ন হেনরি বার্নেটকে। ৬-১, ৬-৩ ফলে। এই জয়েই ভারতের ৩-১ জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। শেষ বার ভারত ইউরোপের কোনও দেশকে ডেভিস কাপে অ্যাওয়ে টাইয়ে হারিয়েছিল ১৯৯৩ সালে। সে বার কোয়ার্টার ফাইনালে লিয়েন্ডার পেজ়, রমেশ কৃষ্ণনরা ৩-২ ফলে হারিয়েছিলেন ফ্রান্সকে।



■ ভারতীয় দলের সদস্যরা



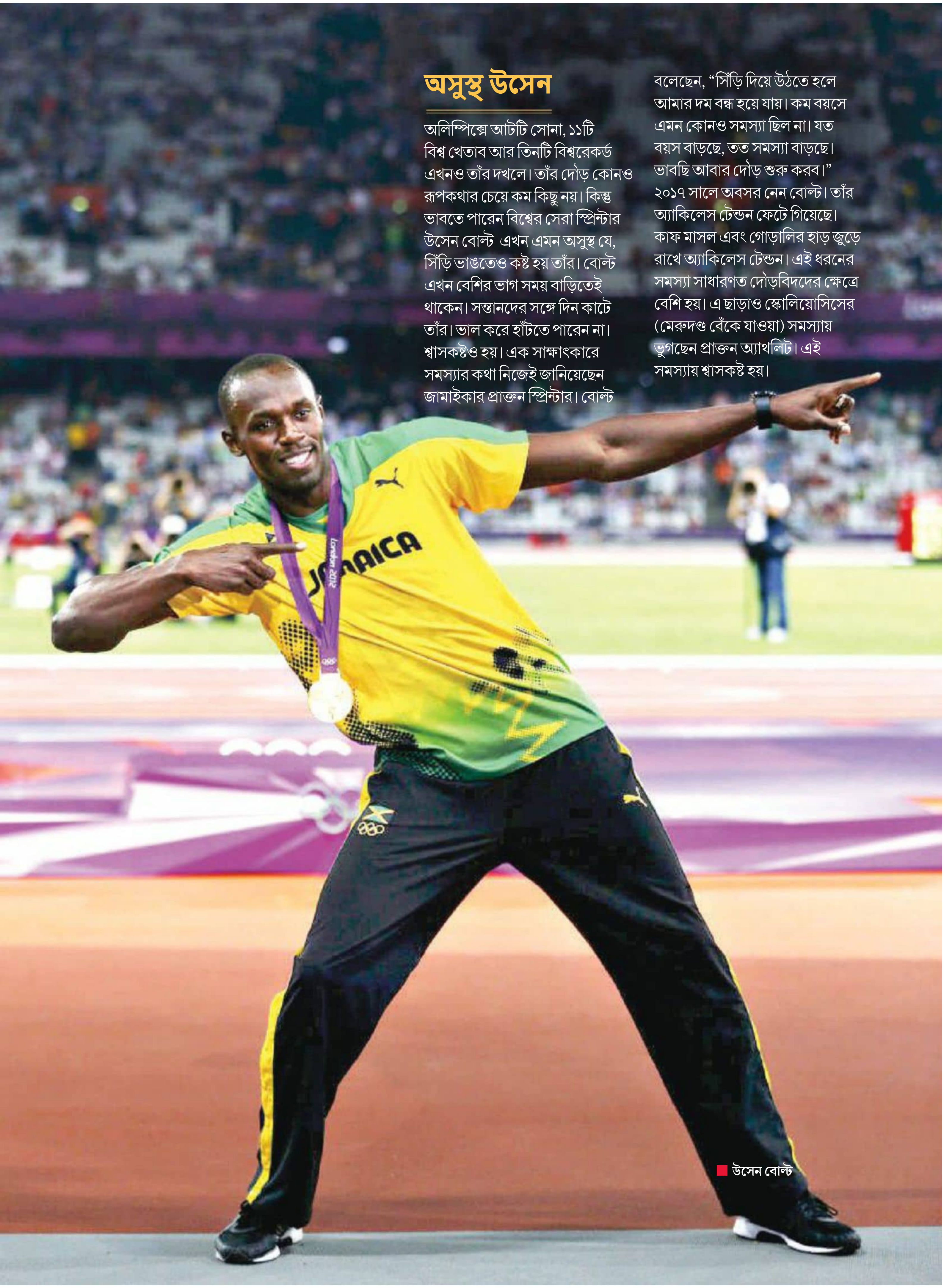
■ আরমান্ড ডুপ্লান্টিস

পোলভল্টে বিশ্বরেকর্ড

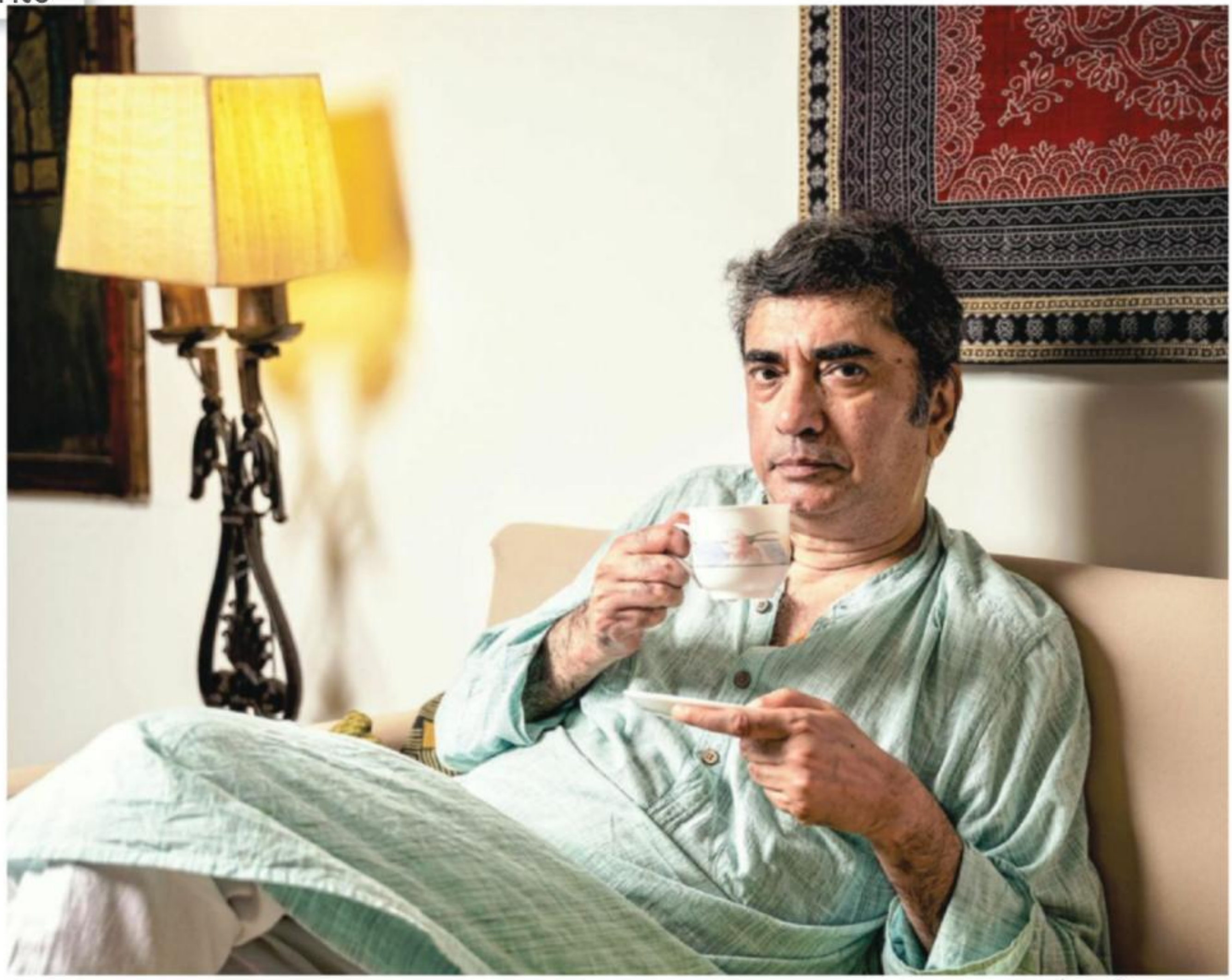
বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের পোল ভল্টে বিশ্বরেকর্ড করলেন সুইডেনের কিংবদন্তি আরমান্ড ডুপ্লান্টিস। ৬.৩০ মিটার ভল্ট দিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে ১৪ বার নিজেই নিজের বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন ডুপ্লান্টিস। ২০২৪-এর প্যারিস অলিম্পিক্সে ৬.২৫ মিটার ভল্ট দিয়ে সোনা পেয়েছিলেন ডুপ্লান্টিস। সেই বার থেকে এখনও পর্যন্ত পাঁচ বার নিজের রেকর্ড ভেঙেছেন কিংবদন্তি। নতুন কীর্তি গড়ে সুইডেনের তারকা বলেছেন, "পরিশ্রমের ফল পেয়েছি। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হওয়ার আগে প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখিনি। চেষ্টা করছিলাম ৬.৩০ মিটার ভল্ট দেওয়ার। প্রস্তুতিতেও কয়েক বার পেরেছি। এবার টোকিয়োয় সেটা করে দেখালাম।" পদক পেয়ে ফিচার বোর্ডের সামনে গিয়ে একটি নিজস্বীও তোলেন ডুপ্লান্টিস। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক বার বিশ্বরেকর্ড ভাঙার পরে এই ভাবেই ফিচার বোর্ডের সামনে গিয়ে ছবি তুলি আমি।"

অসুস্থ উসেন

অলিম্পিক্সে আটটি সোনা, ১১টি বিশ্ব খেতাব আর তিনটি বিশ্বরেকর্ড এখনও তাঁর দখলে। তাঁর দৌড় কোনও রূপকথার চেয়ে কম কিছু নয়। কিন্তু ভাবতে পারেন বিশ্বের সেরা স্প্রিন্টার উসেন বোল্ট এখন এমন অসুস্থ যে, সিঁড়ি ভাঙতেও কষ্ট হয় তাঁর। বোল্ট এখন বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন। সন্তানদের সঙ্গে দিন কাটে তাঁর। ভাল করে হাঁটতে পারেন না। শ্বাসকষ্টও হয়। এক সাক্ষাৎকারে সমস্যার কথা নিজেই জানিয়েছেন জামাইকার প্রাক্তন স্প্রিন্টার। বোল্ট বলেছেন, “সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হলে আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। কম বয়সে এমন কোনও সমস্যা ছিল না। যত বয়স বাড়ছে, তত সমস্যা বাড়ছে। ভাবছি আবার দৌড় শুরু করব।” ২০১৭ সালে অবসর নেন বোল্ট। তাঁর অ্যাকিলেস টেন্ডন ফেটে গিয়েছে। কাফ মাসল এবং গোড়ালির হাড় জুড়ে রাখে অ্যাকিলেস টেন্ডন। এই ধরনের সমস্যা সাধারণত দৌড়বিদদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। এ ছাড়াও স্কোলিয়োসিসের (মেরুদণ্ড বেঁকে যাওয়া) সমস্যায় ভুগছেন প্রাক্তন অ্যাথলিট। এই সমস্যায় শ্বাসকষ্ট হয়।



উসেন বোল্ট



ফোটো: অভিজ্ঞান রায়

আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, তখন রজতাভ বাদে আর কেউ খোঁজ নেননি : অনীক দত্ত

তিনি যতটা জনপ্রিয়, ততটাই বিতর্কিত। প্রশাসন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রভাবশালী প্রযোজনা সংস্থা, কারও বিরুদ্ধে কথা বলতেই সংকোচবোধ করেন না। **অনীক দত্ত** খুললেন মনের দরজা। সাক্ষী **আসিফ সালাম**

প্র অনীক দত্ত মানেই বিতর্ক। 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ছবিটিও সেই বিতর্কের ধারা অব্যাহত রাখল। ছবির নায়ক আবীর চট্টোপাধ্যায় অন্য একটি প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বলে আপনার ছবির কোনও প্রচারে থাকছেন না...

এই বিতর্ক তো আমার জন্য নয়। তবে বলতে পারেন, বিতর্ক আমাকে ধাওয়া করে! অনেকে ভাবছেন এটাই হয়তো আমাদের ছবির প্রচার কৌশল! মানে পুরোটাই গট আপ। তা ভাবতেই পারেন। কারণ আমাদের এখানে সব কিছুই তো এখন সেটিং করে চলছে!

প্র এর আগেও আপনার ছবি মুক্তি নিয়ে বিস্তর ঝামেলা হয়েছে

তা হয়েছে। তবে সেটা অন্য প্রেক্ষিত। রিলিজ় কেন, শুটিংয়ের সময়েও নানা রকম বাধাবিপত্তি এসেছে বিভিন্ন কারণে। কিন্তু সেগুলো বহিরাগত শক্তির দ্বারা করানো। তবে প্রচার নিয়ে এখন আর অত ভাবছি না। মানুষ ছবি দেখে ঠিক করবেন, সেটা দেখার মতো নাকি ফেলে দেওয়ার মতো।

প্র 'যত কাণ্ড...'র ক্ষেত্রে কোনও বহিরাগত শক্তি কাজ করছে না?

সেটা এই মুহূর্তে বলতে পারব না। আমি তো আবীরের চুক্তিটা দেখিনি। সেখানে কি আদৌ লেখা আছে যে, অনীক দত্তের

ছবির প্রচার করতে পারবে না আর অন্য কারও ছবি হলে ঠিক আছে? সেটা আপনারা দেখতে চাইতে পারেন। এর আগে আবীরের একাধিক ছবি একসঙ্গে মুক্তি পেয়েছে। তখন তো কোনও সমস্যা হয়নি। তবে আমার মনে হয়, যাঁরা আবীরের ডাই হার্ড ফ্যান, কমবয়সি কিছু মহিলা আছেন, তাঁরা 'যত কাণ্ড...' এবং ওর আর একটা ছবি দেখবেন। আমি একদিনে অমিতাভ বচ্চনের তিনটি ছবি দেখেছিলাম, তিনটেই খারাপ। 'গঙ্গা কী সৌগন্ধ', 'গ্রেট গ্যাম্বলার' আর একটার নাম এখনই মনে পড়ছে না।

প্র আপনার সঙ্গে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আবীর, দু'জনেরই সুসম্পর্ক। দু'জনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন?

শিবুকে ফোন করেছিলাম, প্রিমিয়ারের কার্ড পাঠিয়েছিলাম। ও বলল, ওর ওইদিন মিউজ়িক লঞ্চ আছে। আমি বললাম, 'তুমি এসব কাঠি করছ কেন?' ও বলল, 'তুমিই তো কথা বলছ। আমি চুপ করে আছি।' আমি বললাম, 'তুমি করছ, আমি বলছি।' তখন বলে ও-ই নাকি আবীরকে পাচ্ছে না, আবীর খুব ব্যস্ত। আবীর এই ছবির ট্রেলার দেখে আমাকে বক্তব্য জানিয়েছে। বোঝা যায়, হি ইজ় অলসো কনসার্নড। এটা একটা অনভিপ্রেত ঘটনা। জানি না, পরবর্তীকালে ও আর এরকম করবে কিনা। আমি আমার প্রযোজককে আগে দেখে নিতে বলব, এরকম চুক্তি যেন না থাকে। আমার প্রথম ছবিতেই একজনের সঙ্গে চুক্তি ছিল বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। হাসান ('যত কাণ্ড...'র প্রযোজক) এসবের ধার ধারে না।

প্র এই ছবি নাকি আপনার শেষ পরিচালনা। কিন্তু দর্শক আপনার কাজ আরও দেখতে চান।

ছবি করলে ঠিকমতো করতে চাই। 'যত কাণ্ড...'র ক্ষেত্রে আমার স্বাস্থ্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুটিং হচ্ছে, সেখান থেকে স্ক্রিনশট তুলে আমাকে পাঠাচ্ছে টিম। এভাবে কাজ করা মুশকিল। অনেক কিছুই অন দ্য স্পট করতে হয়। যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং সে রকম ছবি পাই, যা আমি সামলাতে পারব, তাহলেই করব। একেবারে দুর্গম গিরি, কান্তার মরু লঙ্ঘন করে কাজ করতে পারব না। আগে বিজ্ঞাপনের ছবির সময়ে এতটা খাটতে হত না। আমি পুরো প্রসেসটায় থাকতে চাই, না হলে ছবি করে কী লাভ?

প্র সকলে বলেন, বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান। সেখানে একজন নায়ক চুক্তিবদ্ধ হলেও যদি আর একটি ছবির প্রচারে যেতেন, খুব কিছু ক্ষতি হত?

আমি প্রথমত একেবারেই বলি না বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান। আমার ছবি দেখার মতো হলে এমনিই দর্শক আসবেন। আমার প্রথম ছবির জ়িরো প্রোমোশন ছিল। দর্শক নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলেন।

প্র ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা কি একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন?

প্রথমত টলিউড কোনও ইন্ডাস্ট্রি নয়। কবিতা, নাটকের তো ইন্ডাস্ট্রি নেই। এখানে এটাকে ফ্রেটার্নিটি বলা যায়। শুনতে পাই, কিছু প্রভাবশালী প্রযোজনা সংস্থার লোকেদের সঙ্গে কারও কারও খাতির আছে। ওদের সংস্থার অফিসেই সারাদিন কাটিয়ে দেয়। আমাকেও অনেকে এসব করতে বলেছিল। আমি করিনি। করবও না। ইন ফ্যাক্ট, এই সব হাউজ়ের সঙ্গে ছবিও করব না।

প্র কেন?

ওদের অনেক ক্রুকস আছে। এক প্রযোজনা সংস্থা আমার নামে নন-বেলেবল ফলস কেসও দিয়েছিল। আমি অত সহজে ওগুলো মেনে নিতে পারি না। নিজের শর্তে কাজ করি, নিজের শর্তে মিশি।

প্র ছবির কনটেন্ট ভাল হলে প্রোমোশনের দরকার পড়ে বলে বিশ্বাস করেন?

বিশ্বাস-অবিশ্বাস বড্ড লফ্‌টি কথাবার্তা। আমার মনে হয় না শুধু প্রোমোশন করলেই একটা ছবিকে দাঁড় করানো যায়। বা প্রোমোশন না করলেই ছবি মুখ থুবড়ে পড়বে। দ্য বেস্ট অ্যাডভার্টিসমেন্ট ইজ় ইয়োর প্রডাক্ট ইটসেল্‌ফ। আমি বিজ্ঞাপনের লোক। আমি হয়তো প্রডাক্টটা খায় না মাথায় দেয়, তা ট্রেলার ইত্যাদি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। এখন তো সুবিধে হয়ে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনিই এত মানুষ জানছেন। ছবির প্রচারের জন্য গাড়ির উপর উঠে নাচতেই হবে না! কিছু ছবির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে। আমি যদি এই ছবির জন্য আবীর আর নওশবাকে (ছবির নায়িকা) দিয়ে নাচাই, লোকে হাসবে!



অনীক পরিচালিত 'ভূতের ভবিষ্যৎ' ছবির দৃশ্য



'অপরাজিত' ছবির স্পেশ্যাল স্ক্রিনিংয়ে শ্যাম বেনেগলের সঙ্গে জীতু ও অনীক



■ 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'-এর দৃশ্যে আবীর ও নওশবা

প্র আবীর ও নওশবাকে পেলে বাকি ছবিগুলির মতো বেঙ্গল টুরে যেতেন না?

আমি খুব অলস টাইপের মানুষ। 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-এর জন্য আমাকে আসানসোল ইত্যাদি জায়গায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। একটা সংলাপ ছিল 'নিধিরাম সর্দার' ছবিতে। আমার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, আপনারা আছেন। আমিও বলছি, আপনারা মানে, সাংবাদিকরা আছেন। আমার ছবির প্রচারের জন্য আপনারা এবং সোশ্যাল মিডিয়া এই দুইই যথেষ্ট।

প্র সম্প্রতি আপনার ছবির প্রেস মিটে এসে আপনি অবলীলায় বলে দিলেন, 'আপনার শরীর খারাপ, কিন্তু তাই বলে প্লাস্টার বেঁধে আসেননি। অনেকে যেমন ভোটের আগে পায়ে প্লাস্টার বেঁধে এসে সমবেদনা কুড়োন।'

আমি তো ভুল কিছু বলিনি। আমার একটা বেল্ট আছে। গাড়ি থেকে নেমে ওটা খুলে ভিতরে রাখি। বেল্ট পরে এলে আবার মনে হবে, ছবি রিলিজ়ের আগে সিম্প্যাথি চাইছি।

প্র সে ঠিক আছে, কিন্তু তার পরের লাইনে যাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে বললেন, বা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কেন নন্দনে থাকবে, এই কথাগুলো যেভাবে অনায়াসে বলে দেন, তার জন্য তো সাহস লাগে।

আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, এটা কি কারও ভাল লেগেছিল? নন্দন জুড়ে শুধু ওঁর ছবি। ওটা একটি অত্যন্ত অ-নান্দনিক জিনিস। নন্দন নিয়ে আমরা গর্বিত। আমরা হয়তো সেটার অপমান করছি। আমার কথা নিয়ে আবার দেখি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় নানা কিছু বলতে আরম্ভ করলেন!

প্র এসবের জন্য কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধে ফেস করতে হয়নি?

আই উড অ্যাজ়িউম, এই সবের জন্য অসুবিধে হয়েছে। কিন্তু আমি শুনেছি উনি একটা মিটিংয়ে বলেছেন, 'ঠিকই তো বলেছেন। অতগুলো ছবি লাগিয়েছে কেন?' পরের ফেস্টিভ্যালে একটাও ছবি ছিল না। আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। আমার কথা উনি যে গুরুত্ব দিয়েছেন, এটি ভাল ব্যাপার। যে বিষয়গুলো ভাল হয়, সেগুলি আমি বলি। আমি কারও বাঁধা গোলাম নই।

প্র আপনি দীর্ঘ সময় অসুস্থ ছিলেন। আপনার ফিল্ম জগতের কেউ খোঁজ নিয়েছিলেন?

একমাত্র রজতাভ দত্ত ছাড়া আর কেউ খোঁজ নেননি। রজতাভর সঙ্গে কিন্তু বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাও ও ফোন করেছিল।

প্র তার মানে এখানে বন্ধু হয় না? ফিল্ম পার্টিগুলোর মতোই এখানেও সমীকরণগুলো ফেক?

ফিল্ম পার্টিগুলো খুব বোরিং হয়। আজকাল আমাকে ডাকেও না। আমিও তো কারও গলায় গলায় বন্ধু নই। অবশ্য পার্টিতে গিয়ে যাঁরা হাসিমুখে ছবি তোলেন, তাঁরাও কি আদৌ বন্ধু? সকলেই সকলের পিছনে কথা লাগায়।

প্র সেন্ট জ়েভিয়ার্সে পড়েছেন। সেখানে দলীয় ছাত্র রাজনীতি ছিল না। কিন্তু এখন আপনি রাজনীতি নিয়ে নিয়মিত মতামত দেন...

এখনও তো দল করি না। মত দিলেই তো রাজনীতি হয় না। আমি ট্যাক্স পেয়িং সিটিজ়েন, মত দিয়ে বড় অপরাধ করিনি। তাও আমার নামে তিনটে নন বেলেবল কেস দেওয়া হয়েছে। সেই কেস দেওয়ার কারণ, কোথাও গিয়ে আপত্তি, প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি একদিকে বলে যাব, 'এটা কেন হচ্ছে, ওটা কেন হচ্ছে,' আবার প্রয়োজনে চুপ করে থাকব। দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।

প্র আপনি বলেছিলেন কলকাতা প্রতিবাদের স্বর হারিয়েছে...

যে শহরে বড় হয়েছি, সেই শহরটাই তো নেই। শুধু প্রতিবাদের দিক থেকে নয়। মেজাজ, সংস্কৃতি সব বদলে গিয়েছে।



■ প্রেস মিটে 'যত কাণ্ড'র প্রযোজক হাসান ও অনীক

প্র শিল্পী হিসেবে স্বাধীনতা আছে? অনির্বাণ ভট্টাচার্যের ব্যান্ডের গান নিয়ে এত বিতর্ক হল...

অনির্বাণ তো এমনিতে কিছু বলে-টলে না। বোধহয় বিতর্কের জন্যই করেছে। যাঁদের নিয়ে করেছে, তাঁরা তো বলেছেন ভালই হয়েছে। অনির্বাণরা বোধহয় ভেবেছিল, এঁরা তেড়েফুড়ে উঠবেন, প্রচার হবে। সেটা কিন্তু হল না। আমার ছবি ঘিরে প্রোটেস্ট প্রেস কনফারেন্স হল। হাসানেরই সিদ্ধান্ত। প্রচার করলে যা হত, প্রচার না করেই হয়ে গেল।





■ রাধিকা, আকাশ ও শ্লোক। (ইনসেটে) সেই অস্বস্তির মুহূর্ত

বড় ভাইয়ের কর্তব্য

এই ক'দিন আগে আরিয়ান খান পরিচালিত সিরিজ় 'ব্যাডস অফ বলিউড'-এর প্রিমিয়ারে আকাশ অম্বানীর সঙ্গে যেটা হল, তা ঠিক নয়। স্ত্রী শ্লোক এবং ভ্রাতৃবধূ রাধিকা মার্চেন্টের সঙ্গে আকাশ গিয়েছিলেন প্রিমিয়ারে। ছবি তোলার সময় শ্লোককে একপাশে রেখে রাধিকাকে হাত ধরে টেনে আনলেন ছবি তুলতে। ছবি শিকারিদের সামনে কোমরে হাত দিয়ে ছবি দিলেন। কিন্তু আজকাল তো সব ভিডিয়ো হয়ে যায়। তাই সেই ভিডিয়োতে রাধিকার অস্বস্তি, শ্লোকের বিরক্তি নিয়ে নেটিজেনরা নিন্দে শুরু করলেন। ভাইয়ের বৌয়ের সঙ্গে এত কী বাড়াবাড়ি, হ্যাঁ? আরে ওরা তো বুঝতেই পারেনি রাধিকার জড়তা কাটানোর জন্যই এমনটা করেছেন আকাশ। বড় ভাইয়ের কর্তব্য করবেন না?

প্রশ্ন, নেমন্তন্ন

'বেস্ট ফ্রেন্ড' টেলর সুইফ্টের বিয়েতে ব্লেক লাইভলির নেমন্তন্নই থাকবে না, এমনটা মনে করা হচ্ছে। যবে থেকে ব্লেক লাইভলি বালদোনির বিরুদ্ধে মামলায় প্রমাণ এবং সাক্ষীর তালিকায় টেলর সুইফ্টের নাম যোগ করেছেন, টেলর আর ব্লেককে বেস্ট ফ্রেন্ড বলে মনে করছেন না। দু'জনের সম্পর্ক তেতো হয়ে গিয়েছে। টেলরের বিরক্তি নাকি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে তাঁর হাই-প্রোফাইল বিয়ের নিমন্ত্রিতের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ব্লেক লাইভলি এবং তাঁর স্বামী রায়ান রেনল্ডসের নাম, যাঁদের একসময় 'পরিবার' বলে মনে করতেন টেলর! কী এমন হল টেলরের যে, বান্ধবীর সাক্ষী দেওয়ার আশঙ্কায় সম্পর্কই ভেঙে দিতে চাইছেন?



■ টেলর সুইফ্ট ও ব্লেক লাইভলি



শুভমন গিল ও অভিষেক শর্মা: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের জয়ের কারিগর

ভারত–পাক দ্বৈরথ

এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তানের দু'টি ম্যাচ আর শুধু খেলা থাকল না। মাঠের বাইরে ছড়িয়ে পড়ল অশান্তির আঁচ। তাতে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতেই ঠেকল। লিখেছেন সায়ক বসু

কথা ছিল, এশিয়া কাপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে দু'টি দেশ। বলা ভাল, যে-কোনও বহু দেশীয় প্রতিযোগিতায় (দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতা খেলবে না)। সেই সূত্রে এশিয়া কাপে এখনও পর্যন্ত দু' বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। দু' বারই পাকিস্তানকে গো-হারা হারিয়েছে ভারত। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং... কোনও বিভাগেই ভারতে ধারেকাছে আসতে পারেনি পাকিস্তান। কিন্তু পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হানার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থা এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, খেলার মাঠের বদলে বাইরে উত্তেজনা ও নাটক বেশি হচ্ছে। এবং তার প্রভাব এসে পড়ছে মাঠেও। পাকিস্তানের কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গে হ্যান্ডশেক না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। দু'টি ম্যাচে করেওনি। কিন্তু তাতে



পাকিস্তানের সঙ্গে নো হ্যান্ডশেক

পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা এতটাই রেগে গিয়েছে যে, মাঠের মধ্যে 'অপারেশন সিঁদুর' যুদ্ধের আবহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তাই মাঠের মধ্যেই বেশিরভাগ সময় রাফালের মতো করে হাত দিয়ে প্লেন উড়িয়েছেন হ্যারিস রাউফ। শাহিবজ়াদা ফরহান অর্ধশতক করে ব্যাটটিকে বন্দুকের মতো করে তাক করেছেন, ৬-০ বলে চিৎকার করেছেন (ছ'টি ভারতীয় যুদ্ধবিমানকে নাকি ধ্বংস করেছে পাকিস্তান)। এবং তাতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এবং মাঠেও খেলোয়াড়দের মধ্যে বারবার বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। অথচ মাঠের খেলা এবং রাজনীতি যাতে না মেশানো হয়, তার আবেদন বারবার করেছিল পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল, যারা এশিয়া কাপ আয়োজন করে, তার প্রেসিডেন্ট মৌসিন নকভিও আবেদন রেখেছিলেন। কিন্তু তাতে পাকিস্তানের খেলোয়াড়রাই যে সাড়া দেননি, তা বোঝা গিয়েছে। ভারতের শুধু একটি সিদ্ধান্ত, হ্যান্ডশেক না করার... তা পাকিস্তানের



চ্যাম্পিয়নের মতো খেলছে ভারত



শাহিবজ়াদা ফরহানের সেই বিতর্কিত সেলিব্রেশন



পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত: নির্লিপ্ত ভারত



মাঠেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন অভিষেক- হ্যারিস



শুভমনের মারকুটে মেজাজ



হ্যারিসকে স্লেজিং অভিষেকের



দ্বিতীয় ম্যাচ শেষ করার পর তিলক ভর্মা



প্রথম ম্যাচে জয়ের পর সূর্যকুমার ও শিবম দুবে সোজা চলে যান ড্রেসিং রুমে, কোনওদিকে না তাকিয়ে

এতটাই মাথাব্যথার কারণ হয়েছে যে, একটা সময় ইউএই-র সঙ্গে খেলতে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করেছিল। স্টেডিয়ামে আসেনি সময়ে। অবশ্য তাতে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল, কিন্তু রাজনীতিটা পাইক্রফটকে ঘিরে হয়নি। যাই হোক, এই উত্তপ্ত আবহে খুব সম্ভবত ২৮-তারিখ ফাইনালও খেলবে ভারত ও পাকিস্তান। সেদিন কোন নতুন নাটক হয়, তার দিকে নজর থাকবে।

বিটরুট গোস্ত:

মলাইকা অরোরা

বয়স ৫০ ছাড়িয়েছে ঠিকই। কিন্তু **মলাইকা অরোরা**র ফিটনেস ভিডিয়ো বার্তা দেয়, তিনি আজও যুবতী। যৌবন ধরে রাখার জন্য যেমন শরীরচর্চা করেন, তেমনই চেখে দেখেন নিজের প্রিয় খাবারও। অন্যান্য নানা খাবারের পাশাপাশি, মলাইকার সবচেয়ে প্রিয় পদ **বিটরুট গোস্ত**





মটন



পেঁয়াজ কুচি



বিট



স্বাস্থ্য সচেতন তিনি। কিন্তু অত্যন্ত সচেতনভাবেই দোসা, খিচুড়ি, রেড মিটের মতো খাবার রাখেন নিজের ডায়েটে। মলাইকা অরোরার শরীরচর্চার ভিডিয়ো দেখলে তা বোঝা দায়। কিন্তু রেড মিট ও তেলমশলা সহযোগে তৈরি বিটরুট গোস্ত যে তাঁর প্রিয়, এ কথা তিনিই জানিয়েছেন। দেখে নেওয়া কীভাবে সহজ পদ্ধতিতে বানানো যায় এই রেসিপিটি।

প্রণালী: মটন/ গোরুর মাংস ৫০০ গ্রাম, অল্প তেলে ভেজে রাখা বিট ৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৫০০ গ্রাম, টমেটো কুচি করে কাটা ৩ টে, আদা-রসুন বাটা ৪ চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চামচ, গরম মশলাগুঁড়ো ১ চামচ, সরষের তেল পরিমাণ মতো, নুন স্বাদমতো

উপকরণ: প্রথমে একটি প্রেশার কুকারে পরিমাণ মতো তেল গরম করে পেঁয়াজগুলি দিয়ে দিতে হবে। পেঁয়াজ হালকা লাল হয়ে এলে তাতে ধুয়ে রাখা মাংস, আটা-রসুন বাটা এবং পরিমাণমতো নুন দিয়ে হালকা আঁচে কষাতে হবে। এরপর তাতে একে একে কেটে রাখা টমেটো, ভেজে রাখা বিট, জিরেগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে ৭ থেকে ৮ মিনিট পর্যন্ত আবারও ভাল করে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর প্রেশার কুকারের ঢাকনা লাগিয়ে ৪ থেকে ৫ টি সিটি দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাহলেই তৈরি হয়ে যাবে সুসিদ্ধ এবং মুখরোচক বিটরুট গোস্ত। সবশেষে একটু গরম মশলা ও ধনে পাতা ছড়িয়ে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখলে, স্বাদ হবে অতুলনীয়। পরিবেশন করতে পারেন ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে।



ফোটো: অভিজ্ঞান রায়

যিনি রাঁধেন তিনি মিউজ়িকও বাঁধেন

একদিকে বাংলা ব্যান্ড 'লক্ষ্মীছাড়া'র সঙ্গে ২৬ বছর ধরে তিনি যুক্ত, অন্যদিকে চাওম্যান ও অউধ ১৫৯০ রেস্তরাঁ-র কর্ণধারও। **দেবাদিত্য চৌধুরী** কথা বললেন **আসিফ সালামের** সঙ্গে

'লক্ষ্মীছাড়া'কে লেগাসি বাংলা ব্যান্ড বলা যেতে পারে। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রও আছেন এখানে। এত বছর ধরে এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আপনি কতটা তৃপ্ত?

১৯৯৯ সালে জয়েন করেছিলাম। ২৬ বছর হয়ে গেল। একটা ব্যান্ডকে ২৬ বছর ধরে টিকিয়ে রাখা মোটেও সহজ নয়। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বলছি, মিউজ়িকে প্রচুর ট্রান্সফর্মেশন দেখলাম। আমাদের প্রজন্মে যে ক'টি ব্যান্ড আছে, তাদের গান প্রথমে রেকর্ড প্লেয়ারে শুনতাম। তারপর ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি, এখন ভার্চুয়াল ফর্ম্যাটে শুনছি। সাউন্ডে অবশ্যই পরিবর্তন হয়েছে এতগুলো বছরে। আমরা প্রগ্রেসিভ রক দিয়ে শুরু করি। কিছুটা হার্ড রক, কিছুটা সফ্ট রক, কিছুটা পাঙ্ক...আমাদের ব্যান্ডের সদস্যরাও সবাই খুব ভার্সেটাইল। যেমন, বোধিসত্ত্ব গিটার বাজায়। ও কিন্তু গ্লোবালি পরিচিত জ্যাজ় ও ব্লুজ় মিউজিশিয়ান হিসেবে। গাবু মেটাল ড্রামার। আমি মেলো প্লেয়ার। সবার আলাদা জঁর, একসঙ্গে হলে ভ্যারাইটি চলে আসে। সাউন্ডটা দারুণ হয়। আমাদের লাইনআপও বদলেছে। প্রথমে লিড সিঙ্গার সায়ক ছিল, তারপর শুভজিৎ এল। আবার সায়ক কিছুদিন ছিল। রাজ এল। গিটারে নীলাঞ্জন, ঋষভ ছিল। বোধিসত্ত্ব এল। আমার একটা বড় কর্মক্ষেত্র আছে, যেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু বাকিরা সবাই ফুল টাইম মিউজ়িশিয়ান। ওদের ডেডিকেশন প্রচুর। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন, অন্ত্রপ্রনর না মিউজ়িশিয়ন, নিজেকে কী বলবেন? অফ কোর্স আ মিউজ়িশিয়ান। গানই আমার প্রথম প্রেম।

ব্যান্ডে ইগো কাজ করে। সেটাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করেন?

আমি 'লক্ষ্মীছাড়া'র ম্যানেজার। ব্যান্ড ম্যানেজ করা কোম্পানি চালানোর চেয়েও কঠিন। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মত আছে। ব্যান্ড কারও একার মতে চলে না। রাজু আমাদের ফ্রন্টম্যান। কিন্তু সকলের ওপিনিয়ন চলে। কোনও কম্পোজ়িশন বা সিদ্ধান্ত, একসঙ্গে নেওয়া হয়। আমি, গাবু, সঙ্কেত স্কুলের বন্ধু। ফলে, পেশাদার অ্যাপ্রোচের চেয়ে বন্ধুত্ব বেশি। ওরা আমাকে চোখ বন্ধ করে ভরসা করে।

অন্য ব্যান্ডে গায়কই সবকিছুর মুখ হন...

ব্যান্ড সংস্কৃতি বিদেশে যদি দেখি, ধরুন, দ্য বিটলস-এ...সেখানে সকলেই ফ্রন্টম্যান। আমরা ওই কালচারে বিশ্বাস করি। না হলে



■ চাওম্যান রেস্তরাঁর সি-ফুড ফেস্টিভ্যাল

সোলো সিঙ্গার হতাম। সোলো ফ্রন্টম্যান হলেই ভিতরে ভিতরে ইগো কাজ করে।

আপনি সফল অন্ত্রপ্রনর। কখনও মনে হয়েছে, গান থেকে এবার বিশ্রাম নিই?

আমার উল্টোটা হয়। আমাদের ব্যবসা এখন জাতীয় স্তরে। সব শহরে অফিস আছে। বেঙ্গালুরু, দিল্লিতে বাড়ি আছে। সপ্তাহে দু'তিনদিন কলকাতায় থাকি। বাকি সময়টা ট্র্যাভেল করি। সব কাজের শেষে ক্লান্তি এলে মনে হয়, অনেক হয়েছে এবার গানবাজনা করি। যেদিন থেকে কাজ শুরু করেছি, সেদিন থেকে হার্টবিট কিন্তু 'লক্ষ্মীছাড়া'। এদিকে রেস্তরাঁর ব্যবসা ছোটভাবে শুরু করেছিলাম, তারপর জাতীয় স্তরে পৌঁছেছে।

ব্যালান্স করা কতটা কঠিন?

কঠিন তো বটেই। আমি রোজ ট্র্যাভেল করি প্রায়। শো খুব একটা মিস না করার চেষ্টা করি। দুর্গাপুজোয় রেস্তরাঁ ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। কিন্তু আমি কোনও বার দুর্গাপুজোয় থাকি না রেস্তরাঁয়। মিউজিক টুরে যাই। এ বছর ইউএসএ, টরেন্টো যাচ্ছি, ২০-২২ দিনের টুরে। প্রায়োরিটি এখনও গানকেই দিই।

একটা সময়ে বাংলা ব্যান্ডের যে রমরমা ছিল, তা এখন অনেক কম। কী মনে হয়?

আমাদের সময়ে, ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে রেডিয়ো খুব গুরুত্বপুর্ণ ছিল। 'আমার এফএম' বলে একটি স্টেশন ছিল, যেখানে শুধু ব্যান্ডের গান চলত। এখন রেডিয়ো খুব বাণিজ্যিক হয়ে গিয়েছে। পুরোটাই পেড।

আগে প্রচুর ব্যান্ড হত। এখন কোথায়?

এখানে যে পাঁচটা ব্যান্ড ছিল, তারাই রয়ে গেল। 'লক্ষ্মীছাড়া', 'ফসিলস', 'চন্দ্রবিন্দু', 'ক্যাকটাস', 'ভূমি'। ছ'নম্বর ব্যান্ডের নাম সাধারণ মানুষ বলতেই পারবেন না। আমরা পাঁচজনই ২৬-২৭ বছর ধরে আছি।


■ বিদেশ টুরে টিম 'লক্ষ্মীছাড়া'

আপনি রিহার্সালের সময় পান?

রেগুলার। কলকাতায় থাকলে ব্যান্ড মেম্বাররা অ্যাডজাস্ট করে নেয়। যে ক'দিন কলকাতায় থাকি, করি। অফিসেই মিউজিক রুম আছে। সকালে দেড় ঘণ্টা অফিসে ঢোকার আগে রিহার্সাল করি। পুজোর পর বড় গান আসছে।

'ফসিলস' ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। ওঁদের কাছ থেকে কী শিখেছেন?

রূপমকে প্রথমদিন থেকে ফলো করি। মিউজিক তো বটেই, ওঁদের ডিসিপ্লিন সাংঘাতিক। রূপম ও রূপসার ক্রেডিট পুরো। আমরা একসঙ্গেই শুরু করেছিলাম। কিন্তু মাঝখানে কোথাও গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওঁরা দাঁত চেপে লড়াই করেছে। ওঁদের পেশাদারিত্ব শেখার মতো।

বাঙালি ব্যবসা করতে পারে না, এই মিথ আপনি ভেঙে দিয়েছেন। রহস্যটা কী?

ছোটবেলা থেকেই এটা শুনেছিলাম। আমার পরিবারে সাত পুরুষে কেউ ব্যবসা করেনি। প্রথমে গানবাজনা করতাম, তাতেই লোকে নাক সিঁটকাতো। তারপর আবার ব্যবসা। কিন্তু সফল হলেই মানুষ ঘুরে যান। একটা জিনিস বলতে পারি, সারা বিশ্বে থাকা বাঙালিদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি জাতীয় স্তরে ব্যবসাকে নিয়ে যেতে পেরেছি। আর ক'বছরে ভারতের প্রায় সব শহরেই আমার রেস্তরাঁ থাকবে। ১৫ বছর কমপ্লিট হল। ১৫০-টা রেস্তরাঁ নিয়ে আসছি ২০৩০-এর মধ্যে। কলকাতা, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, দিল্লির পাশাপাশি আরও ১২টা শহরে আসছি।

আইডিয়াটা কীভাবে এল?

খেতে ভালবাসতাম। রেডিয়ো শো করতাম ফ্রেন্ডস এফএম-এ। তখন অনেক রেস্তরাঁ নিয়ে আলোচনা করতাম। সেখান থেকে... অল্প কিছু টাকা জমিয়ে ৩০০ স্কোয়ার ফিটে প্রথম চাওম্যান খুলি। ডিসিপ্লিন আমাকে ব্যবসার ক্ষেত্রেও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তাম। ৩৬৫ দিন ভোর পাঁচটায় উঠি, সাড়ে ন'টায় ঘুমিয়ে পড়ি। কোনও পার্টিতে যাই না। সাতটা-সাড়ে সাতটার পর কোনও কাজ করি না।



দিব্যাণী মণ্ডল

সৃজিতের পরিচালনায় দিব্যাণী

ছোটপর্দার হিট নায়িকারা এখন বড়পর্দাতেও হিট। জনপ্রিয়তার খাতিরে সুযোগ পাচ্ছেন ভাল ছবিতে। আরাত্রিকা মাইতির পর সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে টেলিপাড়ার আরও এক কন্যা পাড়ি দিলেন বড়পর্দায়। 'ফুলকি' ধারাবাহিকের মাধ্যমে প্রথম কাজেই বাজিমাত করেছেন দিব্যাণী মণ্ডল। এবার তাঁকে দেখা যাবে সৃজিতের আগামী ছবি 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ছবিতে। আবীর, অনির্বাণের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবেন দিব্যাণী। সঙ্গে বড় পরিচালক ও প্রযোজনা সংস্থা। কতটা আপ্লুত এবং চিন্তিত? "এটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো। স্বপ্নপূরণ হয়েছে। খুশি তো নিশ্চয়ই। কাজটাও খুব ভাল করে করতে চাই। শিখতে চাই অনেক কিছু। এত অভিজ্ঞ এবং জনপ্রিয় মানুষদের সঙ্গে কাজ করাটা ভাগ্যের ব্যাপার। তাও আবার প্রথম প্রোজেক্টেই। আমার চেকলিস্টে এটা ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি সত্যি হবে ভাবতে পারছি না! সবচেয়ে বড় কথা আমার প্রথম ছবি পরিচালনা করবেন সৃজিত স্যর। এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে।" কিন্তু আনন্দের পাশাপাশি চিন্তাও অভিনেত্রীর পিছু ছাড়ছে না। বড় মাপের অভিনেতাদের সামনে কতটা ভাল কাজ করবেন, সেটাই চিন্তা। যদিও নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এর সঙ্গে টেলিভিশন এবং সিনেমার শুটিং, দু'দিক সামলানোর চিন্তাও রয়েছে। তবে দিব্যাণীকে এই সময় কড়া শাসনে রেখেছেন তাঁর বাবা-মা। দিব্যাণীর কথায়, "সামনে পুজো, একটু অনিয়ম হচ্ছে। কিন্তু মা-বাবা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, পুজোর পর এসব করলে চলবে না। নিজেকে নিয়মে রাখতে হবে।"

অপেক্ষা নিজের জন্য

'নিম ফুলের মধু' শেষ হওয়ার ছ'মাসের ব্যবধানে নতুন কাজে ফিরছেন পল্লবী। তাঁর ধারাবাহিক মানেই হিট। কিন্তু একটি ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পরে অনেক সময়ই অধিক অপেক্ষা করতে হয় তারকাদের। অনেক নতুন মুখ এই অপেক্ষার ভিড়ে হারিয়েও যায়। পল্লবীর কেমন কাটে সেই সময়টা? ইতস্তত না করে অভিনেত্রীর উত্তর, "একটা ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর বিরতির প্রয়োজন অবশ্যই। কিন্তু আমাকে কখনও অপেক্ষা করতে হয়নি। কারণ ধারাবাহিক শেষ হওয়ার খবর বাইরে এলেই, আমার কাছে নতুন কাজের প্রস্তাব আসতে শুরু করে। আমার মনে হয় দর্শকদের একটা চরিত্র ভোলার জন্য একটু সময় দিতে হয়। তাছাড়া অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার, নিজেকে ঠিক রাখার, সর্বোপরি নিজের জন্য একটু সময় রাখতেই হয়। 'কে আপন কে পর' শেষ হওয়ার পর প্রায় দু' বছরের বিরতি নিয়েছিলাম।" খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে পল্লবীর নতুন ধারাবাহিক 'তারে ধরি ধরি মনে করি'। সবে প্রোমো শুট হয়েছে। চরিত্র সম্পর্কে এখনও বিশেষ কিছু জানেন না। কিন্তু প্রোমো শুটেই অসুস্থ হয়ে পড়েন পল্লবী। কারণ পুরো প্রোমোটাই জলে শুট হয়েছে। তবে নতুন চরিত্র নিয়ে বেশ আশাবাদী অভিনেত্রী। দেখা যাক কেমন হয়।



পল্লবী শর্মা



■ গৌরব চট্টোপাধ্যায়, শোলাঙ্কি রায় (ইনসেটে)

মাতৃত্বের স্বাদ



■ সপরিবারে অহনা

সদ্য মা হয়েছেন অভিনেত্রী অহনা দত্ত। আর কিছু দিন পরেই দু'মাসে পা রাখবে তাঁর একরত্তি। এখন অভিনয় থেকে সচেতন ভাবেই দূরে রয়েছেন তিনি। কেমন কাটছে নতুন জীবন? কতটা চাপে রয়েছেন? প্রশ্ন করতেই একমুখ হাসি। জানালেন, "এই তো কাল ভোর চারটে পর্যন্ত জেগেছিলাম। তবে বিশেষ কিছু চাপ অনুভ করছি না। আমার বাড়িতে মহিলা কেউ নেই। এটা বড় সমস্যা। তবে মেয়ে খুবই শান্ত। প্রয়োজনে ন্যানির কাছে রেখে আমি আমার কাজে যাই।" কাজ থেকে কেন দূরে তিনি? "মা হওয়ার ১৫ দিন পরেই কাজের সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এখন খুব সহজে রাজি হচ্ছি না। এই সময়ে একটু অন্য ধরনের চরিত্রের খোঁজ করছি। এমন নয় যে নায়িকাই হতে হবে।" মা হওয়ার পর ১৪ ঘণ্টা কাজ করা বেশ কঠিন। এ ছাড়া অন্যরকম চরিত্রের খোঁজে অহনা। সেই কারণে অনেকের সঙ্গে কথা এগোলেও, মতের মিল হচ্ছে না। আপাতত তাই অপেক্ষায় কাটছে নতুন মায়ের দিন।

সেই জুটির অপেক্ষায়

কবে আবার একসঙ্গে দেখা যাবে দর্শকদের প্রিয় জুটি 'ঋদ্ধি' ও 'খড়ি' কে? সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই জুটি হিসেবে ছোটপর্দায় ফিরছেন তাঁরা। আপাতত ওয়েব সিরিজ ও ছবি মিলিয়ে বেশ ব্যস্ত শোলাঙ্কি এবং গৌরব, দু'জনেই। তবে পুজোর একটি বিজ্ঞাপনে একসঙ্গে দেখা মিলেছে এই জুটির। তা হলে কি 'গাঁটছড়া'র মতো আরও একটি জনপ্রিয় ধারাবাহিক অপেক্ষা করছে দর্শকদের জন্য? এ ব্যাপারে গৌরবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি। তবে সূত্র বলছে পুজোর পরেই শুরু হচ্ছে গৌরব-শোলাঙ্কির নতুন ধারাবাহিকের শুটিং। দুই বোনের গল্প নিয়ে এগোবে এই ধারাবাহিক। চ্যানেলের সিদ্ধান্তেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা। প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন স্নিগ্ধা বসু।

প্রযোজক স্বীকৃতি

অভিনয়ের পর এবার প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন স্বীকৃতি মজুমদার। ছোটপর্দার পরিচিত মুখ স্বীকৃতি। 'মেয়েবেলা', 'খেলাঘর', 'আলোর কোলে'র মতো একাধিক ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে তাঁকে শুধু টেলি তারকা বলা চলে না। ইতিমধ্যেই 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা' তে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ওয়েব সিরিজেও অভিনয় করেছেন। তবে এবার তিনি প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন। স্বীকৃতির এই কাজে সঙ্গী পরিচালক জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরকার প্রাঞ্জল। তিনজন মিলে শুরু করেছেন নতুন প্রযোজনা সংস্থা। আর তার প্রথম কাজ একটি থ্রিলারধর্মী সিরিজ। সিরিজের নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে জানা গিয়েছে এই সিরিজে অভিনয় করবেন সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ।



■ স্বীকৃতি মজুমদার

কলকাতা আমার কাছে এখনও

প্র) ৩০ বছর ধরে আপনি অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত। এত বছরের শ্রেষ্ঠ পাওনা কী?

আমার চরিত্ররাই আমার শ্রেষ্ঠ পাওনা। চরিত্রের জন্যই আমি আজ বেঁচে আছি। আজ রাত পর্যন্ত বেঁচে আছি, আবার কাল সকালের কোনও ফোনে বেঁচে থাকব। মেগা সিরিয়ালটাই খুব বেশি করে করেছি এবং তাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। সব চরিত্রই আমার খুব কাছের। 'জন্মভূমি'র 'পরী' থেকে আমার পরিচিতির শুরু। বর্তমান প্রজন্ম আমাকে 'মা' ধারাবাহিকের 'ঝিলাম্মা' বলে চেনে। অনেক সময় মানুষ আমাকে চরিত্রের নামেই ডাকে এবং চেনে। এটাই তো পাওনা!

প্র) ধারাবাহিককেই প্রাধান্য দিয়েছেন কেন?

প্রথমত, ধারাবাহিকের মাধ্যমে প্রতিটি মানু র অন্দরমহলে পৌঁছে যেতে পেরেছি। জনপ্রিয় হওয়ার একটা লোভ তো থাকেই। প্রথম প্রজেক্টের পরই ধারাবাহিকের আসল অর্থটা একজন শিল্পী হিসেবে বুঝেছিলাম। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক কারণ। ধারাবাহিকের জন্যই একাধিক ছবির প্রস্তাব ছেড়েছি। অনেকেই ধারাবাহিককে ছোট চোখে দেখেন। কিন্তু আমি সেটা কোনওদিন করিনি। এটাই আমার রুটিরুজি, এটাই আমার পরিচিতি। থিয়েটারের পর এটাই আমার সব। এমনকি দীর্ঘ ১৮ বছর পর আমি যে থিয়েটার করছি, সেটাও ধারাবাহিকের পরিচিতির জন্যই। আমার জনপ্রিয়তা আছে বলেই আমাকে নিয়ে থিয়েটারের পোস্টার তৈরি করা হচ্ছে।

প্র) অনেক দিন পর থিয়েটারে ফিরলেন। এখন কি নাটকের মঞ্চেই বেশি সময়টা দেবেন?

ঠিক তা নয়। ১৮ বছর আগে যখন দ্বিতীয়বার মা হব, তখন রমাপ্রসাদ বণিকের পরিচালনায় প্রথম থিয়েটার করি। মা হওয়ার কারণে একটু বিরতি নিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময় ধারাবাহিক তো আমাকে ভরিয়ে দিয়েছে। সংসারের দায়িত্ব নিয়েছি, মেয়েদের বড় করেছি। এই অর্থনৈতিক সাহায্যটার খুব প্রয়োজন ছিল। ধারাবাহিকের কারণে অনেক ছবির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি। কারণ আমার মনে হয়েছে একটা ছোট চরিত্রের জন্য বিদেশে যাওয়ার চেয়ে, যে দায়িত্বটা নিয়েছি, সেটা পালন করা উচিত। সিনেমাও করেছি। ভাল সিনেমার সুযোগ পেলে আগে থেকে বলে



■ অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে



■ সপরিবারে অভিনেত্রী

মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত এলাকার মেয়ে **সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়**। থিয়েটারের টানে কলকাতা শহরে এসে আজ তিনি ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ। তাঁর ৩০ বছরের অভিনয় জীবনের কথা শুনলেন সাগরিকা চক্রবর্ত্তী

রেখেছি। যেমন নন্দিতা-শিবপ্রসাদের সঙ্গে কাজ করেছি। থিয়েটার করার লোভও আমার খুব। আসলে আমি সব ক্ষেত্রেই ঘুরে দেখি। মাঝে মাঝে নিজেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ছুড়ে দিতে ভাল লাগে। থিয়েটারে এত দর্শকের চোখ আমার দিকে, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। আমি উপভোগ করি সেটা। তাতে মনে হয়, আমি দর্শকদের অনেক কিছু দিতে পেরেছি।

প্র) ধারাবাহিক করলে আর্থিকভাবে পরিবারের পাশে থাকা যায়। কিন্তু সময় দেওয়া তো অসম্ভব, নাকি?

এখন অনেক সময়। আগে তো সারাদিন শুটিং চলত। আর বাড়িতে এই অপূর্ণতা পূরণ করে আমরা যাঁদের কাজের লোক বলি, তাঁরাই। তাই আমার বাড়ির পিলার শুধু স্বামী-সন্তান নয়, আমার পরিচারিকা, ড্রাইভার সকলেই।

প্র) পর্দায় তো 'মা' চরিত্রেই আপনি জনপ্রিয়। বাস্তবে মা হিসেবে আপনি কেমন?

আমার মেয়ের বন্ধুরা বলে 'আন্টি তো খুব চিল'! আর যাদের বয়স একটু বেশি, তারা আবার আমাকে আন্টি বলতে চায় না। ওদের সঙ্গে আমি সব রকম ভাবে মিশি।

প্র) পর্দায় একঘেয়ে এক চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে না?

সত্যিই করে। সেই কারণেই থিয়েটারে ফেরা। অনেক দিন পর পাহাড় গেলে খুব ভোরে প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নিলে যেমন লাগে, আমার কাছে থিয়েটারটা ঠিক সেরকম এখন। এই মুক্ত হাওয়াটার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সিরিয়ালেও আমি নিজের মতো করে অভিনয় করার আবদার করি। চরিত্র হয়তো এক, কিন্তু চেষ্টা করি একটু অন্য কিছু করার। সেই সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী। 'জড়োয়ার ঝুমকো' ধারাবাহিকে আমার চরিত্রটা ছিল মজার। যাকে বলে হার্ডকোর কমেডিয়ান। বাঙাল ভাষায় কথা বলতাম, সঙ্গে ভুল ইংরেজি।, আমার শট নেওয়ার সময় ক্যামেরাম্যান হাসতে হাসতে ফ্লোর ছেড়ে, ক্যামেরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর্টিস্টরা শেষে বলছিল, "সোমাদি এবার তুমি থামো।" এরকম একটি বাঙাল চরিত্র লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ও আমাকে দিয়েছিলেন। আমি বাস্তবে ঘটি, তাই ওরকম চরিত্রে খুব জড়তা ছিল।

স্বপ্নপুরীর মতো: সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়



কলকাতাকে চেনার প্রবল ইচ্ছে ছিল। সঙ্গে ছিল থিয়েটারের স্বপ্ন। কিন্তু গ্রামে থাকতাম, তাই পড়াশোনাকে উপলক্ষ্য করেই আসতে হয়েছে। এরপর কলেজ, ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি টানা তিন বছর সন্ধেবেলা একটি ফিল্ম ইন্সটিটিউশনে থিয়েটার ও সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করেছি। নানা দিকপাল মানুষদের আনাগোনা ছিল সেখানে। আমি ছিলাম দর্শনের ছাত্রী। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের পর ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে বিশেষ পড়াশোনা করেছিলাম।

প্র না পাওয়ার তালিকায় এখনও কী কী রয়েছে?

এক সময় প্যারালাল ছবির খুব চল



■ নন্দিতা ও শিবপ্রসাদের টিমের সঙ্গে ছবির প্রচারে

ছিল। মুম্বইয়ের পাশাপাশি কলকাতাতেও সেরকম ছবি হয়েছে। কিন্তু তার অনেক পরে আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি। সেরকম ছবিতে কাজ করার খুব ইচ্ছে ছিল আমার। অবশ্য এটাও ভাবতাম, আমার মতো একটা মেয়েকে কেনই বা সুযোগ দেবে। বলিউড যে রিস্কটা নিতে পারে, বাংলা ইন্ডাস্ট্রি সেটা পারে না। ভয় পায়।

প্র নতুন প্রজন্মের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন?

যখন যখন নতুন প্রজন্ম এসেছে, আমি বন্ধুর মতো তাদের সঙ্গে মিশেছি। সকলের কাছে শিখেছি। ভাল, খারাপ সবটাই। ভাল উপদেশ দিয়ে কারও কাছে ভাল হয়েছি, আবার কেউ হয়তো বিরক্ত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, নতুন প্রজন্ম সব কিছু শিখে আসে না। তাদের স্পেস দিতে হবে। ওরা কম জানলে, সেটা নিয়ে মজা না করে, সঠিকটা শিখিয়ে দিতে হবে।

প্র আর অভিনয় করতে করতে নতুন কী কী শিখেছেন?

এই যে বাঙাল ভাষার কথা বলছিলাম সেটা। হিন্দি বলতেও শিখেছি। তবে আমার কাছে নতুন যা কিছু এসেছে আমি সেটা নিয়ে বরাবর ভাবনাচিন্তা করেছি, রিসার্চ করেছি। রাতের পর রাত জেগে থেকেছি চরিত্রের প্রয়োজনে।

প্র মানে শুটিং শেষেও চরিত্রের জন্য আলাদা সময় দিতেন?

তখন শেষ বলে কিছু ছিল না। আধ ঘণ্টা সময় পেলে মেকআপ রুমেই ঘুমিয়েছি। হেয়ার ড্রেসার এসে হয়তো কখনও একটু খাবার খাইয়ে গেল। তারপর আবার প্রস্তুতি শুরু।

প্র কলেজ জীবন থেকেই তাহলে অভিনয়ের শুরু?

হ্যাঁ, সেই সময় থিয়েটার করতাম। আমি মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত একটি জায়গায় থাকতাম। দাসপুর। সেই সময় কলকাতার কলেজে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।



■ রিহানা

ভাল সময়

তৃতীয় সন্তানের মা হচ্ছেন আমেরিকার পপ তারকা রিহানা। লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় বেবি বাম্প নিয়ে দেখা গিয়েছে পপ গায়িকাকে। এর আগে ২০২৩ সালে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। আর প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন ২০২২ সালে। সম্প্রতি দুই সন্তানকে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে দেখা যায় গায়িকাকে, শপিং করতে। রিহানার পরনে ছিল হালকা নীল জিন্স আর ক্রপড টপ। শোনা যাচ্ছে, এই অবস্থাতেই নিজের গান জীবনের দুই দশক উদযাপন করবেন শিল্পী। ২০০৫ সালে রিহানার প্রথম গান 'পন দে রিপ্লে' মুক্তি পায়। তারপর শিল্পী জনপ্রিয়তার আকাশ ছুঁয়ে ফেলেন। এবার তিনি ঠিক করেছেন, কনসার্টের মাধ্যমে এই উদযাপন সারবেন।

গুরুর জন্য

উস্তাদ গোলাম মোস্তফা খান তাঁদের গানের গুরু। তাঁর মৃত্যুর পরে আগামী বছরের ১৭ জানুয়ারি একটি বিশেষ কনসার্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই কনসার্টে গুরুকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশে এই প্রথমবার মঞ্চে একসঙ্গে গান গাইবেন এ আর রহমান, সোনু নিগম, হরিহরণ এবং শান। চার শিল্পীর প্রথমবার একসঙ্গে হওয়াকে ঘিরে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে শ্রোতাদের মধ্যে। শিল্পীরা নিজেও বেশ উৎসাহী। শান এবং সোনু নিগম বলেছেন, গোলাম মোস্তফা তাঁদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন। তাই এই কনসার্টে গান গাইতে পেরে তাঁরা ভীষণ খুশি। রহমান নাকি একটি স্পেশাল পিস তৈরি করছেন গুরুকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। সেটি তাঁরা একসঙ্গে গাইবেন।



■ গোলাম মোস্তাফার সঙ্গে শান, হরিহরণ ও সোনু



■ প্রাজক্তা কোলি

মাতৃভাষায় অভিষেক

প্রাজক্তা কোলি ওটিটি মাধ্যমে 'মিসম্যাচড'-এর মতো সিরিজে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তারপর তিনি 'যুগ যুগ জিয়ো' ছবি দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নিজের মাতৃভাষা মরাঠিতে কোনওদিন কাজ করা হয়নি তাঁর। এবার মরাঠি ছবি 'ক্রান্তিজ্যোতি বিদ্যালয় মরাঠি মাধ্যম' ছবির মাধ্যমে মরাঠি ছবিতে অভিষেক হতে চলেছে প্রাজক্তার। ইতিমধ্যে আলিবাগে ছবির অধিকাংশ দৃশ্যের শুটিং হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে ছবিটি। আর জে, ইনফ্লুয়েন্সার থেকে অভিনেত্রী হয়েছেন প্রাজক্তা। একের পর এক লক্ষ্য ছুঁয়ে এবার মাতৃভাষায় ফিরে বেশ খুশি তিনি।

বিজয়ীর সম্মান

সবচেয়ে কম বয়সে এমি অ্যাওয়ার্ডসের অভিনয় বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন আওয়েন কুপার। 'অ্যাডোলেসেন্স' সিরিজের জন্য সেরা সহ-অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে এই সিরিজে অভিনয় করেন কুপার। তিনি জেক জিলেনহালের ভক্ত। অনুষ্ঠানের দিন জেক আওয়েনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং তাঁর হাতে তুলে দেন নিজের 'লাকি ডাক'। 'অ্যাডোলেসেন্স'-এর জন্য সেরা অভিনেতা এবং সেরা সহঅভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন যথাক্রমে স্টিভন গ্রাহাম ও এরিন ডোহার্টি। তা ছাড়াও পরিচালনা এবং লেখার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে এই লিমিটেড সিরিজ। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এই সিরিজের ভিউয়ারশিপ ১৪০ মিলিয়ন!



■ এমি পুরস্কার হাতে আওয়েন কুপার



■ ঋক চট্টোপাধ্যায়

সত্যি কাস্টিং

'যত কাণ্ড কলকাতায়' ছবিতে অলক বা অ্যালেক চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋক চট্টোপাধ্যায়। তবে নবাগত এই অভিনেতা অনীক দত্তর সঙ্গে কাজের সুযোগ পেয়েছেন অদ্ভুতভাবে। অভিনেতার কথায়, 'আমি অনীকদা-কে চিনতাম না। ওঁর নম্বর জোগাড় করে মেসেজ করেছিলাম, কাজ করতে চাই বলে। উনি জবাবে বলেন অভিনয়ের কোনও ভিডিয়ো পাঠাতে। আমি জানতাম উনি সত্যজিৎ রায়ের ভক্ত। তাই ফেলুদার একটা দৃশ্য অভিনয় করে পাঠাই। জবাবে উনি লেখেন, 'সাবাশ তোপসে। কাল পাঁচটায় এসো।' আমিও লিখি, থ্যাঙ্ক ইউ ফেলুদা।' ঠিক এইভাবেই হয়ে যায় কাস্টিং। ঋকের অভিনয় প্রশংসিত হচ্ছে এখন। দেখা যাক, অনীকের পরিচালনার পরে তিনি আর কারও সঙ্গে কাজের সুযোগ পান কি না।

বিদেশ থেকে বঙ্গে

প্রবাসী বাঙালি, কিন্তু বরাবরের ইচ্ছে ছিল বাংলা ছবিতে কাজ করবেন। সুযোগও পেলেন নিজের দমেই। স্ট্র্যাটেজিক মিডিয়ায় ডক্টরেট প্রিয়দর্শিনী গুহ রায়চৌধুরী থাকেন লস এঞ্জেলসে। নাচ, গান, অভিনয় সবক্ষেত্রেই দক্ষ তিনি। একাধিক শোয়ে সঞ্চালিকার ভূমিকায় ছিলেন। আমেরিকান আইডল, সারেগামাপা নর্থ আমেরিকার মতো একাধিক গানের শোয়ে জায়গা করে নেওয়া প্রিয়দর্শিনীর বরাবরের ইচ্ছে ছিল বাংলায় কাজ করার। 'দেবী চৌধুরানী' ছবির মাধ্যমে সেই স্বপ্নপুরণ হল। কিন্তু কীভাবে? "পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রের সঙ্গে এনএবিসি বঙ্গ সম্মেলনে আলাপ হয় আমার। বাংলা ছবিতে কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলাম। এরপর উনি আমাকে কলকাতায় অডিশনের জন্য ডাকেন। পরীক্ষায় পাশ করে 'দিবা' চরিত্রটির জন্য নির্বাচন করা হয় আমাকে।" বাংলায় এসে প্রসেনজিৎ সহ অন্যান্যদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আপ্লুত তিনি।



■ ফোটো: অনির্বাণ সাহা

■ ড: প্রিয়দর্শিনী গুহ রায়চৌধুরী



■ শিবপ্রসাদ এবং দেব

কেন এই রেষারেষি?

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং দেবের এই লড়াই নতুন নয়। এর আগেও পুজোর সময় দেবের 'খাদান' এবং শিবপ্রসাদের 'বহুরূপী' একইদিনে মুক্তি পাওয়া নিয়ে দুই তারকা এবং তাঁদের ফ্যান ক্লাবের সদস্যের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এবারও তার অন্যথা হল না। দেবের 'রঘু ডাকাত' এবং শিবপ্রসাদের 'রক্তবীজ ২' এবার একইদিনে মুক্তি পেয়েছে। তাই নিয়ে বেশ কয়েকদিন হল তরজা চলছে। যেদিন 'রক্তবীজ ২'-এর পোস্ট রিলিজ় পার্টি রাখা হয়, সেদিন একই সময়ে 'রঘু ডাকাত'-এরও পার্টি রাখা হয়। বিপাকে পড়েন মিডিয়ার প্রতিনিধিরা। এদিকে শিবপ্রসাদের সংস্থার প্রচারসচিব আর ওদিকে এসভিএফ-এর প্রচারসচিব ক্রমাগত সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ করতে থাকেন যে পার্টি এখুনি শুরু হয়ে যাবে। তাঁরা যেন দেরি না করেন। এবার প্রশ্ন হল, দুই ছবির এই দু'টি পার্টির ক্ল্যাশ কি আটকানো যেত না? অনায়াসে দু'টি আলাদা দিনে পার্টি রাখা যেত। এমনিতেই এখন ছবি রিলিজ়ের আগে পার্টি হয়ে যায়, তা ছবির ব্যবসা যা-ই হোক না কেন! দুই তরফেই নাকি হিসেব রাখা হচ্ছিল, কোন পার্টিতে বেশি লোক হচ্ছে। এ যেন পুজোর মণ্ডপে ভিড় বাড়ানোর লড়াই! বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে সবসময় বার্তা দেওয়া হয় পাশে দাঁড়ানোর জন্য। অথচ ইন্ডাস্ট্রির ভিতরেই এত লড়াই!



■ মহুয়া রায়চৌধুরী, অঙ্কিতা মল্লিক (ইনসেটে)

বড় পর্দায় মহুয়ার বায়োপিক

বড়পর্দায় তৈরি হচ্ছে মহুয়া রায়চৌধুরীর বায়োপিক। মুখ্য চরিত্রে ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ অঙ্কিতা মল্লিক। মহুয়া রায়চৌধুরীর বিতর্কিত জীবন নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই ছবি। অভিনেত্রীর বিতর্কিত জীবন নিয়ে এখনও বাঙালিরা উৎসুক। ছবির নাম 'গুনগুন করে মহুয়া'। অভিনেত্রী ৬৭ তম জন্মদিনে এই খবর প্রকাশ্যে আসে। পরিচালনায় সোহিনী ভৌমিক। এই ছবিতে অভিনেত্রীর মৃত্যুর কারণও তুলে ধরা হবে। অনুসন্ধান করা হবে আরও অন্যান্য রহস্যের। প্রযোজকের ভূমিকায় রানা সরকার। অঙ্কিতা অত্যন্ত দক্ষ অভিনেত্রী। বড়পর্দায় এটাই তাঁর প্রথম কাজ। ছোট পর্দা থেকে এখন অনেকেই বড় পর্দায় নাম লেখাচ্ছেন। সেই তালিকায় যুক্ত হলেন অঙ্কিতাও। ছবির জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন অভিনেত্রী। পরিচালকও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছেন।





5/10

কন্যা

পুরনো গল্প, নতুনের ছোঁয়া

পরিচালনা: রোহন সেন
অভিনয়: প্রিয়াঙ্কা সরকার, অমৃতা দে, ঋষি কৌশিক, বিশ্বনাথ বসু, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী

সাধারণ মানের বাংলা ছবির দর্শকসংখ্যা যে কম, তা বলাই বাহুল্য। মাল্টিপ্লেক্সে গেলে সেটা আরও ভাল টের পাওয়া যায়। রোহন সেন পরিচালিত 'কন্যা'ও সেরকমই মাঝারি মানের একটি ছবি। দর্শকসংখ্যা একেবারেই কম। কিন্তু ছবির গল্প খারাপ নয়। খামতি থাকলেও একবার দেখাই যায়। খুব সাধারণ, তবুও দুই 'কন্যা'র দুই প্রান্তে ভেসে যাওয়া জীবনকে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে ছবির মাধ্যমে। দুই বোনের গল্প। একজনের প্রাক্তন স্বামীকে বিয়ে করেছে অন্য জন। তাই নিয়েই মান-অভিমান, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, দূরত্ব। সব উপাদানকে স্পষ্ট ভাবে, মেপে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে শুধু দুই বোনের মান-অভিমান নয়, একটি মেয়ের জীবন ঠিক কোন কোন খাতে বয়ে চলে, সেই সব দিকগুলোও বেশ সুন্দর। এখন-তখনকে মিলিয়ে যেভাবে ছবির দৃশ্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে, তাতে ছবিটি দেখতে ভাল লাগে। ভাল লাগে বাবার চরিত্রে অভিনেতা বিশ্বজিতের মুখে 'যাই হয়ে যাক, বাবা সব সময় পাশে আছে', সংলাপও। কিন্তু সব থেকেও, ছবিতে যেন বেশ কিছু জিনিস নেই। সবার আগে ছবির গতি নিয়ে প্রশ্ন আসে। গল্প বিশেষ বড় নয়, তাই তাকে অহেতুক টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। হাসপাতালের দৃশ্যে যে চড়া কণ্ঠে গানের ব্যবহার করা হয়েছে, তা অপ্রয়োজনীয়। অভিনয় বেশ নিম্ন মানের। নবাগতা অমৃতা এবং প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ককে বেশ সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। কিন্তু সংলাপ বেশ দুর্বল। এবং তা পর্দায় ফুটিয়ে তোলাতেও খামতি ছিল। বিশ্বনাথের অভিনয় বেশ ভাল। ঋষি কৌশিকও ভাল। চরিত্র অনুযায়ী তাঁর অভিনয় ভাল। শব্দের প্রয়োগ অনেক জায়গাতেই মনোগ্রাহী। সব শেষে বলা যায়, এই ছবি শেষ পর্যন্ত আবেগকে ধরে রাখে। খামতি থাকলেও, উতরে যায়।

7/10

নিশাঞ্চি

অনুরাগের প্রত্যাবর্তন

পরিচালনা: অনুরাগ কশ্যপ
অভিনয়: ঐশ্বরী ঠাকরে, ভেদিকা পিন্টো, মনিকা পনওয়ার, জ়িশান আয়ুব, কুমুদ মিশ্র, বিনীতকুমার

বাবলু ও ডাবলু, মঞ্জরী এবং কুস্তিগীর জবরদস্তের যমজ ছেলে, দুই বিপরীতমুখী পরিবেশে বড় হয়। কারণ এক খলচরিত্র, অম্বিকা প্রসাদ তাদের বাপের বন্ধু সেজে মায়ের প্রতি কু-নজর দেয়, জবরদস্তকে জেলে পোরা এবং সেখানেই খুন করার চক্রান্ত করে। এক ভাই মস্তান, অন্য ভাই সৎ ছেলে। সম্পূর্ণ 'দিওয়ার' মডেল। সাত-আটের দশকের চেনা গল্প। ফরাসি চিত্রনির্মাতা জাঁ রেনোয়া বলেছিলেন, 'একজন ফিল্মমেকার সারাজীবনে একটিই ছবি বানান সর্বস্ব দিয়ে।' সে-কথা মহেশ ভট্ট, রামগোপাল ভর্মার পর সত্যি প্রমাণ করছেন অনুরাগ কশ্যপ। ছ'ঘণ্টার যে 'গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর' তিনি বানিয়েছিলেন, তা হিন্দি ছবির চিত্রপট পাল্টে দিয়েছে। সেই ছবিকেই নতুন মোড়কে মুড়ে, নতুন গল্পে সাজিয়েছেন 'নিশাঞ্চি' ছবিতে। অনুরাগোচিত যে 'কোয়ার্ক', সম্পূর্ণ ছকভাঙা

ডার্ক হিউমর তাঁর অনুরাগীরা প্রত্যাশা করেন, 'নিশাঞ্চি' সেটাই। বিনীতকুমার, ভেদিকা পিন্টো, মনিকা পনওয়ারের কাছ থেকে তিনি সেরা অভিনয় বের করে এনেছেন। এই ছবিতে প্রচুর রেফারেন্স রয়েছে। 'মুক্কাবাজ'-এ স্পোর্টসম্যানের যন্ত্রণা, নাচের ছাত্রী থেকে মাচায় নাচা মেয়ের হতাশা... এগুলো হিন্দি ছবিতে আমরা প্রচুর দেখেছি। ফলে সিনেফিলিয়ায় ভরপুর 'নিশাঞ্চি'। দুঃখের বিষয়, ঝাঁ চকচকে বলিউড ছবির পাশে ধুলোওড়া হার্টল্যান্ডের ছবি সমান মর্যাদা কোনওদিনই পায় না। তাকে 'সমান্তরাল ধারা'র ছবির সম্মান তো দেওয়া হয়, তবে মূলস্রোতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। অনুরাগের এই ছবি তাই সিনিফিলদের প্যাশন হয়ে বাণিজ্য থেকে দূরে থেকে যাবে।





হীর এক্সপ্রেস

সৎ প্রচেষ্টা

5/10

পরিচালক : উমেশ শুক্ল

অভিনয়: দিবিতা জুনেজা, গুলশন গ্রোভার, আশুতোষ রানা, সঞ্জয় মিশ্র

এটি একটি পরিবার-কেন্দ্রিক পরিচ্ছন্ন মিষ্টি কমেডি ঘরানার চলচ্চিত্র। গল্পটির মধ্যে কিছুটা গতানুগতিকতা রয়েছে, যা সিনেমাটির গতিকে অনেক জায়গায় দুর্বল করে দেয়। সিনেমায় একটি পঞ্জাবি মেয়ে হীর (দিবিতা জুনেজা) দুই অবিবাহিত মামাকে (গুলশন গ্রোভার এবং সঞ্জয় মিশ্র) নিয়ে তার মৃত মায়ের একটি ধাবা চালায়। শিশুবেলাতেই সে তার মাকে হারায়। বাবা অজ্ঞাত কারণে নিঁখোজ, তাই তার দুই মামা অবিবাহিত থেকে তাকে নিজের সন্তানের মতো করে মানুষ করেন। হীরের অসাধারণ রান্নায় সবাই মুগ্ধ। সেই কারণেই তার বিদেশে গমন। সেখানে একটি বেশ বড় হোটেল, যেখানে ভারতীয় খাবার পাওয়া যায়। এই হোটেলটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সে আদা জল খেয়ে লেগে পড়ে। সেই হোটেলের মালিক টিজে (আশুতোষ রানা)। গল্পের প্রায় শেষের দিকে এসে সে জানতে পারে এই টিজেই আসলে তার নিঁখোজ বাবা। তারপরই অতি দ্রুততার সাথে গল্পের আসল আকর্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। অনেক ভুল বোঝা, ঠিক বোঝাবুঝির মাধ্যমে গল্পটি এগোয়। প্রথম অংশটি বেশ ধীর গতির, যা দর্শকদের একটু বিব্রত করতে পারে। অভিজ্ঞ অভিনেতাদের ব্যবহার করে সিনেমাটির হাল ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন অভিনেত্রী দিবিতা জুনেজার অভিনয় ভাল। মিউজ়িক ও গান খারাপ নয়। সিনেমাটির বাঁধন আরও একটু ভাল হতে পারত। তাও এই সময়ে বেশির ভাগ সিনেমাতে যেভাবে একে অন্যকে যাচ্ছেতাইভাবে খুন করা, রক্তারক্তি কাণ্ড দেখানো হচ্ছে, তাতে এই ছবি একটি ভাল প্রয়াস।

এক চতুর নার

প্লট ভাল, কিন্তু চিত্রনাট্য?

পরিচালনা: উমেশ কুমার
অভিনয়: দিব্যা খোসলা কুমার, নীল নীতিন মুকেশ, সুশান্ত সিং, ছায়া কদম

5/10



হিন্দি সিনেমায় ব্ল্যাক কমেডি নিয়ে কাজ খুব কম হয়। সেখানে 'এক চতুর নার' ব্যতিক্রমী ভাল লাগার রেশ রেখে যেতেই পারত। মমতা (দিব্যা) নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলা। দিন গুজরান করাই তার পক্ষে কঠিন। এমতাবস্থায় তার হাতে শহরের ধনী ব্যবসায়ী অভিষেকের (নীল) মোবাইল ফোন এবং একটি ভিডিও চলে আসে। ব্ল্যাকমেল করে দু' কোটি টাকা পাওয়ার সুযোগ পায় সে। এবার সে কীভাবে ব্ল্যাকমেল করে এবং অভিষেকের কাছ থেকে আদৌ টাকা হাতাতে পারে কি না, বা তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না, তাই নিয়ে ছবির গল্প। থ্রিলারের ধাঁচে ছবিটিকে বেশ ভাল শুরু করেছিলেন পরিচালক। মনস্তত্ত্বের অলিগলি ঘুরে, ঘটনার ঘনঘটা ভালই চলছিল। কিন্তু তাল কাটল চিত্রনাট্যের অতিরিক্ত মেদে। একটা সময় যেন ছবি এগোতেই চাইছিল না। দিব্যাকে মোটেই ভাল লাগেনি। চরিত্রের রক্তমজ্জার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেননি। নীল এবং সুশান্তকে বেশ ভাল লেগেছে। কিন্তু চিত্রনাট্যে যে পরিসরের দরকার, তা তাঁরা পাননি। অনেক সময় ছবিটি উচ্চ নাটকীয়তার দোষে দুষ্ট হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ খাপছাড়া মনে হয়েছে। ফলে খুব সাধারণ ছবি হয়ে রয়ে গেল 'এক চতুর নার'।



ঝড়

কোনও ঝড় তোলে না

4/10

পরিচালনা: অ্যান্থনি জেন
অভিনয়: বনি সেনগুপ্ত, সৌরভ দাস, রজতাভ দত্ত ,অমৃতা সাহা

প্রথমত সিনেমাতে কিছুই যেন যথাযথভাবে তৈরি করতে পারেননি ডিরেক্টর মশাই। সিনেমাটিতে ভাল সংলাপ নেই, চরিত্রগুলোতে নেই কোনও অভিনয়ের গভীরতা, মারপিটের দৃশ্যগুলি দেখলে হাসি পায়। সব মিলিয়ে সিনেমাটি খুবই অগোছালো বলে মনে হয়েছে। বনি (মাইকেল) ও সৌরভ (সৌভিক) অভিনয় ভাল করেন, কিন্তু কেন পরিচালক এই ছবিতে তাঁদের ব্যবহার করতে পারলেন না, বোঝা গেল না। ছবির গল্প হিউম্যান ট্র্যাফিকিং নিয়ে। তার ইনভেস্টিগেশন করতে মাইকেল যায় দার্জিলিং-এ। সেখানে সৌভিক এই কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। নবাগতা অমৃতা (জেন) তাঁর অভিনয় দিয়ে ছাপ ফেলতে পারেননি। ছবিটি দেখে মনে আনন্দ বা দুঃখ কিছুই তৈরি হয় না। সিনেমাটোগ্রাফিতে কিছু পাহাড়ের দৃশ্য সিনেমার শোভাবর্ধন করে মাত্র।



দ্য ব্যাডস অফ বলিউড

মোটেই 'ব্যাড' নয়

পরিচালনা: আরিয়ান খান
অভিনয়: লক্ষ্য লালওয়ানি, রাঘব জুয়াল, ববি দেওল, সেহের বাম্বা, আনিয়া, মোনা সিংহ, মনোজ পাওয়া, করণ জোহর, রজত বেদী, মনীশ চৌধরী

6.5/10

সামাজিক মাধ্যম পূর্ববর্তী সময়ে ফারহা খান 'ওম শান্তি ওম' বা জোয়া আখতার 'লাক বাই চান্স' না বানালে হয়তো আরিয়ান খান 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' বানাতে পারতেন না। ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে স্পুফ যে করা যায়, অন্ধকার দিককে লঘু রসে নিমজ্জিত করে পরিবেশন করা যায়, এই পথটাই দেখিয়েছেন হাতে গোনা কিছু 'ইনসাইডার'। আরিয়ান খানও তেমনই। তিনি ইনসাইডার। শাহরুখ খানের ছেলে। ফলে নিজের জেলখাটা, এনসিবি আধিকারিকের বলিউড-বিদ্বেষ, নেপোটিজ়ম নিয়ে কথা তিনি বলেছেন। বিনোদন ঢেলে দিয়েছেন মশলাদার বাণিজ্যিক ছবির মতো। বহিরাগত আসমান (লক্ষ্য) নবাগত হিসেবে বলিউডে যখন ভুল করে, হোঁচট খায়, কনট্র্যাক্টের ফাঁদে পড়ে দিশেহারা হয়ে যায়, সুশান্ত সিংহ রাজপুতের কথা মনে পড়ে। তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সুপারস্টার অজয় তলওয়ারের (ববি) মেয়ে করিশ্মাকে (সেহের) ফোন করতে হয় 'কাকু' করণ জোহরকে। আসমানের ভবিতব্যের সুতো কখনও প্রযোজক ফ্রেডি সোডাওয়ালার হাতে, কখনও অজয় তলওয়ারের হাতে। এই বাঁদর নাচে তাঁর সঙ্গী পরিবারের ভালবাসা এবং বন্ধু পরভেজ়ের আলিঙ্গন। লক্ষ্য এবং রাঘব জুয়ালের জুটি 'কিল' ছবিতে রোমহর্ষক অ্যাকশনে মন জয় করেছিল। এই ছবিতে হাস্যরস এবং বন্ধুত্বে করেছে। রাঘবের কমিক টাইমিং দারুণ। ভাল লাগে আনিয়া সিংহ এবং সেহের বাম্বাকে। মনোজ পাওয়া এবং মোনা সিংহও ভাল। ববি দেওল সুপারস্টারের মতোই উপস্থিতি দেখিয়েছেন। শাহরুখ-পুত্র হওয়ার সুবাদে সলমন খান, আমির খান, রণবীর কপূর ও সিংহ... অতিথি শিল্পীর অভাব হয়নি আরিয়ানের। কিন্তু ক্যামিও আধিক্য সিরিজ়টিতে কোনও আলাদা মাত্রা যোগ করেনি (ইমরান হাশমির ক্যামিও বাদে)। বেশ কিছু ক্যামিও তো ন্যারেটিভের গতি রোধই করেছে। আরিয়ান আসলে তারকাদের বাড়ির ড্রয়িংরুমে সাধারণ ভাবেই দেখেছেন তো... যাই হোক, 'ব্যাডস অফ বলিউড'-কে 'নট ব্যাড' ছাড়া বিশেষ কিছু বলা যাচ্ছে না। এর চেয়ে অনেক কম সুযোগ-সুবিধে, অনেক বেশি প্রতিকূলতা নিয়ে 'বহিরাগতরা' তৈরি করেছেন অসামান্য ছবি, সিরিজ়। তবে আরিয়ান সম্ভাবনা জাগিয়েছেন বটে।

ভূত তেরিকি

ভূতেদের মজার দেশ

পরিচালনা: কৌশিক হাফিজ়ি
অভিনয়: ঐশ্বর্য সেন, দীপান্বিতা সরকার, আভেরি সিংহ রায়, দেবরাজ ভট্টাচার্য, শৌনক কুণ্ডু, দুর্বার শর্মা

বাঙালি পেত্নীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে সিরিজ় 'ভূত তেরিকি'। বিভিন্ন প্রজন্মের ভূত-পেত্নীদের গল্প বেশ মজার ছলে তুলে ধরা হয়েছে। এই সিরিজ় থেকে ভারিক্কি কিছু পাওয়ার আশা করবেন না। মজায় ঠাসা যাকে বলে। অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডে জড়িত প্রতিটি পর্ব। সবক'টিই স্বল্প দৈর্ঘ্যের। অভিনেতাদের তালিকা লম্বা। কিন্তু অভিনয়ে বিশেষ মন ভরবে না। গল্পও আহামরি কিছু নয়। তাই পর পর দেখে যাওয়ার আগ্রহ ক্রমশ কমতে পারে। কিন্তু শুধু হাসতে চাইলে এই সিরিজ় বেশ ভাল। কিছু জায়গায় বলপূর্বক হাসানোর প্রচেষ্টা অবশ্যই রয়েছে। আর তাতেই মেকি লাগে সবটা। আসলে গল্পের মূল বিষয় হল, ভুতেদের নিয়ে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি বানানো হচ্ছে। বানাচ্ছেন মানুষেরাই। সেই কারণেই ভুতরা দৃশ্যমান তাঁদের কাছে। দেখতে পান ভুতেদের নানা কর্মকাণ্ড। সর্বোপরি মানু র সঙ্গে ভুতের প্রেম হয়। এই সিরিজ়ে দেবরাজের অভিনয় বেশ ভাল। কিন্তু এমন গল্প



4.5/10

বানানোয় তেমন কিছু উপকরণ লাগে না। একবার দেখার জন্য যথাযথ।

আজ আমার উৎসব, কাল তোমার

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট

মিস আঙুরলতা

পুজোর মরশুমে কেমন বৃষ্টি এসে আনন্দ ভেস্তে দিয়ে গেল বলুন। এই ভেস্তে দেওয়ার খেলাটাই এবার খোলাখুলি শুরু হয়ে গিয়েছে। আর রাখঢাক নেই। পরমপূজ্যপাদ আর রুদ্র আশীর্বাদ একে অন্যকে লেঙ্গি মারছে রীতিমতো মিডিয়াকে সামনে রেখে। আসলে পরমপূজ্য তো আসুরিক চেহারা শুধু বানায়নি, তার ক্ষমতাও তেমন। আর রুদ্র ছাড়া কেউ তাকে রুষ্ট করার সাহস দেখায় না। একই দিনে দু'জনে আচমকা আমোদ-প্রমোদে মাতাতে চেয়েছে মিডিয়ার বন্ধুদের। কোনও উপলক্ষ্য ছাড়াই। একদিকে রুদ্র আশীর্বাদ খাইয়ে-দাইয়ে সাংবাদিক বন্ধুদের আটকে রাখতে চায়, তো অন্য দিকে পরমপূজ্যর পারিষদরা বলে, 'আমাদের বজরা কিন্তু ডাঙা ছেড়ে চলল...' সত্যিই পরমপূজ্যপাদ প্রমোদের চমক দিতে প্রমোদতরণী ভাসিয়েছে! আমি কাউকে চটাইনি। কে দুঃখের দিনে সঙ্গ দেয়, তার ঠিক আছে? রুদ্রর পার্টিতে তো একেবারে দরজা আটকে দিয়েছিল! বেরোতে দেবে না! আমিও দু'পাত্তর খেয়ে কেটে পড়েছি। পরমপূজ্যর বজরা যদি ছেড়ে দেয়! ও মা, তিনঘণ্টা পরে পৌঁছে দেখি, বজরা তো ডাঙায়! বজরার উপরতলায় গিয়ে দেখি পরমপূজ্য সুদেহী, সিংহ প্রযোজক আর দাগী প্রযোজকের সঙ্গে একটা ঘরে বসে। বেরোচ্ছে না! কদর বাড়াচ্ছে আর কী। তারপর যে-ই না যুবতীকন্যা এল, ওমনি বেরিয়ে চলে এল! মিডিয়ার ক্যামেরা প্রায় কেড়ে নেয় আর কী! ওদিকে লোকে মোবাইলে দেদার ছবি তুলে নিচ্ছে! তারপর কিছুক্ষণ পর বলল, তোমরা ভাই নীচে চলে যাও, আমরা একটু নিজেদের মতো রিল্যাক্স করব। পরমপূজ্য তো পেল্লায় ফ্ল্যাট ট্যাট কিনেছে জানি। যুবতীকে নিয়ে সেখানেই আরাম করতে পারত! বজরা ভাড়া করে, এত লোক ডেকে, সুরা-স্ন্যাক্সে খরচ করে তাদেরই বলে কিনা 'চলে যাও'! এসব ফ্যান্টাসি আছে জানতাম না বাপু! লোকের ভিড়ে ভিজেকে দিয়ে নিজের গান লুপে বাজিয়ে রিল্যাক্স করা... ভেরি হট! শুনেছি বঙ্গ দস্যু ছবির শুটিংয়ের আউটডোরে হোটেলের নীচে গোটা ক্রু, মা-বাবা-বোনকে বসিয়ে রেখে উপরের ঘরে যুবতীকন্যেকে নিয়ে সে প্রমোদতরণী ভাসাত। পরমপূজ্য কিন্তু বেশ কিংকি, না?

কিন্তু রুদ্র আশীর্বাদের সব কিংক কেড়ে নিয়েছে বসন্তকুমার আর শৈলশহর। রুদ্র যেখানে পরমপূজ্যকে টেক্কা দিতে প্রাণপাত করছে, ইউনিটি দেখাতে খিলাড়ি নায়ক আর মিস আমি আমি আসরে নেমেছে, সেখানে ওরা ডুব মেরে দিল! রুদ্রকে দিশেহারা লাগছিল। ঢাল-তরোয়াল ছাড়া পরমপূজ্য বিরুদ্ধে নেমেছে সে, সঙ্গে বসন্ত আর শৈলও নেই! রুদ্র এই খেলায় পুরনো খেলোয়াড়। বসন্তকে সে কাগুজে বাঘ দেখিয়ে বিদ্রোহীর ছবির প্রচারে যেতে দেয়নি। বসন্ত কী জিনিস, সেও দেখে নিল। এই জগতে ভাই, কেউ কারও নয়। উৎসবের মরশুম আসে আর চলে যায়...





মারের চোটে
সাইকেল থেকে ছিটকে
পড়ল পোষা!
কে মারল? কেন মারল?
রাজ্য-রাজনীতি-সমাজের সাম্প্রতিক চিত্র
নিয়ে স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর লেখা নতুন
ধারাবাহিক উপন্যাস
‘বাবলগাম’
পড়ুন ‘আরও সাহিত্য’-র
উপন্যাস বিভাগে।
একদিন অন্তর নতুন পর্ব।
ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই আপনার জন্য থাকছে বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে
অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও
আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas


A TATA PRODUCT
TANISHQ
PRESENTS
আবাহন
নতুন বাঙালীয়ানার সৃজনীদের জন্যে
বাংলার কালজয়ী ঐতিহ্য উদযাপিত হোক শোলা আর ডাকের সাজের সূক্ষ্ম শৈল্পিকতায়।
মাতৃবন্দনায় নিবেদিত এক চিরন্তন কালেকশন যা সম্মান জানায় এই নিখুঁত শিল্পকলাকে।
₹450 পর্যন্ত ছাড়*
প্রতি গ্রামের গোল্ড জুয়েলারীতে
20% পর্যন্ত ছাড়*
ডায়মন্ডের মূল্যে
গোল্ড রেট প্রোটেকশন - সোনার মূল্য বৃদ্ধির হার থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য অগ্রীম বুকিং করুন
To locate your nearest store and know more on 8147349242. Buy online at tanishq.co.in or Download our App *Conditions apply.